নবীজীর হাসি

মাওলানা আহমদ আলী অনূদিত

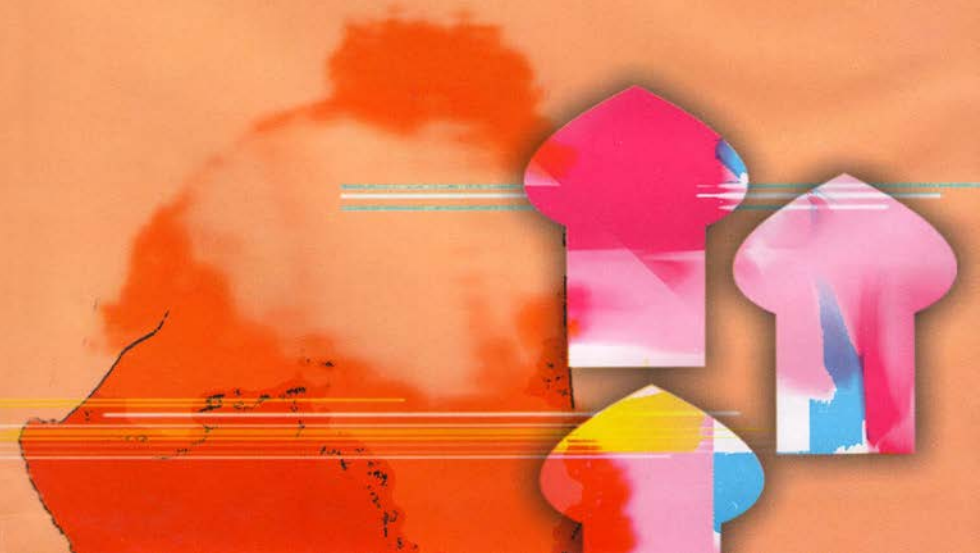

নবীজীর হাসি

মাওলানা আবদুল গনী তারিক

নবীজীর হাসি

অনুবাদ

হাফেজ মাওলানা আহমদ আলী

খলীফা. আরিফ বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা
হাকীম মুহাম্মদ আখতার সাহেব (দা.বা.)
খতীব. বনশ্রী কেন্দ্রীয় মসজিদ, বনশ্রী প্রজেক্ট, রামপুরা, ঢাকা

মাকতাবাতুল আখতার

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭১৮৫২৭১০২

তৃতীয় প্রকাশ : জানুয়ারী ২০১৪ ঈ.
দ্বিতীয় প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০১১ ঈ.
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০০৯ ঈ.

নবীজীর হাসি

□ প্রকাশিকা : সুমাইয়া আহমদ
মাকতাবাতুল আখতার
□ স্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত □ প্রচ্ছদ : হা মীম কেফায়েত
□ কম্পোজ : বইঘর বর্ণসাজ, বাংলাবাজার, ঢাকা ০১৭১১৭১১৪০৯

মূল্য : ১০০ টাকা মাত্র

ISBN: 978-984-8807-01-9

বড় আপা–

ফজিলাতুন নিসা

খুব বেশি মনে পড়ে তোমায়!

রাসূলপ্রেমের শরাব পিয়ে ২০০৭ সালে (হজ সমাপন শেষে) যিনি ফিরে আসার সময় আকাশপথেই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চির বিদায় নিয়েছেন। যিনি ঘুমের ঘোরেও স্বপ্ন দেখতেন মাকতাবাতুল আখতারের সুবাস ছড়ানো ঝিলিক। মহান আল্লাহ পিতার পাশে শায়িত সৃষ্টিশীল মমতাময়ী এই প্রিয় বোনটিকেও তাঁর প্রিয় করে নিন এবং জান্নাতে উচ্চ মাকাম দান করুন।

–আহমদ আলী

অনুবাদকের আরয

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তিনি গোটা সৃষ্টি জগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছিলেন। কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ সমগ্র মানব জাতির জন্য একমাত্র শান্তি ও মুক্তির রক্ষাকবচ। মানুষের ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, আন্তর্জাতিক জীবন– এক কথায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য রয়েছে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তম আদর্শ। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করলে ব্যক্তি পরিবার সমাজ রাষ্ট্র কল্যাণের পথেই এগিয়ে যাবে। তাই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনের প্রতিটি অংশই উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য অনুসরণীয়, অনুকরণীয়। আর এর মধ্যেই নিহিত মানব জাতির কল্যাণ ও মুক্তি।

অনেকেই মনে করে থাকেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝি গুরু-গম্ভীর রাশভারী ছিলেন। কিন্তু তাদের এটা বুঝা উচিত, যিনি পৃথিবীর সবচাইতে গ্রহণযোগ্য আধুনিক জীবন ব্যবস্থা উপহার দিয়ে গেছেন, তিনি মানব জীবনের সকল দিকে সর্বোচ্চ এবং সর্বাঙ্গ-সুন্দর দৃষ্টান্ত রেখে যাবেন সেটাই স্বাভাবিক। তাই তো মানব জীবনের

এমন কোন দিক বাকি নেই যেখানটাতে তাঁর পরশ পাথরের ছোঁয়া লাগেনি। তিনি জীবন যাপন করেছেন সাধারণ মানুষের মতোই। আর সাধারণের মাঝেই তিনি অসাধারণ ছিলেন। তিনি খানা খেতেন, প্রাকৃতিক প্রয়োজন তাঁর ছিল। তিনি বিয়ে করেছেন, সংসার করেছেন। জীবনের স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্ম, আবেগ-অনুভূতি সবই তাঁর ছিল। দুঃখ-কষ্টের পাশাপাশি হাসি-আনন্দও তিনি অনুভব করতেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে সীরাত গবেষকগণ বিস্তর গবেষণাধর্মী তত্ত্ব ও তথ্যবহুল রচনাবলী আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সেই তুলনায় তাঁর হাসি-আনন্দের বিষয়টি খুব সামান্যই সীরাত রচয়িতাদের নজরে এসেছে। এর অবশ্য কারণও আছে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সীরাত-সুরত যেহেতু উম্মতের জন্য অনুসরণীয় অনুকরণীয়, তাই জীবন চলার উপযোগী গভীর জীবনবোধ সম্পর্কিত বিষয়-আশয়ই প্রাধান্য পেয়েছে। তবে আমরা মনে করি ঠিক একই কারণে তাঁর হাসি-আনন্দের বিষয়গুলোও ওঠে আসা একান্ত প্রয়োজন।

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও সীরাত রচয়িতা মাওলানা আবদুল গনী তারিক সম্ভবত এ দৃষ্টিকোণ থেকেই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাসি-আনন্দের দিকগুলো সংকলন করতে চেষ্টা করেছেন। এ কথা ঠিক যে, চৌদ্দশত বছর আগে ঘটে যাওয়া হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন থেকে কেবলমাত্র হাসি-আনন্দের ঘটনাগুলো ছেনে এনে সংকলিত করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। তবে সীরাতের

উল্লেখযোগ্য রচনাবলী ঘাঁটাঘাঁটি করেই মাওলানা আবদুল গনী তারিক এই অসাধারণ সংকলনটি উর্দু ভাষায় পেশ করতে সক্ষম হয়েছেন। কিতাবটি পড়ে মনে মনে স্বপ্ন জাগে– বাংলাভাষাভাষী মানুষদের আমার এ ভালো লাগায় শরীক করাতে পারলে কতই না ভালো হতো! কিন্তু কীভাবে?

সাহিত্যাঙ্গনে পদচারণায় ব্যস্ত বন্ধু-বান্ধবদের আমি সব সময়ই জ্বালাতন করি। কোন একটা কিতাব ভালো লাগলেই তা অনুবাদ করে দিতে বলি। বন্ধুত্বের দাবিতেই হয়তো তারা চোখবুঁজে এসব জ্বালাতন সহ্য করেন। কিন্তু তারও একটা সীমা থাকা উচিত। ইদানীং বেশ কিছু পছন্দের কিতাব হাতে আসায় সাহিত্য-বন্ধুদের কাজের সাথে নিজেও শরীক হলাম। একটু-আধটু কাজ করে তাদের পড়ে শোনালে তারা প্রচণ্ডভাবে উৎসাহিত করেন আমাকে। তাঁদের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয় লব্ধপ্রতিষ্ঠিত লেখক কলামিস্ট, সফল অনুবাদক ও সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীনের নাম উল্লেখ না করলেই নয়। তিনি আমাকে 'হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা– আমি যে পথ চিনি না'– অবস্থা থেকে এ পথে নামিয়ে দিলেন। বন্ধুবর লেখক অনুবাদক মাওলানা মাহদী হাসান, যার সচেতন তাগাদা ছাড়া কাজগুলো সমাধা হতো কিনা সন্দেহ। আর বই প্রকাশের নেপথ্য কারিগর সাপ্তাহিক মুসলিমজাহানের সহকারী সম্পাদক লেখক সাংবাদিক সমর ইসলামসহ আরও যাদের সহযোগিতা ও পরামর্শ আমাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে সবাইর প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের উত্তম প্রতিদান দিন। বলতে দ্বিধা নেই, তাদের প্রেরণা পেয়ে মনের ভেতর শক্তি ও সাহস

সঞ্চয় হয়। তাদের দেয়া উৎসাহে জেগে ওঠা প্রত্যয়ে অনুবাদ সাহিত্যের নন্দিত বারান্দায় পা রাখলাম। তাওফিকের মালিক আল্লাহ তাআলা।

পরিশেষে প্রিয় পাঠকদের কাছে বিনীত অনুরোধ রাখছি, এ পথে ওঠে এসে যেন হারিয়ে না যাই– সে জন্য আমাকে দুআ করবেন। পাশাপাশি আমার ভুলগুলো ধরিয়ে দিয়ে সংশোধনের সুযোগ করে দিবেন। বিনিময়ে অধম দুআর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। বই প্রকাশে বিভিন্নভাবে যাদের সহযোগিতা, উৎসাহ, প্রেরণা এবং পরামর্শ পেয়েছি সমগ্র জাহানের মালিক মহান রাব্বুল আলামীন তাঁদের উত্তম জাযা দান করুন। আমীন!

ঢাকা বিনীত

২১ আগস্ট ২০০৯ **আহমদ আলী**

প্রকাশকের কথা

মানবজীবনের সবচাইতে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় উত্তম আদর্শ হচ্ছে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ। তাঁর প্রতিটি কথা কাজ বাণী সমর্থন সবকিছুই বিশ্ব মানবতার কল্যাণের জন্য এক অমূল্য নেয়ামত। মানবীয় গুণাবলীর অধিকারী হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চলন বলন কথন এক কথায় তাঁর সমগ্র জীবনটাই জানা আমাদের জন্য একান্ত প্রয়োজন। কেননা না জেনে তো আর মানা যাবে না। উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা আবদুল গনী তারিক হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনন্দঘন মুহূর্তগুলো সংকলিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখন কেন কিভাবে আনন্দিত হয়েছেন, হেসেছেন অনাবিল মুক্তঝরা হাসি তার নির্যাস নিয়ে রচিত কিতাবটির অনুবাদ করে নাম দেয়া হয়েছে নবীজীর হাসি। ইতোপূর্বে নবীজীর মুচকি হাসি বা এ জাতীয় বই চোখে পড়লেও আমাদের বিবেচনায় হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনন্দের উৎসসহ তাঁর হাসির এত বিশাল ঝাঁপি এর আগে কেউ উন্মুক্ত করতে পারেননি। হাফেয মাওলানা আহমদ আলী মাওলানা আবদুল গনী তারিকের সেই বিশাল ঝাঁপিটিই বাংলায় মেলে ধরেছেন। আশা করি বাংলাভাষাভাষীরা এ থেকে যথেষ্ট উপকৃত হবেন।

আমরা এত দিন হাফেয মাওলানা আহমদ আলীকে একজন রুচিবান সাহিত্যসেবী হিসেবে প্রকাশনা জগতে দাপাতে দেখেছি। এখন দেখবো কলম হাতে। সাহিত্য-সাধনার এই নন্দিতজগতে তাঁকে অভিনন্দন। তাঁর

আগমনে বাতিলের ভিত্ কেঁপে ওঠুক, নতুন আবাহনে চমকে ওঠুক সত্যাশ্রয়ী সাহিত্যাঙ্গন। এ পথে চলার পথকে গতিশীল করতেই আমরা তাঁর প্রথম অনুবাদকর্মটি বই আকারে ছেপে পাঠকদের খেদমতে পেশ করলাম। আশা করি তিনি নন্দিত এ জগতের বাসিন্দা হয়ে পাঠকের মনের খোরাক যোগাতে মনোযোগী হবেন এবং ভিন্ন ভাষা থেকে আহরিত আরও ভালো ভালো বিষয়াবলী আমাদের উপহার দিবেন। মহান প্রভুর দরবারে আমরা তাঁর এ পথ চলার সর্বোচ্চ কামিয়াবী কামনা করি। সেই সাথে আমরাও যেন শরীক থাকতে পারি তাঁর সেই আলোকিত মিছিলে– এ কামনায় বিদায় নিচ্ছি। ওয়ামা তাওফিকী ইল্লাহ বিল্লাহ।

ঢাকা
২০ আগস্ট ২০০৯

বিনীত
সুমাইয়া আহমদ

সূ চি প ত্র

ভূমিকা / ১৯
সূত্র পরম্পরায় (সনদ) প্রমাণিত / ২১
হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর দিকে তাকিয়ে
নবীজীর মুচকি হাসি / ২২
এক বাহকের কথা শুনে নবীজীর মুচকি হাসি / ২৫
নেতৃত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানোতে নবীজীর হাসি / ২৬
এক আনসার সহাবীর কথায় নবীজীর হাসি / ২৮
হাকীম ইবনে হায্যানের কবিতা শুনে
নবীজীর হাসি / ২৯
আনসার সাহাবীদের একত্রিত হওয়া দেখে
নবীজীর হাসি / ৩০
হযরত আবু বকর ও উমর (রা.)কে দেখে
নবীজীর হাসি / ৩১
হযরত সাফিনার কাজে নবীজীর হাসি / ৩২
হযরত আবদুল্লাহর কাজে নবীজীর হাসি / ৩২
আবু বকরের দিকে তাকিয়ে নবীজীর হাসি / ৩৩
হযরত আনাস (রা.)কে তাকিয়ে থাকতে দেখে
নবীজীর হাসি / ৩৫
আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিকের জানাযার সময়
নবীজীর হাসি / ৩৬
হযরত সা'দ (রা.)-এর তীর চালনা দেখে
নবীজীর হাসি / ৩৮
এক ব্যক্তির জবাবে নবীজীর হাসি / ৩৮
কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তির অপরাধের স্বীকারুক্তির
ব্যাপারে নবীজীর হাসি / ৩৯
এক ব্যক্তির আল্লাহকে 'ঠাট্টা করছেন' বলায়
নবীজীর হাসি / ৪০

হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.)-এর আত্মমর্যাদাবোধে
নবীজীর হাসি / ৪১
হযরত উম্মে হাবীবা (রা.)-এর অবস্থা শুনে
নবীজীর হাসি / ৪২
হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাজে নবীজীর হাসি / ৪৪
হযরত সাওদা (রা.)-এর কাজে নবীজীর হাসি / ৪৫
হযরত উমর (রা.)-এর গুরু-গম্ভীর ব্যক্তিত্বের
একটি ঘটনা / ৪৫
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.)-এর ঘটনা শুনে
নবীজীর হাসি / ৪৬
হযরত সুয়াইদ ইবনে হারিস (রা.)-এর জবাব শুনে
নবীজীর হাসি / ৪৭
এক ইহুদীর কথা শুনে নবীজীর হাসি / ৪৮
আল্লাহ তাআলার হাসির কারণে নবীজীর হাসি / ৪৯
শয়তান নিজেই নিজের মাথায় মাটি ঢালার কারণে
নবীজীর হাসি / ৫০
হযরত আয়েশা (রা.)-এর দুআ শুনে নবীজীর হাসি / ৫১
হযরত উমর (রা.)-এর কথা শুনে নবীজীর হাসি / ৫২
হযরত উমর (রা.)-এর কৌশলপূর্ণ কথায়
নবীজীর হাসি / ৫৩
হযরত সুহাইব (রা.)-এর জবাবে নবীজীর হাসি / ৫৪
এক গ্রাম্য লোকের কথায় নবীজীর হাসি / ৫৬
হযরত তালহা (রা.)-এর কথা শুনে নবীজীর হাসি / ৫৬
হযরত রশীদ আল্-হিজরীর কথা শুনে
নবীজীর হাসি / ৫৭
আবু লুবাবা (রা.)-এর তওবায় নবীজীর হাসি / ৫৮
হযরত রি'ফায়া (রা.)-এর পিতার কসম শুনে
নবীজীর হাসি / ৫৯
হযরত রি'ফায়ার স্ত্রীর ঘটনায় নবীজীর হাসি / ৬০
হযরত আবু বকর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণে
নবীজীর খুশি / ৬০
বিসমিল্লাহর কারণে শয়তানের বমি এবং
নবীজীর হাসি / ৬৩

হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর হাসি দেখে
নবীজীর হাসি / ৬৩
জারুদ ইবনে মুআলা (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণে
নবীজীর আনন্দ / ৬৪
হযরত আয়েশা (রা.)-এর আশ্চর্য হওয়া দেখে
নবীজীর হাসি / ৬৪
হযরত ইকরামা (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণে
নবীজীর আনন্দ / ৬৫
এক ইহুদীর রাগ দেখে নবীজীর হাসি / ৬৭
উম্মে আম্মারা (রা.)-এর আক্রমণে নবীজীর হাসি / ৬৯
সুসংবাদ শুনে নবীজীর হাসি / ৭১
উম্মে হারাম (রা.)-এর ঘরে নবীজীর হাসি / ৭১
গোয়েন্দা তৎপরতার খবর শুনে নবীজীর হাসি / ৭২
হযরত নায়ীমান (রা.)-এর উট জবাই করা দেখে
নবীজীর হাসি / ৭৪
হযরত নায়ীমান (রা.)-এর ক্রীতদাস বিক্রি করা দেখে
নবীজীর হাসি / ৭৫
নবীজীর হাসির ধুম / ৭৬
হযরত উমর (রা.)-এর ভয়ে মহিলাদের দৌড় এবং
নবীজীর হাসি / ৭৭
জুমার খুতবায় নবীজীর হাসি / ৭৮
তায়েফ সফরে নবীজীর হাসি / ৭৯
সাহাবায়ে কেরামের প্রেরণা দেখে নবীজীর হাসি / ৭৯
হযরত আয়েশা (রা.)-এর পবিত্রতা ঘোষণাকারী আয়াত
নাযিল হলে নবীজীর হাসি / ৮০
সূরা ফাতহ নাযিল হওয়ার পর নবীজীর আনন্দ / ৮০
মুমিনের কাজ-কারবারে নবীজীর আনন্দ / ৮১
হযরত আবু তালহা (রা.)-এর বাগান দান করে দেয়াতে
নবীজীর খুশি / ৮২
হযরত উকবা (রা.)-এর প্রশ্নে নবীজীর হাসি / ৮৩
হযরত কা'ব (রা.)-এর তওবা এবং
নবীজীর আনন্দ / ৮৩

হযরত সালামা (রা.)-এর শপথ এবং
নবীজীর হাসি / ৮৯
সাহাবায়ে কেরামের ঝাড়ফুকের ঘটনায়
নবীজীর হাসি / ৯০
হযরত আদী (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণে
নবীজীর আনন্দ / ৯১
হযরত উম্মে আয়মান (রা.)-এর কাজে
নবীজীর হাসি / ৯২
হযরত তামীমে দারী (রা.)-এর ইসলাম ও দাজ্জালের
ঘটনার ব্যাপারে নবীজীর হাসি / ৯৩
এক গ্রাম্য লোকের কথায় নবীজীর হাসি / ৯৬
উম্মতকে দেখে নবীজীর হাসি / ৯৭
হযরত সাওয়াদ ইবনে কারিব (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণে
নবীজীর আনন্দ / ৯৮
হযরত আবু বকর (রা.)-এর অত্যধিক আমল দেখে
নবীজীর হাসি / ৯৯
সাহাবাদের বৃষ্টির কারণে লুকানো দেখে
নবীজীর হাসি / ১০০
এক গ্রাম্য লোকের কথা শুনে নবীজীর হাসি / ১০১
এক ইহুদীর কথা শুনে নবীজীর হাসি / ১০১
আল্লাহর পরিচয় লাভকারী আধ্যাত্মিক লোকদের সম্মানের
ব্যাপারে নবীজীর হাসি / ১০২
মা আমেনার ঈমানের জন্য নবীজীর হাসি / ১০৩
হযরত উমর (রা.)কে দেখে নবীজীর হাসি / ১০৪
খাবারে বরকত দেখে নবীজীর হাসি / ১০৪
কিয়ামতের দিন দু'ব্যক্তির কথোপকথনে
নবীজীর হাসি / ১০৫
যাকাতের মাল আসাতে নবীজীর হাসি / ১০৬
সূরা 'আলাম নাশরাহ' নাযিল হওয়ায়
নবীজীর খুশি / ১০৭
এক লোক আল্লাহর কাছে সাক্ষী তলব করায়
নবীজীর হাসি / ১০৮
সূরা কাওসার নাযিল হওয়ায় নবীজীর হাসি / ১০৮

সুসংবাদ শুনে নবীজীর আনন্দ / ১০৯
হযরত আয়েশা (রা.)-এর পছন্দ দেখে
নবীজীর হাসি / ১০৯
এক লোকের সাথে নবীজীর কৌতুক / ১১০
এক মহিলার সাথে নবীজীর কৌতুক / ১১১
হযরত উমর (রা.)-এর কথা শুনে
নবীজীর আনন্দ / ১১১
হযরত আব্বাস (রা.)-এর লোভ দেখে
নবীজীর হাসি / ১১২
বদরের ময়দানে জিরবাঈলের অবতরণে
নবীজীর হাসি / ১১৩
উপহার পেয়ে নবীজীর হাসি / ১১৩
আনসার সাহাবীগণের আত্মোৎসর্গের ব্যাপারে
নবীজীর আনন্দ / ১১৪
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফল (রা.)-এর কথা শুনে
নবীজীর হাসি / ১১৪
হামদান গোত্রের ইসলাম গ্রহণে নবীজীর আনন্দ / ১১৫
হযরত ইকরামার মুসলমানকে শহীদ করা এবং
নবীজীর হাসি / ১১৫
কা'ব ইবনে যুবায়েরের ইসলাম গ্রহণে
নবীজীর আনন্দ / ১১৬
উতবা এবং মা'তাবের ইসলাম গ্রহণে
নবীজীর আনন্দ / ১১৬
হযরত উমায়ের ইবনে আদী এক ইহুদী মহিলাকে হত্যা
করায় নবীজীর আনন্দ / ১১৭
হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রা.)কে দেখে
নবীজীর হাসি / ১১৮
ফুজালা ইবনে উমায়েরের কথা শুনে
নবীজীর হাসি / ১২০
আবুল হায়সামের কথায় নবীজীর হাসি / ১২০
হযরত মুগীরা (রা.)-এর আত্মমর্যাদাবোধ দেখে
নবীজীর হাসি / ১২১

হযরত আশআস ইবনে কায়েসের কথা শুনে
নবীজীর হাসি / ১২২
হযরত আয়েশা (রা.)-এর কথায় নবীজীর হাসি / ১২৩
হযরত জাফর আসাতে নবীজীর আনন্দ / ১২৩
হযরত যায়েদ (রা.)-এর ব্যাপারে ওহী অবতীর্ণ হওয়ায়
নবীজীর হাসি / ১২৩
এক মুনাফিকের সাথে নবীজীর হাসি / ১২৫
হযরত যায়নাব (রা.)-এর বিবাহে নবীজীর হাসি / ১২৬
হযরত আয়েশা (রা.)-এর খেলার সাথীদের দেখে নবীজীর
হাসি / ১২৬
হযরত আয়েশা (রা.)-এর মেধা দেখে
নবীজীর হাসি / ১২৭
হযরত আয়েশা (রা.)-এর কথায় নবীজীর হাসি / ১২৭
হযরত আয়েশা (রা.)-এর তুলনা উপস্থাপনে
নবীজীর হাসি / ১২৮

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الرُّسُلِ وَخَاتَمِ الْاَنْبِيَاءِ وَعَلٰى اٰلِهِ الْمُجْتَبٰى وَاَصْحَابِهِ الْاَتْقِيَاءِ وَالْاَصْفِيَاءِ-

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান সত্তার জন্য যিনি বিশ্ব মানবতার পরিপূর্ণ রব বা প্রতিপালক, যিনি একাই রব হিসেবে যথেষ্ট। যিনি একাই সৃষ্টি জগতের সব চাহিদা পূরণকারী। অসংখ্য অগণিত দরূদ ও সালাম নবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি, যিনি কিয়ামতের দিনের একমাত্র শাফায়াতকারী।

মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

মানুষের উন্নত জীবন যাপনের জন্য অনুসরণীয় উত্তম আদর্শ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ। তিনি তাঁর উম্মতের চিন্তায় কাঁদতেন। তাদের ইহ-পারলৌকিক মুক্তির জন্য ভাবতেন। তিনি সব সময় চিন্তায় ডুবে থাকতেন। উম্মতের কল্যাণ চিন্তা তাঁকে বিভোর করে রাখতো। তাঁর একটি গুণ ছিল– সহানুভূতিশীলতা।

তেমনি প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোশ মেযাজও ছিলেন। মিথ্যা থেকে বেঁচে থেকে বিনোদনও করতেন। হাদীস গ্রন্থসমূহে তাঁর ব্যাপারে মুচকি হাসির কথা বর্ণিত হয়েছে। তিনি অট্টহাসি হাসতেন না। এমন কি এটা তিনি নিষেধ করতেন।

প্রিয় পত্নী হযরত আয়েশা (রা.) বলেন– আমি কখনও নবীজীকে পুরো দাঁত বের করে হাসতে দেখিনি, যেভাবে হাসলে আলা জিহ্বা দেখতে পাওয়া যায়। তিনি মুচকি হাসতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারিস (রা.) বলেন– নবীজীর চাইতে বেশি মুচকি হাসতে দেখিনি। তাঁর হাসি তো ছিল মুচকি হাসি। হযরত জাবির (রা.) বলেন– নবীজী ইশরাকের নামায পড়ে

যাওয়ার সময় দেখতেন লোকেরা জাহিলী যুগের কেচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করছে। তখন তিনি মুচকি হাসতেন। হযরত জাবির (রা.) বলেন– সাহাবারা (রা.) যখন কোন কথায় হাসতেন, নবীজীও তাদের সাথে কখনও মুচকি হাসতেন। হযরত হাসীন ইবনে এজিদ (রা.) বলেন– আমি কখনও নবীজীকে হাসতে দেখিনি। তিনি মুচকি হাসতেন। হযরত আবু উমামা (রা.) বলেন– প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবার চাইতে বেশি হাসি-ঠাট্টাকারী এবং খোশ মেযাজের মানুষ ছিলেন।

হযরত ওমরাহ (রা.) বলেন– আমি হযরত আয়েশা (রা.)কে জিজ্ঞেস করলাম যে, নবীজী তাঁর স্ত্রীদের সাথে একাকী হলে কী করতেন? হযরত আয়শা (রা.) বলেন– তোমাদের পুরুষদের মতই তিনিও একজন পুরুষ ছিলেন। কিন্তু সবার চেয়ে নম্র ভদ্র মানুষ ছিলেন এবং তিনি হাসলে মুচকি হাসি দিতেন।

হযরত সাদ (রা.) বলেন– আমি খন্দক যুদ্ধের দিন নবীজীকে এত হাসতে দেখেছি যে, হাসির সময় তাঁর মাড়ির দাঁত দেখা যাচ্ছিল। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে প্রত্যেকটি ব্যাপারে মানবতার বন্ধু হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করার সৌভাগ্য দান করুন। আমীন! [বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে সাদ, আবু নাঈম, ইবনে আসাকির, বায্যার, তাবারানী, শামাইল, বিদায়াহ, হায়াতুস্ সাহাবাহ : ২ : ৭৩৪]

দুআ প্রার্থী

বান্দা আবদুল গনী তারেক

ফাজেল, জামেয়া আশরাফিয়া পাকিস্তান

সূত্র পরম্পরায় (সনদ) প্রমাণিত

শেখ মোহাম্মদ আবদুল বাকী বলেন যে, আমার শায়েখ সালেহ ইবনে আবদুল্লাহ আল মাক্কী আমাকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, দোযখ থেকে বের হওয়া সর্বশেষ ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশের চেষ্টায় আল্লাহ তাআলার কাছে বারবার দরখাস্ত করবে। এ হাদীস বর্ণনা করে তিনি মুচকি হাসছিলেন। তিনি বলেন, আমাকে আমার শায়খ মোহাম্মদ ইবনে খলীল এ হাদীস বর্ণনা করার সময় হেসেছিলেন। তাঁর শায়খ মোহাম্মদ আবিদ সিন্ধীও হেসেছেন। তাঁর শায়খ সালেহ আল ফাল্লানী, শায়খ মাওলানা শরীফ, আলী আল হাজউইরী, শেখ আশ্ শামস আর রমলী, শেখ যাকারিয়া আল আনসারী, শেখ ইয্যুদ্দীন আবদুর রহীম ইবনে মোহাম্মদ আল্ ফুরাত, আবু হাফ্স উমর ইবনে আমীলা, শেখ আবুল হাসান আলী ইবনে আবদুল ওয়াহীদ উরফে ইবনুল বুখারী, আবুল ইয়েমন যায়েদ ইবনে হাসান আল্ কান্দী, আবু আলী আল হুসাইন ইবনে আলী সিবতুল খাইয়াত আল মাস্রী, শেখ হাফিজ আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আতা আল্ ইব্রাহীমী, আবুল কাসেম আবদুর রহমান ইবনে মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক আল হাফিজুল আবদী, আবুল ফজল আবদুস্ সামাদ ইবনে মোহাম্মদ আল আসিমী, আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন আল্ জুরজানী, মোহাম্মদ ইবনে হাইয়ান আস্ সুলামী, আবু মোহাম্মদ মাহদী ইবনে জাফর আর রামালী, হাসান ইবনে মূসা, সাঈদ ইবনে যারবী, সাবিত বুনানী, এঁরা

সবাই যার যার ছাত্রদের কাছে হাদীসখানা বর্ণনা করার সময় মুচকি হেসেছেন। সাবিত বুনানীর কাছে বর্ণনা করেন সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.)। তিনিও মুচকি হাসেন। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীস বয়ান করার সময় মুচকি হাসেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হযরত জিবরাঈল (আ.) যখন এটা বর্ণনা করে শোনান তখন তিনিও মুচকি হেসেছেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেন, সর্বশেষ যে লোকটি জাহান্নাম থেকে বের হবে সে আল্লাহ তাআলাকে বলবে, হে রব! আমাকে জাহান্নাম থেকে দূরে কোথাও অবস্থান করতে দাও। তাকে দূরে অবস্থান করতে দেয়া হবে। আবার বলবে, হে রব! আমাকে ঐ গাছটার ছায়ায় পৌঁছে দাও। তাকে গাছের ছায়ায় পৌঁছে দেয়া হবে। আবার সে বলবে, আমাকে বেহেশতের দরজায় পৌঁছে দাও। আবার তাকে বেহেশতের দরজায় পৌঁছে দেয়া হবে। (অথচ সে প্রত্যেকবার আবেদন করার সময় বলবে যে, আমি আর কিছু চাইব না। কিন্তু তারপরও সে চাইবে।) শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা মুচকি হেসে বলবেন– একে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও। [আল মানাহিলুস সিলসিলা ফিল্ আহাদীসিল মুসাল সালা : ১০৭]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর দিকে তাকিয়ে নবীজীর মুচকি হাসি

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, খোদার কসম! আমি ভীষ ক্ষুধার্ত। জ্বালা সইতে না পেরে পেটের ভার মাটিতে রেখে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতাম বা পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম।

একদিনের ঘটনা। আমি মানুষ চলাচলের রাস্তায় বসে আছি। আমার পাশ দিয়ে আবু বকর (রা.) অতিক্রম করছিলেন। আমি তাঁকে কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার বাহানায় তাঁর সাথে কথা বললাম। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা। যেন তিনি আমাকে তাঁর সাথে করে নিয়ে ক্ষুধা নিবারণ করেন। কিন্তু তিনি কোন জবাব দিলেন না। কিছুক্ষণ পর

দেখলাম, হযরত উমর (রা.) এ পথ ধরে আসছেন। তাঁর সাথেও আমি কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার বাহানায় কথা বললাম। উদ্দেশ্য একটাই ছিল। কিন্তু তিনিও কিছু বললেন না। কিছুক্ষণ পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পথ দিয়ে আসলেন। আমার চেহারার দিকে তাকিয়ে তিনি অবস্থা বুঝতে পারলেন এবং বললেন– আবু হুরায়রা। আমি বললাম, লাব্বাইক ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারপর বলেন, আমার সাথে চলো। তিনি গিয়ে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিয়ে দেন। ভেতরে ঢুকে এক পেয়ালা দুধ রাখা দেখলাম। তিনি ঘরে জিজ্ঞাসা করলেন, এ দুধ কোথা থেকে এলো? তাঁরা বললেন, অমুক বাড়ি থেকে হাদিয়া পাঠানো হয়েছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– আবু হুরায়রা! আমি বললাম– লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারপর তিনি বলেন– আহলে সুফ্ফার সবাইকে ডেকে নিয়ে আসো। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন– আহলে সুফ্ফা দীনি মেহমান। না তাদের কোন পরিবার-পরিজন ছিল, না কোন ধন-সম্পদ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যখনই কোন হাদিয়া আসতো, নিজে কিছু রেখে বাকীটুকু তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। আর যাকাতের কোন মাল আসলে তা থেকে নিজে কিছুই রাখতেন না, সব আহলে সুফ্ফার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। (কেননা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য যাকাত গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল।)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন– নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আহলে সুফ্ফাকে ডাকার কথায় আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম। কেননা আমি আশা করে ছিলাম যে, এ দুধ থেকে কয়েক ঢোক পান করে বাকী দিন একটু সুস্থভাবে কাটাতে পারবো। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখন আহলে সুফ্ফাকে ডাকছেন। সবাই খেয়ে আমার ভাগে আর কতটুকুই বা জুটবে! তারপরও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ অমান্য করার কোন উপায় নেই। সুতরাং আমি গিয়ে তাদেরকে ডেকে আনলাম। তাঁরা এসে অনুমতি নিয়ে ভেতরে গিয়ে বসে পড়েন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেয়ালাটি আমার হাতে দিয়ে বললেন– তাদেরকে পান করাও। আমি একেক জন করে পান করাতে লাগলাম। সবাই পেটপুরে খুব তৃপ্ত হয়ে পান করতে থাকেন। যখন

সবাইকে পান করিয়ে শেষ করলাম, তখনও পেয়ালায় অনেক দুধ অবশিষ্ট রয়েছে। আমি পেয়ালাটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে দিলাম। নবীজী মাথা উঁচু করে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দিলেন। আর বললেন, আবু হুরায়রা!

আমি বললাম, লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ!

নবীজী বললেন, বস এবং পান কর।

আবু হরায়রা (রা.) বলেন, আমি বসে পড়লাম এবং পান করলাম।

তিনি আবার বললেন, পান কর।

আমি আবার পান করলাম।

তিনি বারবার বলেন, পান কর, আমি দুধ পান করতে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত আমি বলতে বাধ্য হলাম যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আর পান করতে পারছি না। ঐ সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন! আমি পূর্ণ তৃপ্ত হয়ে পিয়েছি।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– তাহলে পেয়ালাটা আমাকে দাও।

আমি পেয়ালাটা তাঁকে দিয়ে দিলাম এবং তিনি অবশিষ্ট দুধটুকু পান করে শেষ করেন। [আহমদ, বুখারী, তিরমিযী, বিদায়াহ ও হায়াতুস্ সাহাবা : ১ : ৩৩২]

এক বাহকের কথা শুনে নবীজীর মুচকি হাসি

হযরত হানযিয়া (রা.) বলেন– আমরা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হুনাইন যুদ্ধের জন্য চললাম। লম্বা সফর ছিল। একদিন সন্ধ্যায় নামাযের সময় হলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হলাম। তখনই একজন লোক বাহনে চড়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাদের আগে আগে এসেছি। অমুক অমুক পাহাড় পাড়ি দিয়ে এসেছি। হাওয়াযিন গোত্রকে দেখেছি, তারা পৈত্রিক মাল-সামান এবং পর্দাশীলা মহিলা এবং গৃহপালিত পশু সাথে করে হুনাইনের দিকে চলে গিয়েছে। এ কথা শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন এবং ইরশাদ করলেন– কালকে ইনশাআল্লাহ এসব মুসলমানের জন্য গনিমতের মালে পরিণত হবে। তারপর বলেন– আজ রাতে আমাদের পাহারাদারী কে করবে?

হযরত আনাস ইবনে মারসাদ (রা.) বলেন– হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি পাহারাদারী করবো।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বাহনে চড়ো।

তারপর তিনি তাঁর ঘোড়ায় চড়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হলেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সামনের ঘাঁটির দিকে চলে যাও। উঁচু জায়গায় থাকবে এবং সারা রাত সেখানে থাকবে।

যখন আমরা সকালে উপনীত হলাম তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জায়গায় আসলেন। দু'রাকাত নামায পড়লেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, পাহারাদার আরোহীর কি কোন খবর তোমাদের কাছে আছে?

সবাই বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এখনও কোন খবর পাইনি। এর ভেতরই নামাযের তাকবীর বলা হলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘাঁটির দিকে তাকালেন। তিনি নামায শেষে বল্লেন, সুসংবাদ শোন! তোমাদের আরোহী এসে গিয়েছে। আমরা ঘাঁটির

আশপাশের গাছ-গাছালির দিকে তাকাচ্ছিলাম, তখন দেখি, তিনি নবীজীর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। এসে তিনি সালাম করলেন এবং বললেন, এখান থেকে গিয়ে আমি উঁচু জায়গায় অবস্থান নিয়েছিলাম। যার নির্দেশ আপনি দিয়েছিলেন। সকাল হওয়ার পর ঘাঁটির সব দিকে চুপিসারে গভীর দৃষ্টিতে দেখলাম, কিন্তু কাউকে পাওয়া যায়নি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি রাতে তোমার বাহন থেকে নেমেছিলে? তিনি বললেন, জি না। শুধু নামায এবং ইস্তিঞ্জার জন্য নেমেছি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি জান্নাত অত্যাবশ্যকীয় করে নিয়েছ। এখন তোমার আর কোন ত্রুটি নেই। যদিও তুমি আজকের পর আর কোন আমল না কর। [আবু দাউদ, বাইহাকী ও হায়াতুস সাহাবা : ১ : ৫৪০]

নেতৃত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানোতে নবীজীর হাসি

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা.)কে খরমুদাত পাহাড়ে গভর্নর নিয়োগ করেন। তিনি নবীজীর কাছে আসলে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন গভর্নরীর কী অবস্থা?

হযরত মিকদাদ (রা.) বলেন– আমি দেখলাম লোকেরা আমাকে উচ্চে স্থান দেয়, প্রত্যেক কাজে আমাকে আগে বাড়িয়ে দেয়। এমনকি আমার ধারণা জন্মে যায় যে, আমি তো আর সেই মিকদাদ নেই।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– নেতৃত্ব এমনই।

হযরত মিকদাদ (রা.) বলেন– ঐ সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, আমি আর কখনও নেতৃত্ব গ্রহণ করবো না, গভর্নর হবো না। লোকেরা যখন বলতো, আপনি সামনে যান, আমাদেরকে নামায পড়ান, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করতেন। তাবারানীর বর্ণনায় এসেছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে কোন এক যুদ্ধে আমীর বানিয়ে প্রেরণ করেন। (সম্ভবত তিনি মিকদাদ রা.ই ছিলেন)। যখন তিনি

ফিরে আসেন তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেন, নেতৃত্বকে কেমন দেখলে? তিনি বলেন, আমি জাতিরই একজন। অথচ যখন আমি কোন দিকে যেতে উদ্যত হতাম জাতিও আমার সাথে সাথে চলার জন্য তেরি হতো। আর আমি থেমে গেলে তারা থেমে যেতো।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– রাজা-বাদশাহ এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা লোকদের নিন্দার শিকার থাকে। কিন্তু তারা ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ তাআলা হেফাজত করেন। এটা শুনে তিনি বলেন– আল্লাহর কসম! আমি আর কখনও আপনারও গভর্নর হবো না এবং অন্য কারও গভর্নর হবো না।

এটা শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসলেন। এমনকি তাঁর মাড়ির দাঁত দেখা যাচ্ছিল।

রাফে বলেন– আমি এক সফরে আবু বকরের সাথে ছিলাম। আলাদা হওয়ার সময় আমি তাঁকে বললাম, আমাকে উপদেশ দিন।

তিনি বলেন– নামায সময়মত আদায় করো। আত্মপ্রশান্তির সাথে যাকাত দাও। রমযান মাসের রোযা রাখ। হজ করো। হিজরত আর জিহাদ অনেক দামী জিনিস। কিন্তু তুমি কারও নেতা বা আমীর হয়ো না। আমীরের হিসাব-কিতাব কঠিন হবে। শাস্তিও হবে কঠিন। আর যে আমীর নয়, তার হিসাব হবে সহজ। [বায্যার, কিতাবুয যুহদ ও হায়াতুস্ সাহাবা : ২ : ৬০]

এক আনসার সহাবীর কথায় নবীজীর হাসি

হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হলো এবং তার কাছে কিছু চাইলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার কাছে তো কিছু নেই, আমি তোমাকে কী দেব! বরং তুমি আমার নামে কোন কিছু কিনে নিয়ে যাও। আমার হাতে যখন টাকা আসবে তখন আমি পরিশোধ করে দেব।

এটা শুনে হযরত উমর (রা.) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাকে দিয়েছেন। কিন্তু যা আপনার হাতে নেই, আল্লাহ তাআলা তার দায়িত্ব আপনাকে দেননি।

উমর (রা.)-এর কথা নবীজীর ভালো লাগলো না। এক আনসার ব্যক্তি বললেন– হে আল্লাহর রাসূল! আপনি খরচ করুন এবং আরশের মালিকের পক্ষ থেকে কোন সংকীর্ণতার ভয় করবেন না। এটা শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন। তাঁর পবিত্র উজ্জ্বল চেহারায় মুচকি হাসির ঝলক ফুটে উঠলো। তাঁর কথা হলো, তাঁকে এ কাজেরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত জাবির (রা.) বলেন– এক ব্যক্তি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হলো এবং কিছু চাইল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দিলেন। তখনই আরেক ব্যক্তি আসলো। সেও কিছু চাইলো। তিনি তার সাথে ওয়াদা করে ফেললেন। এটা দেখে হযরত উমর (রা.) দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কাছে একজন চাইলো। আপনি দিলেন। আরেকজন চাইলো। আপনি দিলেন। তৃতীয় আরেকজন চাইলো। আপনি তার সাথে ওয়াদা করে ফেললেন।

উমরের কথাটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালো লাগলো না। আবদুল্লাহ ইবনে হুযাইফা সাহমী দাঁড়িয়ে বললেন– হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি খরচ করুন এবং আরশের মালিকের পক্ষ থেকে মুখপেক্ষিতার ভয় করবেন না। এটা নবীজী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কর্মনীতি।

একবার হযরত বেলাল (রা.)কে বলেন– হে বেলাল! খরচ কর, আরশের মালিকের পক্ষ থেকে সংকীর্ণতার ভয় করো না।

হযরত আনাস (রা.) বলেন– হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে তিনটা পাখি হাদীয়া হিসেবে আসলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা পাখি খাদেমার কাছে দিলেন। সে দ্বিতীয় দিন ঐ পাখিটি খাবারের সাথে নবীজীর সামনে হাজির করলো। তিনি বলেন– আমি কি তোমাকে কোন জিনিস আগামীকালের জন্য রেখে দিতে নিষেধ করিনি? আল্লাহ তাআলা প্রতিদিন আমার কাছে জীবিকা প্রেরণ করেন। [তিরমিযী, ইবনে জরীর, বায্যার, তাবারানী, আবু নায়ীম, আবু ইয়ালা ও হায়াতুস্ সাহাবা : ২ : ১৬৩]

হাকীম ইবনে হায্যানের কবিতা শুনে নবীজীর হাসি

হযরত উরওয়া (রা.) বলেন, হাকীম ইবনে হায্যাম ইয়ামন গেলেন। ফেরার সময় সেখান থেকে খুব দামি শাহী পোশাক কিনে আনলেন। ইসলাম গ্রহণ করার আগে তিনি মদীনায় গিয়ে নবীজীকে এ পোশাকটি উপহার হিসেবে পেশ করেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, আমরা মুশরিকের উপহার গ্রহণ করি না। ফলে হাকীম ইবনে হায্যাম পোশাকটি বিক্রি করতে গেলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটা ক্রয় করার নির্দেশ দিলেন। কিনে আনার পর সেটা পরিধান করে মসজিদে গমন করেন। হাকীম বলেন– আমি কখনও তাঁর চেয়ে এত সুন্দর আর কাউকে দেখিনি। মনে হচ্ছিল যেন পূর্ণিমার চাঁদ। আমি যখন তাঁকে এ পোশাকে দেখলাম তখন আমি আমাকে হারিয়ে ফেলি। আমার অজান্তেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়লো–

مَاتَنْظُرُ الْحُكَّامُ بِالْحُكْمِ بَعْدَهَا * بَدَا وَاضِعٌ
ذُوْغُرَّةٍ وَّحَجْوَلٍ

اِذَا وَاضَعُوْهُ الْمَسْجِدَ رَبِّىْ عَلَيْهِمْ* بِمُتَفَرِّغِ مَاءِ
الذَّبَابِ سَخِيْلٍ

"নির্দেশ দানকারী এরপর কী নির্দেশ দেবেন
যখন এমন ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পেয়েছে, যাঁর কপাল
হাত-পা সবই চমকাচ্ছে।
যখন তাঁকে গভীর দৃষ্টিতে দেখা হয়, তাঁর
ব্যক্তিত্ব, ভদ্রতা মানুষকে আরও প্রভাবিত
করে। (মনে হয় যেন) স্বচ্ছ পরিষ্কার প্রবাহমান পানি
তার উপর ঢেলে দেয়া হয়েছে।"

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, নবীজী পোশাকটি নিজেই তার কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলেন। কিছুদিন পর হযরত উসামা (রা.)কে সেটা দিয়ে দেন। [ইবনে জরীর, হাকীম, কানযুল উম্মাল : ৩ : ১৭৭, হায়াতুস সাহাবা : ২ : ২৭৫]

আনসার সাহাবীদের একত্রিত হওয়া দেখে নবীজীর হাসি

হযরত আমর ইবনে আওফ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহকে বাহরাইন প্রেরণ করেন যেন তিনি সেখান থেকে জিযিয়া বা অমুসলিমদের উপর আরোপিত কর উসল করে আনেন। তিনি সেখান থেকে জিযিয়া উসল করে আনেন। যখন আনসার সাহাবীগণ জানতে পারলেন যে, আবু উবাইদা (রা.) এসেছেন, তখন তারা সবাই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ফজরের নামায পড়ে তাঁর সামনে বসলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দেখে হেসে দিলেন। তারপর বলেন, আমার মনে হয়, তোমরা খবর পেয়েছ যে, আবু উবায়দা বাহরাইন থেকে কিছু নিয়ে এসেছেন। সাহাবারা জবাব দিলেন– জি হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ!

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছি, তোমরা এমন ব্যাপারে আশান্বিত থাক যা তোমাদেরকে খুশি করে দেবে। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের ব্যাপারে দরিদ্রতার ভয় করি না। বরং তোমাদের সামনে দুনিয়া প্রসারিত হওয়ার ব্যাপারে আমি ভীত। তোমাদের পূর্বসুরীদের সামনে যেভাবে দুনিয়া প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল। তোমরা ধীরে ধীরে দুনিয়ার মোহে পড়ে যাবে। তোমাদের পূর্বসুরীদের মতো। তারপর দুনিয়া তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে। যেমন তোমাদের পূর্বসুরীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। [বুখারী, মুসলিম, তারগীব ও হায়াতুস সাহাবা : ২ : ২৯২]

হযরত আবু বকর ও উমর (রা.)কে দেখে নবীজীর হাসি

হযরত আনাস (রা.) বলেন– নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুহাজির ও আনসার সাহাবাদের মধ্যে আবু বকর ও উমর (রা.)ও বসা থাকতেন। নবীজী আগমন করলে এ দু'জন ছাড়া আর কেউ তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতেন না। এঁরা দু'জন নবীজীকে দেখতেন আর নবীজীও তাঁদেরকে দেখতেন। তাঁরা নবীজীকে দেখে হাসতেন। নবীজীও তাঁদেরকে দেখে মুচকি হাসি দিতেন।

হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) বলেন– আমরা নবীজীর মজলিসে এমনভাবে চুপচাপ বসে থাকতাম যেন আমাদের মাথায় পাখি বসে আছে, আর নড়লেই তা উড়ে যাবে। কেউ কোন কথা বলছে না। তখন হঠাৎ কিছু লোক নবীজীর কাছে আসলো। তারা জিজ্ঞেস করলো– আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বান্দা কে?

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী। [হাকীম, তিরমিযী, তাবারানী, ইবনে হিব্বান, আবু ইয়ালা, শিফা লিল ক্বাযী ইয়াজ, তরজুমানুস সুন্নাহ, কানযুল উম্মাল : ৭ : ১১১, হায়াতুস সাহাবা : ২ : ৩৬৪]

হযরত সাফিনার কাজে নবীজীর হাসি

হযরত সাফিনাহ (রা.) বর্ণনা করেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সিঙা লাগিয়ে বিষাক্ত রক্ত বের করালেন। সেটা আমাকে দিয়ে বললেন– এটা এমন জায়গায় মাটিচাপা দিয়ে দাও যেন কোন প্রাণী এর নাগাল না পায়। আমি নবীজীর থেকে সরে আড়াল হয়েই তা পান করে ফেললাম। পরে নবীজীকে ঘটনাটি বললে তিনি শুনে হেসে দিলেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন– তাঁর পিতা মালিক ইবনে সিনান (রা.) ওহুদের যুদ্ধে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহত হন এবং চেহারা থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল তখন তিনি তাঁর রক্ত চুষতে ছিলেন। আর গিলে খাচ্ছিলেন।

তাঁকে বলা হলো, আপনি নবীজীর রক্ত চুষছেন? তিনি বলেন– হ্যাঁ, আমি হুযুরের রক্ত পান করছি। এটা শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার রক্ত তার রক্তের সাথে মিশে গিয়েছে। এখন আর জাহান্নামের আগুন তার গায়ে লাগবে না। [তাবারানী, মাজমাউয্ যাওয়াইদ লিল হায়ছামী, হায়াতুস্ সাহাবা : ২ : ২৬৭]

হযরত আবদুল্লাহর কাজে নবীজীর হাসি

হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আবদুল্লাহ নামে এক ব্যক্তি ছিল। লোকেরা তাকে গাধা বলতো। সে নবীজীকে পেলে হাসাত। মদ পান করার অপরাধে নবীজী তাকে বেত্রাঘাতও করেন। একদিন তাকে নবীজীর দরবারে মদপান করার অপরাধে হাজির করা হলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দেন। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ! তার প্রতি অভিশাপ নাযিল কর। তাকে বারবার একই অপরাধে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। (শাস্তি ভোগ করছে অথচ মদ ছাড়ছে না।)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– তার প্রতি অভিশাপ দিও না। আল্লাহর কসম! তুমি জান না, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বন্ধু মনে করে।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, গাধা নামে প্রসিদ্ধ এক ব্যক্তি ছিল। সে নবীজীর জন্য ঘি এবং মধু পাত্র ভরে এনে হাদিয়া হিসেবে পেশ করতো। ঘি এবং মধু বিক্রেতা তার কাছে যখন এর মূল্য দাবী করতো তখন সে বিক্রেতাকে নিয়ে নবীজীর দরবারে হাজির হয়ে নবীজীকে বলতো– হে আল্লাহর রাসূল! তাকে তার পণ্যের মূল্য পরিশোধ করে দিন। তার এ কাজ দেখে নবীজী হাসতেন এবং এর মূল্য পরিশোধ করে দেয়া হতো। একদিন মদ পান করার অভিযোগে তাকে নবীজীর দরবারে হাজির করা হলো। এক ব্যক্তি বলে উঠলো– আল্লাহ তার প্রতি অভিশাপ করুন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– এমন বলো না। সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে। [বুখারী, ইবনে জবীর, বাইহাকী, আবু ইয়ালা, কানযুল উম্মাল : ৩ ১০৭, হায়াতুস্ সাহাবা : ২ : ৪৭৯]

আবু বকরের দিকে তাকিয়ে নবীজীর হাসি

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– নবীজীর মজলিসে হযরত আবু বকর (রা.)-এর বিশেষ একটি সিট ছিল যা তিনি কখনও ছাড়তেন না। তবে আব্বাস (রা.) এলে তাঁর জন্য এটা ছেড়ে দিতেন। এতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব খুশি হতেন। একদিন হযরত আব্বাস (রা.) আগমন করলে হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর সিট ছেড়ে দেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন– তুমি তোমার জায়গা ছেড়ে দিলে কেন?

তিনি বলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার চাচা এসে গিয়েছেন। নবীজী চাচার দিকে তাকালেন, আবার আবু বকর (রা.)-এর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসেন এবং বলেন– তিনি আব্বাস, তিনি তো সাদা কাপড় পরিধান করে এসেছেন। তাঁর পর তাঁর ছেলে কালো কাপড় পরিধান করবে এবং বারজন

হাবশী দাসের মালিক হবে।

হযরত জাফর (রা.) তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, তাঁর দাদা বলেন– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মজলিসে বসতেন তখন তাঁর ডানে বসতেন আবু বকর (রা.), বামে বসতেন উমর (রা.), সামনে বসতেন উসমান (রা.)। হযরত উসমান (রা.) ছিলেন নবীজীর প্রাইভেট সেক্রেটারী। হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা.) আগমন করলে আবু বকর (রা.) তার জায়গা ছেড়ে দিতেন। সেখানে আব্বাস (রা.) বসতেন।

মুমিন জননী হযরত আয়েশা (রা.) বলেন– একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে নিয়ে বসে আছেন। নবীজীর দু'পাশে আবু বকর ও উমর (রা.) বসেছেন। দেখা গেল সামনে থেকে হযরত আব্বাস (রা.) আসছেন। তাকে দেখে হযরত আবু বকর তার জায়গা থেকে সরে পড়েন এবং আব্বাস (রা.) আবু বকর (রা.) ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাঝখানে সামনেই বসে পড়েন। এটা দেখে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– বড়দের মর্যাদা বড়রাই দিতে জানে। (বুঝা গেল, সাহাবায়ে কেরাম, নবীজীর পরিবার-পরিজনের, সৎকর্মশীলদের এবং উলামায়ে কেরামের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো উম্মতের জন্য অত্যাবশ্যকীয়।) [তাবারানী, ইবনে আসাকির, কানযুল উম্মাল : ৫ : ২১৪, হায়াতুস্ সাহাবা : ২ : ৫২১]

হযরত আনাস (রা.)কে তাকিয়ে থাকতে দেখে নবীজীর হাসি

হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সবার চেয়ে উত্তম ছিলেন। একদিন তিনি আমাকে কোন কাজের জন্য পাঠান। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি যাব না। কিন্তু মনে মনে ছিল যে, আমি যাব। আমি বের হলাম। আমি কয়েকজন ছেলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। তারা বাজারে খেলাধুলা করছিল। ঠিক তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেছন থেকে আমার মাথার পেছনের অংশ ধরলেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি তাঁর দিকে তাকালাম। দেখি, তিনি হাসছেন। তিনি বলেন– হে আনাস! আমি তোমাকে যেখানে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলাম সেখানে কি গিয়েছিলে? আমি বললাম, জি হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! এখন যাচ্ছি।

হযরত আনাস (রা.) বলেন– আমি নয় বছর নবীজীর খেদমত করেছি। কোনদিন তিনি আমাকে এ কথা বলেননি যে, তুমি এটা করলে কেন? বা করলে না কেন?

মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত আনাস (রা.) বলেন– আমি দশ বছর নবীজীর খেদমতে ছিলাম। তিনি আমার কার্যকলাপে কখনও 'উহ্!' শব্দটিও উচ্চারণ করেননি। আমাকে কখনও গালমন্দ করেননি। যদি পরিবারের অন্য কেউ কিছু বলতে চাইতো তখন তিনি বলতেন– তাকে ছাড়। কেননা তাকদীরে এমন হওয়ার যদি হতো, তাহলে হয়ে যেতো।

হযরত আনাস (রা.) বলেন– আমি কয়েক বছর নবীজীর খেদমত করেছি। তিনি কখনও আমাকে মন্দ বলেননি, কখনও তিনি আমাকে মারধর করেননি। না কখনও ধমক দিয়েছেন, না কখনও রুষ্ট হয়েছেন। কখনও তিনি আমার অলসতার জন্য গালমন্দ করেননি।

হযরত আনাস (রা.) বলেন– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় শুভাগমন করেন তখন আমার বয়স আট বছর। আমার মা আমাকে নিয়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হন। আমার মা নবীজীকে বলেন– হে আল্লাহর রাসূল! আনসার পুরুষ নারী সবাই যার যার সাধ্যমত আপনার

জন্য উপহার উপঢৌকন পেশ করেছে। আমার কাছে কিছুই নেই যে, আমি আপনাকে উপহার হিসেবে পেশ করবো। কিন্তু আমার শুধু এই ছেলেটিই আছে। আপনি একে গ্রহণ করুন। সে আপনার খেদমত ও সেবা-শুশ্রূষা করবে।

আনাস (রা.) বলেন– আমি দশ বছর নবীজীর খেদমত করেছি। তিনি আমাকে মারেনওনি, গালিও দেননি এবং রুষ্টও হননি। [বুখারী, মুসলিম, ইবনে সা'দ, আবু নাঈম, ইবনে আসাকির, কানযুল উম্মাল : ৭ : ৯, হায়াতুস্ সাহাবা : ২ : ৬৩৫]

আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিকের জানাযার সময় নবীজীর হাসি

হযরত উমর (রা.) বলেন– মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর যখন মৃত্যু হয়, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাযা পড়ানোর জন্য ডাকা হয়। নবীজী তার জানাযা পড়ানোর জন্য গেলেন এবং তার পাশে দাঁড়ালেন। যখন জানাযা পড়ানোর জন্য তৈরি হলেন, তখন আমি নবীজীর বুক মোবারক বরাবর গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমি আবেদন করলাম– হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আল্লাহর দুশমনের জানাযা পড়াবেন? আপনি কি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের জানাযা পড়াবেন? যে অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কথা বলেছে। আমি তার ইসলামের প্রতি শত্রুতার ইতিবৃত্ত গোনে গোনে বলতে লাগলাম। হযরত উমর (রা.) বলেন– নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসছিলেন। আমি যখন এভাবে অনেক কিছু বলে ফেললাম, তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– উমর! তুমি সরে যাও। আমাকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ

যদি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন বা না করেন।

সুতরাং আমি আমার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রয়েছি। হযরত উমর (রা.) বলেন– এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযা পড়ান। জানাযার পর তার লাশের পেছনে পেছনে কবরের দিকে চলেন। তার দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সাথে থাকেন।

হযরত উমর (রা.) বলেন– আমি আমার এ দুঃসাহসিক কাজের ব্যাপারে নিজেই নিজের উপর আশ্চর্যবোধ করলাম। কেননা, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলই তো বেশি জানেন। (তারপরও আমি এ দুঃসাহস কেন দেখালাম!) হযরত উমর (রা.) বলেন– অল্প কিছুক্ষণ পর নিম্নের দুটো আয়াত অবতীর্ণ হয়–

وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ-

وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ-

তাদের কেউ যদি মারা যায় আপনি তার জানাযা পড়াবেন না এবং কাফনের জন্য তার কবরের পাশেও দাঁড়াবেন না। কেননা তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং কুফর অবস্থাতেই মারা যায়।

তাদের ধন-সম্পদ ও ছেলে সন্তান আপনাদের যেন আশ্চর্যের মধ্যে ফেলে না দেয়। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দিতে চান এবং চান যেন তারা কাফের অবস্থায়ই মারা যায়। [সূরা- তওবা]

এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজীবন আর কোন মুনাফিকের জানাযায় অংশ গ্রহণ করেননি। [বুখারী, তিরিমিযী, আহমদ, হায়াতুস সাহাবা : ২ : ৬৪৫]

হযরত সা'দ (রা.)-এর তীর চালনা দেখে নবীজীর হাসি

হযরত আমির ইবনে সা'দ (রা.) বলেন– আমার পিতা হযরত সা'দ (রা.) বলেন– আমি খন্দকের যুদ্ধের দিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এত হাসতে দেখেছি যে, তাঁর মাড়ির দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কীভাবে হলো?

হযরত আমির (রা.) জবাবে বলেন– এক ব্যক্তির কাছে ঢাল ছিল। আর সাদ (রা.) তো তীর চালনায় অভিজ্ঞ ছিলেন। ঐ ব্যক্তিটি তার ঢাল এদিক ওদিক ঘুরাচ্ছিল এবং তার কপালকে হেফাজত করতে সচেষ্ট ছিল। সাদ (রা.) তার জন্য তীর বের করলেন। যখন লোকটি তার মাথা উঁচু করলো, সাথে সাথে সা; (রা.) তার দিকে তীর ছুঁড়ে মারেন। তীর লোকটির কপাল ভুল করেনি। ফলে সে লুটিয়ে পড়লো এবং তার পা উপরের দিকে উঠে গেল। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসতে থাকেন। এত হাসলেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল। আমি সাদ (রা.)কে জিজ্ঞেস করলাম, নবীজী কি কারণে হেসেছিলেন? হযরত আমির বলেন– লোকটির সাথে হযরত সাদ (রা.)-এর ঐ আচরণে নবীজী হাসছিলেন। [তিরমিযী- শামাইল অধ্যায়, হায়াতুস সাহাবা : ২ : ৭৪৪]

এক ব্যক্তির জবাবে নবীজীর হাসি

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন– এক ব্যক্তি নবীজীর দরবারে হাজির হলো। এসে সে বললো, আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। আমি রমজান মাসে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করে ফেলেছি। নবীজী বলেন– একজন দাস মুক্ত করে দাও। সে বললো– আমার কাছে কোন দাস-দাসী নেই। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– তুমি দুই মাস একাধারে রোযা রাখ। সে বলল, এ শক্তিও আমার নেই। তখন তিনি বলেন, ষাটজন মিসকিনকে একবেলা খাবার খাওয়াও। সে বলল, এ সামর্থও আমার নেই। ঠিক তখন নবীজীর কাছে এক থলে খেজুর আসলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, প্রশ্নকারী কোথায়? সে হাজির হলে বলেন– এই থলে নিয়ে যাও এবং এ খেজুরগুলো সদকা করে দাও। সে বললো, আমার চেয়ে দরিদ্র ব্যক্তিকে কি সদকা করবো? আল্লাহর কসম! আমার চেয়ে দরিদ্র মদীনার দুই পাথুরে ভূমির মাঝখানে আর কেউ নেই।

এটা শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসতে থাকেন। এত হাসলেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁত মোবারক দেখা যাচ্ছিল। তারপর বলেন– তুমি এবং তোমার পরিবার এটা খেয়ে নাও। [বুখারী : ২ : ৮৯৯, হায়াতুস সাহাবা : ২ : ৫৪৪]

কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তির অপরাধের স্বীকারুক্তির ব্যাপারে নবীজীর হাসি

হযরত আবু যর (রা.) বলেন– প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– আমি ঐ ব্যক্তিকে জানি যে প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং ঐ ব্যক্তির ব্যাপারেও জানি যে সবার শেষে দোযখ থেকে মুক্তি পাবে। তিনি বলেন– কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে সামনে হাজির করা হবে। বলা হবে, তার ছোট ছোট গুনাহগুলো পেশ কর। বড় বড় গুনাহগুলো লুকিয়ে রাখ। সে সবই স্বীকার করবে এবং বড় গুনাহর ব্যাপারে ভীত থাকবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হবে, তার সবগুলো গুনাহর বিনিময়ে সওয়াব দিয়ে দাও। এটা দেখে সে আবেদন করবে, আমার আরও অনেক গুনাহ আছে, যা আমি এখানে দেখছি না। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি দেখলাম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটুকু বলে হাসতে থাকেন। এত হাসলেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁত মোবারক দেখা যাচ্ছিল। [শামায়েলে তিরমিযী, হায়াতুস্ সাহাবা : ২ : ৭৪৪]

এক ব্যক্তির আল্লাহকে 'ঠাট্টা করছেন' বলায় নবীজীর হাসি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– আমি ঐ ব্যক্তিকে চিনি যে সবার শেষে জাহান্নাম থেকে বের হবে। সর্বশেষে এক লোককে বসা অবস্থায় টেনে হেঁচড়ে বের করা হবে। তাকে বলা হবে, যা জান্নাতে গিয়ে প্রবেশ কর। সে জান্নাতে গিয়ে দেখবে যে, জান্নাতের সব জায়গা পরিপূর্ণ। তার জন্য কোন খালি জায়গা নেই। সে ফিরে আসবে। বলবে, হে রব! লোকেরা সব জায়গা দখল করে আছে। তাকে বলা হবে– তুমি কামনা কর। সে কামনা করবে। তাকে বলা হবে, তুমি যা কামনা করেছ তা তোমাকে দেয়া হলো। এমনকি দুনিয়ার চেয়ে দশগুণ বেশি তোমাকে দেয়া হলো। সে তখন বলবে, হে আমার রব! তুমি আমার সাথে ঠাট্টা করছো? অথচ তুমি বাদশাহ, তুমিই মালিক! (সেখানে তো একটুও জায়গা খালি নেই।) বর্ণনাকারী বলেন, এটা বলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত হাসলেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত দেখা গেল। [শামায়েলে তিরমিযী, হায়াতুস্ সাহাবা ২ : ৭৪৫, বুখারী : ২ : ৯৭২]

হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.)-এর আত্মমর্যাদাবোধে নবীজীর হাসি

হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাজির হয়ে বললো, অমুক লোক আমার পিতার স্ত্রীর কাছে যাওয়া আসা করে। হযরত উবাই তখন বলে উঠলেন, যদি আমি হতাম তাহলে তার গর্দান তলোয়ার দিয়ে উড়িয়ে দিতাম। এটা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন। বললেন– হে উবাই! তুমি তো ভীষণ আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি। আমি তোমার চেয়ে বেশি আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন এবং আল্লাহ তাআলা আরও বেশি। (যার আত্মমর্যাদাবোধ নেই সে মানুষ নয়, গাধা।)

হযরত মুগীরা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত সাদ ইবনে উবাদা (রা.) বলেন, আমি যদি আমার স্ত্রীর কাছে কাউকে পাই, তাহলে চার সাক্ষির অপেক্ষা করবো না। বরং তার গর্দান তলোয়ার দিয়ে উড়িয়ে দেব। আনসার সাহাবীরা নবীজীকে ব্যাপারটি বললে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা সাদ ইবনে উবাদাকে বকাঝকা করো না। সে খুব আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি। সে কখনও কুমারী ছাড়া কাউকে বিবাহ করেনি। আর যাকে সে তালাক দিয়েছে তাকে আবার তার সাথে বিবাহের ব্যবস্থা করিনি, তার মর্যাদাবোধের কারণে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– তোমরা সাদ ইবনে উবাদার আত্মমর্যাদাবোধে আশ্চর্য হচ্ছো, আমি তার চেয়ে বেশি আত্মমর্যাদাবোধ করি এবং আল্লাহ তাআলা তারচেয়েও বেশি আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন সত্তা।

একবার হযরত আলী (রা.) বলেন, আমার কাছে তোমাদের স্ত্রীদের এ খবর কি আসেনি যে, তারা বাজারে গিয়ে অনারব লোকদের ধাক্কা খেয়ে চলে। তোমাদের কি আত্মমর্যাদাবোধ বলতে কিছু নেই! (যে তোমাদের স্ত্রীরা ঢ্যাং ঢ্যাং করে বাজারে ঘুরে বেড়ায়)। তারপর বলেন, যার মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ নেই তার মধ্যে কোন কল্যাণই নেই। [বুখারী, মুসলিম, ইবনে আসাকির, আবু ইয়ালা, আহমদ, কানযুল উম্মাল : ২ : ১৬১, হায়াতুস সাহাবা : ২ : ৭৪৬]

হযরত উম্মে হাবীবা (রা.)-এর অবস্থা শুনে নবীজীর হাসি

হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) বলেন, আমি হাবশায় হিজরত করে যাওয়ার কিছু দিন পরই আমার স্বামী খৃষ্টান হয়ে যায় এবং এ অবস্থায়ই মারা যায়। একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম, এক আগন্তুক ব্যক্তি আমাকে বললো, হে উম্মুল মুমিনীন! এটা শুনে আমি ঘাবড়ে গেলাম। আমি এর তাবির করলাম, অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিবাহ করবেন।

উম্মে হাবীবা (রা.) বলেন– আমি ইদ্দত পালন শেষ করেছি মাত্র; আমার ধারণাও ছিল না। একদিন হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর একজন দূত, যার নাম ছিল আবরাহা, সে আমার কাছে এলো। বললো, নাজ্জাশী বলেছেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লিখেছেন যে, তুমি উম্মে হাবীবাকে আমার সাথে বিবাহের ব্যবস্থা করে দাও।

হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) বলেন– আমি তাকে বললাম, আল্লাহ তোমাকে কল্যাণের সুসংবাদ দিন। দূত বললো, আপনি আপনার ওকীল বা প্রতিনিধি বাদশাহর কাছে প্রেরণ করুন, যিনি আপনাদের বিবাহ সম্পন্ন করবেন। উম্মে হাবীবা বলেন– আমি খালিদ ইবনে সাঈদ (রা.)-এর কাছে লোক পাঠিয়ে তাঁকে ডাকালাম। তাঁকে আমার প্রতিনিধি করে পাঠালাম। আমি দূতকে আনন্দচিত্তে দুটো চিরুনি, দুটো নূপুর এবং কয়েকটি আংটি উপহার দিলাম। সন্ধ্যার সময় নাজ্জাশী বাদশাহ জাফর ইবনে আবু তালিব (রা.)কে এবং সব মুসলমানকে ডেকে একত্রিত করেন এবং বিবাহের খুতবা প্রদান করেন। খুতবায় তিনি বলেন–

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি মালিক। যিনি পবিত্র। শান্তি ও নিরাপত্তা দানকারী। যিনি মহাপ্রতাপশালী। যিনি সর্বশক্তিমান। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। তিনি ঐ মহামানব যার আগমনের সংবাদ দিয়েছেন হযরত ঈসা (আ.)।

যাক, যে কাজের জন্য তিনি আমাকে বলেছেন, আমি তা সম্পাদন করতে সচেষ্ট হয়েছি। আমি উম্মে হাবীবা (রা.)কে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবাহ সম্পন্ন করে দিচ্ছি। আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি বরকত নাযিল করুন।

তারপর নাজ্জাশী বাদশাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে মহর বাবত চারশ' দিনার পরিশোধ করে দেন। এ টাকা হযরত খালিদের হাতে সোপর্দ করেন। মজলিসের সবাই বিদায় নেয়ার জন্য প্রস্তুত হলে নাজ্জাশী বলেন– আপনারা বসুন। নবীদের সুন্নত হলো, বিবাহে উপস্থিত লোকদেরকে খাবার পরিবেশন করা। তারপর সবাই খাওয়া-দাওয়া সেরে বিদায় নিলেন।

উম্মে হাবীবা বলেন– আমার হাতে যখন মহরের টাকা আসলো, আমি ভাবলাম যে, ঐ দূতকে কিছু দেব। কিন্তু সে বললো, বাদশাহ আমাকে কসম দিয়ে বলেছেন যেন আপনার থেকে কিছু না নেই। তারপর উম্মে হাবীবা (রা.)-এর দেয়া প্রথম হাদীয়াগুলোও সে ফেরত দিল। সে বললো– আমিও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি।

শহরের মহিলারা বিভিন্ন ধরনের পারফিউম এবং উপহার উপঢৌকন নিয়ে আসতে থাকেন। ঐ দূত বললো, আপনার সাথে আমার একটা জরুরি কথা আছে। তা হলো, নবীজীকে আমার সালাম বলবেন, তাঁকে সংবাদ দেবেন যে, আমি তাঁর দীন গ্রহণ করে নিয়েছি।

উম্মে হাবীবা (রা.) বলেন– ঐ দূত আমার সাথে দয়ার্দ্র আচরণ করেছে। আমাকে বিদায় জানিয়েছে। উপহার সামগ্রী পেশ করেছে। বারবার আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যেন তার কথা নবীজীকে অবহিত করি। ভুলে না যাই।

হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) বলেন– আমি যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে হাজির হই এবং বাগদান ও বিবাহের ঘটনা শুনালাম, আবরাহা নাম্নী দূতের ব্যাপারটি শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন। আমি নবীজীকে তার সালাম পৌঁছালাম। নবীজী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– আল্লাহ তাআলা তার প্রতি শান্তি রহমত ও বরকত নাযিল করুন। [হাকিম, ইবনে সাদ, আল বিদায়াহ : ৪ : ১৪৩, হায়াতুস্ সাহাবা : ২ : ৭৭৩]

হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাজে নবীজীর হাসি

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হারীরা নামক এক ধরনের হালুয়া পেশ করলাম। যা আমি তাঁর জন্য রেঁধে ছিলাম। আমি হযরত সওদা (রা.)কে ডাকলাম। নবীজী আমার এবং তার মাঝখানে বসলেন। তিনি সওদা (রা.)কে বললেন, খাও। সওদা অস্বীকার করলেন। আমি বললাম, আপনাকে অবশ্যই খেতে হবে। যদি না খান তাহলে আমি এই হালুয়া আপনার চেহারায় লেপে দেব। তারপরও হযরত সওদা খেতে চাইলেন না। তখন আমি হাতে হালুয়া নিয়ে তার চেহারায় লেপে দিলাম। এটা দেখে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসতে থাকেন এবং আয়েশা (রা.)-এর হাত ধরে ফেলেন। [আবু ইয়ালা, হায়াতুস্ সাহাবা : ২ : ২৯৯]

হযরত সাওদা (রা.)-এর কাজে নবীজীর হাসি

হযরত সাওদা (রা.) বলেন, একবার হযরত আয়েশা (রা.) আমার চেহারায় হালুয়া লেপে দিয়েছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– তুমিও আয়েশার চেহারায় লেপে দাও। আমি হালুয়া নিয়ে আয়েশা (রা.)-এর চেহারায় লেপে দিলাম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন। তখনই হযরত উমর (রা.) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– হে আবদুল্লাহ! হে আবদুল্লাহ! তিনি মনে করেছিলেন, উমর হয়তো ভিতরে চলে আসতে পারে। নবীজী বলেন– তোমরা গিয়ে মুখ ধুয়ে নাও। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি সব সময়ই উমরের ব্যাপারে ভয়ে থাকি। কেননা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও উমর (রা.)-এর ভীতিজনক ব্যক্তিত্বের খেয়াল রাখতেন।

হযরত উমর (রা.)-এর গুরু-গম্ভীর ব্যক্তিত্বের একটি ঘটনা

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন– একদিন আমি লোকদের এবং ছেলেপেলেদের শোরগোল শুনতে পেলাম। দেখলাম, এক হাবশী মহিলা নাচছে। আর মানুষ তার আশপাশে জমায়েত হয়েছে। নবীজী বলেন– আয়েশা! ঐ দেখো! আমি আমার থুতনী নবীজীর কাঁধে রেখে দেখতে লাগলাম। অনেক্ষণ পর নবীজী ক্লান্ত হয়ে গেলেন। তখনই হযরত উমর (রা.)কে দেখা গেল। তাঁকে দেখে সেখানে উপস্থিত বড় ছোট সবাই দৌড়ে পালালো।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– আমি দেখেছি, মানুষ এবং জিন শয়তানরা উমরকে দেখে ভাগতে থাকে। এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত উমর (রা.) যে রাস্তা দিয়ে চলেন সে রাস্তা ছেড়ে শয়তান ভেগে যায়। [আবু ইয়ালা, ইবনে আসাকির, ইবনুন্নাজ্জার, ইবনে আদী, কানযুল উম্মাল : ৭ : ৩০২, হায়াতুস্ সাহাবা : ২ : ৭৯৯]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.)-এর ঘটনা শুনে নবীজীর হাসি

হযরত ইকরামা (রা.) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) তাঁর স্ত্রীর সাথে শুয়ে ছিলেন। সেখান থেকে উঠে তিনি তার ঘরের এক কোণায় থাকা দাসীর কাছে গেলেন এবং তার সাথে মগ্ন হয়ে গেলেন। ওদিকে স্ত্রী তাঁকে বিছানায় না দেখে ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেলেন। উঠে খুঁজতে লাগলেন। দাসীর কাছে গিয়ে দেখেন যে, সেখানে স্বামী মগ্ন হয়ে রয়েছেন। তখন স্ত্রী নিজ নিজ ঘরে ফিরে আসেন এবং একটা ছুরি নিয়ে স্বামীর দিকে যান। তখন স্বামী দাসী থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা স্ত্রীকে বলেন, কী ব্যপার? যদি আমি তোমাকে সেখানে পেতাম তাহলে তোমার দুই কাঁধের মাঝখানে এ ছুরি কূপে দিতাম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) বলেন, তুমি আমাকে কোথায় দেখেছ? স্ত্রী বলেন, আমি তোমাকে দাসীর সাথে মত্ত অবস্থায় দেখেছি। হযরত আবদুল্লাহ বলেন, তুমি কি করতে দেখেছ?[১] অথচ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সবাইকে গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন মজীদ পাঠ করতে নিষেধ করেছেন। এটা শুনে স্ত্রী বললেন, তুমি কুরআন পড়তো দেখি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) একটি কবিতা আবৃত্তি করেন–

اَتَانَا رَسُوْلُ اللهِ يَتْلُوْ كِتَابَهٗ * كَمَا لَاحَ مَشْهُوْرٌ مِّنَ الْفَجْرِ سَاطِعٌ

اَتٰى بِالْهُدٰى بَعْدَ الْعَمٰى فَقُلُوْبُنَا * بِهٖ مُوْقِنَاتٌ اَنَّ مَاقَالَ وَاقِعٌ

يَبِيْتُ يُجَافِيْ جَنْبَهٗ عَنْ فِرَاشِهٖ * اِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِيْنَ الْمَضَاجِعُ

---

[১] তখন ক্রীতদাসী থাকতো, আর শরীয়তে ক্রীতদাসীর সাথে সহবাস বৈধ ছিল।

* আমাদের কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুভাগমন করেন এবং আল্লাহর কিতাব পড়েন, যেন সুপরিচিত ও বিস্তৃত প্রত্যেকটি প্রভাতের আলো প্রকাশিত হয়।

* তিনি মানুষের অন্ধত্বের যুগে হেদায়াত নিয়ে এসেছেন। সুতরাং আমাদের অন্তর তাঁকে গভীরভাবে বিশ্বাস করে। তিনি যা কিছু বলেছেন তা সত্য।

* তিনি এমনভাবে সারা রাত ইবাদতে কাটিয়ে দেন যে, তার শরীর বিছানার সক্ষাত পায় না। অথচ তখন মুশরিকরা বিছানায় ঘুমিয়ে হারিয়ে যায়।

এটা শুনে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার স্ত্রী বলেন, আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম। আর আমি আমার চোখকে মিথ্যা সাব্যস্ত করছি। (অর্থাৎ তাঁর স্ত্রী এ কবিতাকে কুরআন ভেবে ধরে নিলেন যে, তার স্বামী দাসীর সাথে কিছু করেন নি।)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা সকাল ভোরে নবীজীর দরবারে হাজির হয়ে ঘটনাটি অবহিত করেন। শুনে নবীজী এমনভাবে হাসতে থাকেন যে তাঁর মাড়ির দাঁত মোবারক দেখা যাচ্ছিল। [দারাকুতনী, হায়াতুস্ সাহাবা ৩ ১২]

হযরত সুয়াইদ ইবনে হারিস (রা.)-এর জবাব শুনে নবীজীর হাসি

হযরত সুয়াইদ ইবনে হারিস (রা.) বলেন, আমরা সাতজনের এক প্রতিনিধি দল নবীজীর দরবারে পৌঁছলাম এবং তাঁর সাথে কথা বললাম। তখন তিনি আমাদের আকার-আকৃতি ও সাজগোজ দেখে আশ্চর্য হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? আমরা বললাম, আমরা মু'মিন। এটা শুনে নবীজী হেসে দিলেন। বললেন, সব বিষয়ের একটা বাস্তবতা থাকে।

তোমাদের এ কথা ও ঈমানের বাস্তবতা কী? হযরত সুয়াইদ বলেন, আমরা বললাম– পনেরটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে। তন্মধ্যে পাঁচটি আপনার পাঠানো প্রতিনিধি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর পাঁচটি এমন যা আমরা জাহিলী যুগ থেকেই অভ্যস্ত এবং এখনো তাতে জমে আছি। যদি আপনার এটা অপছন্দ হয়, তাহলে আমরা সেসব ছেড়ে দেব। [আবু নাঈম, হায়াতুস্ সাহাবা : ৩ : ৩৫]

এক ইহুদীর কথা শুনে নবীজীর হাসি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, একজন ইহুদী আলিম নবীজীর কাছে আসল। এসে বলল, 'হে মুহাম্মদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তাআলা পুরো আকাশমণ্ডলীকে এক আঙ্গুলে নিলেন, পুরো পৃথিবীকে এক আঙ্গুলে নিলেন, পাহাড় আর বৃক্ষরাজিকে এক আঙ্গুলে, পানি এবং পানির নীচের ভূমিকে এক আঙ্গুলে নিলেন এবং সবগুলোকে নাড়া দিলেন। আর বললেন, আমিই বাদশাহ, আমিই মালিক।'

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, এটা শুনে নবীজী এত হাসতে থাকেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। এ হাসিটা ঐ ইহুদী আলিমের কথার সত্যায়নের হাসি ছিল। তারপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতখানা তিলাওয়াত করেন–

وَمَا قَدَرُوا

অর্থাৎ 'এবং (আফসোসের ব্যাপার) তারা আল্লাহ তাআলার যেমন সম্মান করা দরকার তেমন সম্মান করেনি। অথচ (তাঁর সত্তা এত মহান) কিয়ামতের দিন পুরো পৃথিবী তাঁর মুষ্ঠিতে হবে এবং আকাশমণ্ডলী তাঁর ডান হাতে লেপ্টে থাকবে। তিনি পবিত্র এবং তাদের শিরক থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।' [বায়হাকী, বুখারী, মুসলিম, হায়াতুস্ সাহাবা : ৩ : ২৭]

আল্লাহ্ তাআলার হাসির কারণে নবীজীর হাসি

হযরত আলী ইবনে রবীয়া (রা.) বলেন, হযরত আলী (রা.) আমাকে তাঁর বাহনের পেছনে বসিয়ে হুররা'র দিকে রওয়ানা করেন। পথে তিনি তাঁর মাথা আকাশের দিকে উত্তোলন করে বলেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ اِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اَحَدٌ غَيْرُكَ

অর্থাৎ– 'হে আমার আল্লাহ! আমার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয়ই তুমি ছাড়া আর কোন গুনাহ ক্ষমাকারী নেই।'

তারপর হাসতে হাসতে আমার দিকে তাকান। আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং হাসতে হাসতে আমার দিকে দৃষ্টি দিলেন। এটা কী? হযরত আলী (রা.) বলেন, একবার আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পেছনে তাঁর বাহনে চড়ে হুররা'র দিকে যাচ্ছিলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর তিনি আকাশের দিকে মাথা উত্তোলন করে বলেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اَحَدٌ غَيْرُكَ

তারপর আমার দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং হাসেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আপনার রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং আমার দিকে হাসতে হাসতে দৃষ্টিপাত করলেন! (এটা কী?) তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– আমার রবের হাসি দেখে আমি হেসেছি। আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি আশ্চর্য হন। কারণ বান্দা জানে যে, তার গুনাহ ক্ষমাকারী আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ নেই। [ইবনে আবি শায়বা, ইবনে মুনী', কানযুল উম্মাল : ১ : ২১১, হায়াতুস্ সাহাবা : ৩ : ৩৪৪]

শয়তান নিজেই নিজের মাথায় মাটি ঢালার কারণে নবীজীর হাসি

হযরত আব্বাস ইবনে মরদাস (রা.) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতের ময়দানে সন্ধ্যাবেলায় তাঁর উম্মতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং রহমত কামনা করে লম্বা দুআ করেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি ওহী প্রেরণ করেন যে, নিঃসন্দেহে আমি তোমার দুআ কবুল করেছি। তুমি যেমন চেয়েছো তেমন করে দিয়েছি। কিন্তু একের প্রতি অন্যের জুলুমের ব্যাপারটি ক্ষমা করিনি। কিন্তু যে গুনাহ আমার আর বান্দার সাথে সম্পৃক্ত তা ক্ষমা করে দিয়েছি।

নবীজী আবেদন করেন, হে আমার রব! নিশ্চয়ই তুমি এরও ক্ষমতা রাখ যে, মজলুমকে জুলুম করার বিনিময় স্বরূপ সওয়াব দিয়ে জালেমকে ক্ষমা করে দিতে। ঐ দিন সন্ধ্যায় এ দুআটি কবুল হয়নি।

মুযদালিফায় সকাল বেলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার এ দুআ করেন। তখন আল্লাহ তাআলা এটা কবুল করে নেন এবং বলেন– নিশ্চয়ই আমি জালেমকেও ক্ষমা করে দিলাম। এতে নবীজী হেসে দিলেন।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এমন অবস্থায় হাসলেন, যে অবস্থায় কখনও হাসেন না!

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– দুশমন ইবলিসকে দেখে হাসছি। সে যখন বুঝতে পারলো যে, আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতের ব্যাপারে আমার দুআ কবুল করে নিয়েছেন, তখন সে হতাশচিত্তে হায় ধ্বংস! হায় বিপদ! বলে বিলাপ করতে করতে নিজের মাথায় নিজেই মাটি ঢালছিল। [বাইহাকী, হায়াতুস্ সাহাবা : ৩ : ৩৬৪]

হযরত আয়েশা (রা.)-এর দুআ শুনে নবীজীর হাসি

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, একদিন নবীজী ইরশাদ করেন– হে আয়েশা! তুমি কি জান, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে এমন একটা নাম শিখিয়েছেন যার মাধ্যমে দুআ করলে তিনি তা কবুল করে নেন?

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি আবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত হোন! আমাকে দুআটি শিখিয়ে দিন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আয়েশা! তোমার জন্য এটা উপযুক্ত নয়।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি এক কোণায় চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বসে ছিলাম। তারপর উঠলাম এবং নবীজীর মাথায় চুমু খেয়ে আবার আবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাকে শিখিয়ে দেয়া যথোপযুক্ত নয়। আর তোমার জন্য উচিত নয় যে, তুমি এর মাধ্যমে দুনিয়াবী কোন কিছু চাইবে।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এরপর আমি দাঁড়ালাম। ওযু করলাম। দু'রাকাত নামায পড়লাম এবং এ দুআ করলাম–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَدْعُوْكَ اللهَ وَاَدْعُوْكَ الرَّحْمٰنَ وَاَدْعُوْكَ
الْبَرَّ الرَّحِيْمُ اَدْعُوْكَ بِاَسْمَائِكَ الْحُسْنٰى كُلِّهَا مَا
عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَالَمْ اَعْلَمُ اَنْ تَغْفِرَ لِىْ وَتَرْحَمْنِىْ

অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আল্লাহ বলে ডাকছি। তোমাকে রহমান বলে ডাকছি, তোমাকে ভালো এবং দয়ালু বলে ডাকছি, তোমাকে তোমার সব সুন্দর নাম নিয়ে ডাকছি, এর যা আমি জানি আর যা জানি না। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার প্রতি দয়া কর।'

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন– এটা শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন এবং বললেন, তুমি যেসব নাম উচ্চারণ করেছো এর মধ্যেই ঐ নামটি আছে। [হায়াতুস্ সাহাবা : ৩ : ৩৬৩]

হযরত উমর (রা.)-এর কথা শুনে নবীজীর হাসি

একবার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পুণ্যাত্মা স্ত্রীগণের কিছু অশোভন কথার কারণে এক মাস তাদের কাছে না যাওয়ার কসম (إيلاء) করে ফেলেন। সবাইকে রেখে তিনি আলাদা এক বাড়িতে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন।

সাহাবাদের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়লো যে, নবীজী তাঁর সব স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন। হযরত উমর (রা.) এতে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি নবীজীর কাছে গমন করেন, কিন্তু ভেতরে প্রবেশের অনুমতি মিলেনি। ফিরে আসেন। আবার যান। এবারও অনুমতি পাওয়া গেল না। আবার ফিরে আসেন। অস্থিরতা তাকে ঘিরে ধরে। তৃতীয়বার গিয়ে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি পেয়ে যান।

হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি ভেতরে প্রবেশ করলাম। দেখি, নবীজী শুধু একটা পাটি বিছিয়ে তাতে বিশ্রাম নিচ্ছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আপনার স্ত্রীগণকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন?

নবীজী মাথা ওঠালেন। বলেন, না।

আমি বললাম, আল্লাহু আকবার! হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো কুরাইশ গোত্রের লোক। আমরা দেখেছি আমাদের স্ত্রীরা সব সময় স্বামীর প্রতি অনুগতশীল রয়েছে। মদীনায় এসে দেখি, এখানকার আনসার সাহাবাদের স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের উপর অগ্রাধিকার ভোগ করে। এসব দেখে আমাদের স্ত্রীরাও তাদের মত আচরণ শিখে ফেলে।

একদিন আমি আমার স্ত্রীর প্রতি রাগ করলাম। যে প্রতি উত্তর দিতে শুরু

করে। আমার কাছে এটা খুব অপছন্দ হলো। সে বললো, আপনার কাছে আমার জবাব কেন খারাপ লাগলো? আল্লাহর কসম! নবীজীর পুণ্যাত্মা স্ত্রীগণ নবীজীর কথায় প্রতি-উত্তর করেন এবং দিনভর (অসন্তুষ্টির কারণে) তাঁর থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলেন। আমি বললাম, এ কাজ করলে সে ক্ষতিগ্রস্ত ও লাঞ্ছিত হবে। চাই সে যে মহিলাই হোক না কেন? হে আল্লাহর রাসূল! যদি আপনার রাগের কারণে আল্লাহর গযব নাযিল হয়ে যায়, তবে তো ঐ মহিলারা ধ্বংস হয়ে যাবে।

এটা শুনে নবীজী হেসে দিলেন। তখন আমি বললাম, আজ আমি হাফসার কাছে গিয়েছিলাম। আমি তাকে বললাম, এ ব্যাপারটি যেন তোমাকে ধোকায় না ফেলে যে, অমুক সতীন আমার চেয়ে সুন্দর এবং অমুক আমার চেয়ে বেশি প্রিয়, নবীজীর কাছে। এ কথা শুনে নবীজী আবার হেসে দিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আরেকটু কি প্রমোদ দেব?

নবীজী বললেন, হ্যাঁ। আমি বসে পড়লাম। মাথা উঁচু করে তাঁর এ ঘরটি দেখলাম। আল্লাহর কসম! নবীজীর সাথে মাত্র তিনটি আসবাব ছিল। আমি বললাম, আপনি দুআ করুন, আল্লাহ তাআলা যেন আপনার উম্মতকে সমৃদ্ধি দান করেন। পারস্য ও রোমকে তিনি সমৃদ্ধশীল করেছেন। অথচ তারা আল্লাহর ইবাদত করে না। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোজা হয়ে বসেন। বলেন– হে খাত্তাবের ছেলে! তুমি কি এখনও সন্দেহে পড়ে আছো? এদেরকে তো ভালো জিনিস দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হয়েছে। আর আমাদের জন্য পরকালে আছে। [আহমদ, বুখারী, মুসলিম, হয়াতুস্ সাহাবা : ২ : ৮০৫]

হযরত উমর (রা.)-এর কৌশলপূর্ণ কথায় নবীজীর হাসি

হযরত জাবির (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) এসে নবীজীর কাছে যেতে অনুমতি চাইলেন। কিন্তু অনুমতি পেলেন না। ওমর (রা.) এসে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি কামনা করলে তাঁকে ও অনুমতি দেয়া হলো।

উভয়ই ভেতরে প্রবেশ করলেন। নবীজী বসা। তাঁর আশপাশে পূন্যাত্মা স্ত্রীগন জামায়েত ছিলেন। নবীজী চুপচাপ বসেছিলেন।

হযরত ওমর (রা.) বললেন হে আল্লাহর রসূল আপনি যদি যায়েদের কন্যা অর্থাৎ আমার কাছে তার বিভিন্ন চাহিদা পেশ করছিলেন। আমি তাকে ধরলাম এবং খুব গলা চিপে দিলাম। নবীজী হাসতে থাকেন। এমন হাসলেন যে তাঁর মাড়ির দাত দেখাগেল। এর পর নবীজী বলেন এরা আমার আশে পাশে জমায়েত হয়েছে এবং তাদের চাহিদার কথা ব্যক্ত করছে।

এটা শুনে আবু বকর তাঁর কন্যা আয়েশার উপর ঝাপিয়ে পড়েন। এবং মারতে উদ্যত হন। উভয়েই বলছিলেন তোমরা কি নবীজীর কাছে এমন এমন জিনিস চাচ্ছ যা তাঁর কাছে নেই? এ অবস্থা দেখে সব স্ত্রীগন অঙ্গিকার করলেন যে, আমরা এর পর আর কখনো এমন জিনিস নবীজীর কাছে চাইব না যা তাঁর কাছে নেই। [আহমদ, বুখারী, মুসলিম, হায়াতুস সাহাবা : ২ : ৮০৮]

হযরত সুহাইব (রা.)-এর জবাবে নবীজীর হাসি

হযরত সুহাইব (রা.) ও হযরত আম্মার (রা.) একই সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবী আরকাম (রা.)-এর বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। এ দুই হযরত আলাদা আলাদা নবীজীর দরবারের উদ্দেশে রওনা করেন। বাড়ির দরজায় এসে উভয়ে অকস্মাৎ একত্রিত হন। একে অপরের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলে দেখা গেল একই উদ্দেশ্যে উভয়ের আগমন। তাহলো ইসলাম গ্রহণ করে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সান্নিধ্যের ঐশী দীপ্তি লাভে ধন্য হওয়া।

ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর সে যুগে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলমানের উপর যে জুলুম অত্যাচার করা হতো সেভাবে এদেরকেও নির্যাতিত নিপীড়িত হতে হয়।

শেষ পর্যন্ত এসব কষ্ট সহ্য করতে না পেরে হিজরত করেন। কাফেরদেরও এটা সহ্য হতো না যে, মুসলমানরা অন্য কোথাও গিয়ে শান্তিতে বসবাস করুক। তাই যার ব্যাপারে তারা জানতে পারতো যে সে হিজরত করছে তাকে তারা ধরতো। সে হিসাবে তারা এদেরও পিছু নিল। একটি দল তাদেরকে ধরতে গেল। সাহাবীরা তীর বের করলেন। তাদেরকে বললেন, দেখো তোমরা জান আমি তোমাদের চাইতে তীর চালনায় বেশি অভিজ্ঞ। যতক্ষণ পর্যন্ত একটা তীর আমার হতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কেউ আমার কাছে আসতে পারবে না। যখন তীর শেষ হয়ে যাবে তখন তলোয়ার চালাতে থাকবে। তলোয়ার যখন হাতছাড়া হয়ে যাবে তখন তোমরা যা খুশি করো। সুতরাং তোমরা যদি চাও তাহলে আমার জীবনের বিনিময়ে আমার সম্পদের ঠিকানা বলে দিতে পারি। যা মক্কায় রয়ে গিয়েছে। সাথে দুটো দাসীও আছে। তাও তোমরা নিয়ে নাও। এতে তারা রাজি হয়ে গেল। তারা তাদের সম্পদ বিসর্জন দিয়ে জীবন বাঁচাল। এ ব্যাপারে আয়াত নাযিল হয়–

وَمِنَ النَّاسِ

যখন তাঁরা মদীনা পৌঁছেন তখন নবীজী কুবায় অবস্থান করছিলেন। অবস্থা দেখে তিনি ইরশাদ করেন– তোমরা লাভজনক ব্যবসা করেছ। হযরত সুহাইব (রা) বলেন, নবীজী খেজুরের রস পান করছিলেন। আমার চোখে বেদনা ছিল। আমিও খেতে লাগলাম। নবীজী বলেন– তোমার চোখে ব্যথা আর তুমি খেজুর খাচ্ছ? আমি বললাম, হুযুর! আরেকটি চোখের পক্ষ থেকে খাচ্ছি যা ভালো আছে। এটা শুনে নবীজী হাসতে থাকেন। [উসদুল গাবাহ : ৩ : ৩১, ফাযায়েলে আমাল : ২১]

এক গ্রাম্য লোকের কথায় নবীজীর হাসি

নবীজীর মধ্যে মানবিক গুণাবলীর সমাহার ছিল। তন্মধ্যে একটি হলো, অন্যের প্রতি ক্ষমা। একদিন তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। তখন এক লোক আসলো। এসেই সে তার চাদর নবীজীর গলায় পেঁচিয়ে খুব জোরে চেপে ধরলো। ফলে নবীজীর গলায় দাগ পড়ে গেল। নবীজী বলেন– হে আল্লাহর বান্দা! কী ব্যাপার? সে বলল, যে সম্পদ আল্লাহ তোমাকে দিয়েছেন তা থেকে আমাকেও দাও। নবীজী বলেন– সম্পদ তো আমি দেব কিন্তু তুমি যে কষ্ট দিয়েছ তার বদলা আমি নেব।

সে বলল, না, না। আমি বদলা দেবো না। নবীজী বলেন, কেন?

সে বলল, আপনি তো মন্দ কাজের বদলা মন্দ কাজের দ্বারা নেন না।

এটা শুনে নবীজী হেসে দেন। সাহাবায়ে কেরামকে বলেন, এ লোককে এক উটে যব এবং আরেকটি উটে খেজুর তুলে দাও।

হযরত তালহা (রা.)-এর কথা শুনে নবীজীর হাসি

হযরত হাসীন ইবনে উহু'হ্ (রা.) বলেন, যখন হযরত তালহা ইবনে বারা (রা.) নবীজীর সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখন কোলাকুলি করতেন এবং পা মোবারকে চুমু খেতেন। এ অবস্থায় তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যা পছন্দ করেন সে নির্দেশ আমাকে দিন। আমি কখনো অবাধ্য হবো না। নবীজী হেসে দিলেন। হযরত তালহা (রা.) তখনও যুবক। নবীজী বললেন– যাও, তোমার পিতাকে হত্যা করে আস। হযরত তালহা (রা.) শুনেই দৌড় দিলেন। যেন নবীজীর নির্দেশ পালন করে আসেন। নবীজী তাকে ডাকলেন এবং বললেন– আমি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার জন্য আবির্ভূত হইনি।

একবার হযরত তালহা (রা.) অসুস্থ হলেন। নবীজী শীতের কারণে মোটা চাদর গায়ে দিয়ে তার শুশ্রূষার জন্য গেলেন। আর বলেন– হযরত তালহার মৃত্যু নিকটবর্তী মনে হচ্ছে। তোমরা অবশ্যই আমাকে জানাবে।

আমি তার জানাযা পড়ব। আর তাকে দাফন করতে দেরী করবে না।

হযরত তালহা (রা.) বলেন– আমার মৃত্যু হয়ে গেলে আমাকে দাফন করে দেবে। আমাকে আমার প্রতিপালকের সাথে মিলিয়ে দেবে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাবে না। কেননা রাস্তায় ইহুদীরা থাকতে পারে। এমন যেন না হয় যে, আমার কারণে তিনি বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। (তাঁর মৃত্যু হয়েছিল রাতে) সকালে নবীজীর কাছে খবর পাঠানো হলো। তিনি আগমন করেন এবং তাঁর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন– হে আল্লাহ! তুমি তালহার সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ কর, যেমন তুমি তাকে দেখে হাসছ এবং সে তোমাকে দেখে হাসছে। [উস্‌দুল গাবাহ : ২ : ২]

হযরত রশীদ আল্-হিজরীর কথা শুনে নবীজীর হাসি

হযরত রশীদ (রা.) একজন সাহাবী। তাঁকে ফারসীও বলা হতো। আবু উমর বলেন, তিনি উহুদের যুদ্ধে নবীজীর সাথে ছিলেন। মুয়াবিয়া আল ফারসী পরিবারের ক্রীতদাস ছিলেন। যুদ্ধে তিনি বনী কেনানার (গোত্র) এক মুশরিকের সাথে মিলিত হলেন। সে লোহার আড় তৈরি করে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল। সে এই বলে চিৎকার করে উঠল যে, 'আমি আওইফের সন্তান'। হযরত সা'দ, যিনি হাতিব গোত্রের ক্রীতদাস ছিলেন, তিনি তার সাথে লড়াই করার জন্য সামনে হাজির হন। মুশরিক লোকটি হযরত সা'দের উপর আক্রমণ করে এবং তাঁকে দু'টুকরো করে ফেলে। এটা দেখে হযরত রশীদ (রা.) তার দিকে তেড়ে গেলেন এবং তার ঘাড়ে তলোয়ারের আঘাত হানলেন। আক্রমণ বৃথা যায়নি। তার বাহু কেটে গেল এবং শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তারপর বলেন– (প্রতিশোধ!) আমি ফারসীর গোলাম। প্রিয় নবী ঘটনাটি অবলোকন করেন। বক্তব্যও শোনেন। তিনি বললেন– এমন বললে কেন? বলতে যে, আমি আনসারদের গোলাম। ঠিক তখন ইবনে আওইফের অন্য ভাই কুকুরের মত তেড়ে আসল। হযরত রশীদ বীর বিক্রমে তার উপর আক্রমণ চালান। সে লোহার টুপি পরিহিত

ছিল। তার গলায় কোপ মেরে মাথা দ্বিখণ্ডিত করে দেন। আর বলেন– (প্রতিশোধ!) আমি আনসারের গোলাম। নবীজী এ কথা শুনে হেসে দেন এবং বলেন– হে আবদুল্লাহর পিতা! তুমি খুব ভালো করেছ, ভালো বলেছ। নবীজী তাঁকে আবদুল্লাহর পিতা বলেছেন অথচ তাঁর কোন সন্তান ছিল না। [উস্‌দুল গাবাহ : ২ : ১৭৬]

আবু লুবাবা (রা.)-এর তওবায় নবীজীর হাসি

হযরত রিফায়া আবদুল মুনযির (রা.) যার ডাক নাম ছিল আবু লুবাবা। বদরের যুদ্ধের সময় তিনি বয়সে ছোট ছিলেন। তাই তাঁকে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। বনু কুরায়যা যখন দুর্গে লুকিয়ে ছিল, নবীজী তাদেরকে বললেন– তোমরা দুর্গ থেকে বেরিয়ে আস। বনু কুরায়যা বলল– আপনি আবু লুবাবাকে আমাদের কাছে পাঠান। আমরা ব্যাপারটা নিয়ে তার সাথে পরামর্শ করে নিই। নবীজী আবু লুবাবা (রা.)কে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। আবু লুবাবা আওস গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। আর বনু কুরায়যা তাদের মিত্র। তিনি তাদের কাছে গেলে তাদের নারীরা এবং শিশুরা তাঁর সামনে কাঁদতে শুরু করে। এটা দেখে হযরত আবু লুবাবা (রা.)-এর অন্তর নরম হয়ে গেল। (কিন্তু এ নরম অনুভূতি নবীজীর চাহিদার বিপরীত ছিল) তারা জিজ্ঞেস করল, হে আবু লুবাবা! আমরা কি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথায় দুর্গ থেকে বেরিয়ে যাব? তিনি বলেন– হ্যাঁ। কিন্তু সাথে সাথে গলায় আঙ্গুলের ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন যে, তোমাদেরকে জবাই করা হবে। হযরত আবু লুবাবা (রা.) বলেন– আমি যখন বুঝতে পারলাম যে, আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে গাদ্দারী করেছি, তখন আমার পা কাঁপতে শুরু করে। আমি ফিরে আসলাম। নবীজী উপস্থিত ছিলেন না। আমি নিজেকে মসজিদের একটা খুঁটির সাথে বেঁধে নিলাম। আর মনে মনে বললাম, আল্লাহ তাআলা যতক্ষণ আমার তওবা কবুল না করবেন ততক্ষণ এ বাঁধন খুলবো না। আমি অঙ্গীকার করছি, আমি আর কখনো বনু কুরায়যার সাথে নরম ব্যবহার

করবো না। এ খবর যখন নবীজীর কাছে পৌঁছল, তখন তিনি বলেন– নিজেকে বাঁধার আগে সে আমার কাছে আসলে তো আমি তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতাম। এখন আমি তাকে খুলবো না যতক্ষণ আল্লাহ তাআলা তার তওবা কবুল না করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে ক্বাসীত বলেন– নবীজীর কাছে আবু লুবাবা (রা.)-এর তওবা কবুল হওয়ার সংবাদ নাযিল হলো। তিনি তখন উম্মে সালামার ঘরে ছিলেন।

হযরত উম্মে সালামা (রা.) বলেন– আমি আবু লুবাবা (রা.)-এর তওবা কবুল হওয়ার খবর শুনেছি। তখন নবীজী হাসছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ আপনাকে সব সময় হাস্যোজ্জ্বল রাখুন। আপনি কেন হাসছেন? নবীজী বলেন– আবু লুবাবার তওবা কবুল করা হয়েছে। তাই হাসছি। নবীজী সকালে যখন নামাযের জন্য মসজিদে গেলেন তখন তাকে তার বাঁধন খুলে মুক্ত করে দেন। [উস্‌দুল গাবাহ্ : ২ : ১৮৩]

হযরত রি'ফায়া (রা.)-এর পিতার কসম শুনে নবীজীর হাসি

হযরত রিফা'য়া ইয়াসরাবী (রা.) বলেন, আমি আমার পিতার সাথে নবীজীর দরবারে উপস্থিত হলাম। নবীজী আমাকে দেখে আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করেন, এ কি তোমার ছেলে? পিতা বললেন– কা'বার রবের কসম! হ্যাঁ, আমি এর সাক্ষী দাঁড় করাতে পারব। এটা শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দেন।... [উস্‌দুল গাবাহ : ২ : ১৮৬]

হযরত রি'ফায়ার স্ত্রীর ঘটনায় নবীজীর হাসি

হযরত রিফা'য়া (রা.) তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন। পরে তিনি হযরত আবদুর রহমান ইবনে যুবায়ের (রা.)কে বিয়ে করেন। মহিলা একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হন। বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রিফা'য়া আমাকে তালাক দিয়েছিলেন। তা আমি আবদুর রহমান ইবনে যুবায়ের (রা.)কে বিয়ে করি। কিন্তু তাঁর কাছে কিছু নেই (অর্থাৎ তার যৌনাঙ্গ নিস্তেজ)। কাপড়ের এক কোণা ধরে বলেন– এর মত নির্জীব। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শুনে হেসে দেন এবং বলেন, তুমি কি আবার রিয়া'য়ার কাছে যেতে চাও? তার কাছে তুমি ততক্ষণ যেতে পারবে না যতক্ষণ তুমি বর্তমান স্বামীর মজা না চাকবে এবং সে তোমার মজা না চাকবে। [উস্‌দুল গাবাহ : ৩ : ২৩৯]

হযরত আবু বকর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণে নবীজীর খুশি

হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি নবীজীর নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বে ইয়ামান গিয়েছিলাম। ইস্‌দ গোত্রের এক আলিমের কাছে আমি হাজির হলাম। তিনি মানুষ সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন। যখন ঐ শেখ আমাকে দেখলেন তখন বললেন– আমার মনে হয় তুমি মক্কার লোক। আমি বললাম– হ্যাঁ। তিনি বললেন, মনে হয় তুমি কুরাইশ বংশের লোক? আমি বললাম– হ্যাঁ। তিনি বললেন– মনে হয় তুমি তামীম গোত্রের লোক? আমি বললাম– হ্যাঁ। আমার নাম আবদুল্লাহ ইবনে উসমান ইবনে তামীম ইবনে মুররা। তিনি বলেন– ব্যস, আরেকটা আলামত বাকী আছে। তুমি তোমার পেট থেকে কাপড় উঠাও। আমি বললাম– কেন উঠাবো আগে বলুন। শেখ বললেন– আমি বিশুদ্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে এটা জানতে পেরেছি যে, মক্কায়

একজন নবী আসবেন। তাঁর নবুওয়তের কাজে একজন যুবক এবং একজন বৃদ্ধ লোক সাহায্যকারী হবেন। যুবক যিনি হবেন তিনি তাঁর দুঃখ-দুর্দশার অংশীদার হবেন এবং বিপদাপদ থেকে রক্ষা করবেন। আর বৃদ্ধ ব্যক্তি ফর্সা হবেন। হালকা-পাতলা শারীরিক গঠন। তাঁর পেটে একটা তিল থাকবে। আর তার বাম রানে একটা চিহ্ন থাকবে।

এখন তুমি তোমার পেটের তিল দেখাও। রানের চিহ্ন দেখানোর দরকার নেই (কেননা এটা সতরের অংশ)। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন– আমি আমার কাপড় পেট থেকে উঠালাম। তিনি আমার নাভীর উপর একটা তিল দেখতে পেলেন এবং বললেন– কা'বার প্রতিপালকের কসম! সেই ব্যক্তি তুমিই।

তারপর তিনি বললেন– আগে আগেই তোমাকে একটা কথা বলে রাখছি। শোন! ওটা থেকে বাঁচবে। আবু বকর বলেন– ওটা কী? তিনি বলেন– হেদায়াত থেকে দূরে সরে যাওয়া থেকে বাঁচবে এবং সঠিক পথ থেকে পিছুটান দেবে না। আল্লাহ তাআলা তোমাকে যা দান করবেন, তার ব্যাপারে মনে ভয় রাখবে।

হযরত আবু বকর (রা.) বলেন– আমি ইয়ামানে আমার কাজ শেষ করে ফেরার পথে ঐ শেখের সাথে সাক্ষাত করতে গেলাম। তিনি বলেন– আমি ঐ নবীর প্রশংসায় কাসীদা পাঠ করছি। তুমি শুনতে থাক। আমি বললাম, খুব ভালো।

হযরত আবু বকর (রা.) বলেন– আমি মক্কায় ফিরে দেখি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়তের ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন।

আমার কাছে উকবা ইবনে আবু মুঈত, শাইবা, রবীয়া, আবু জেহেল, আবুল বুখতরী এবং কুরাইশের অন্য নেতারা আসলো। আমি তাদেরকে বললাম– কী ব্যাপার, কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে? নাকি কোন গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রকাশ পেয়েছে?

তারা বলল– আবু বকর! এ যুগের বিখ্যাত খতীব আবু তালিবের ইয়াতীম ভাতিজা, সে মনে করে যে, সে একজন প্রেরিত নবী। আবু বকর! তুমি সফরে না থাকলে এত দিনে আমরা তার কাম খতম করে দিতাম। কোন

অপেক্ষা করতাম না। এখন তুমি এসেছো। তোমার সিদ্ধান্ত আমাদের জন্য যথেষ্ট। আবু বকর (রা.) বলেন– আমি তাদেরকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বিদায় দিলাম। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায়? তারা বলল– হযরত খাদীজার ঘরে। আমি সেখানে গেলাম। দরজায় শব্দ করলাম। নবীজী বের হয়ে আসেন।

আমি বললাম– হে মুহাম্মদ! আমি আপনাকে বাইরে আসার কষ্ট দিয়েছি। আপনি নাকি আপনার বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করেছেন?

তিনি বলেন– আবু বকর! আমি আল্লাহর রাসূল। তোমার প্রতি এবং সব মানুষের প্রতি। সুতরাং তুমি ঈমান আনো। বললাম– আপনার নবুওয়তের প্রমাণ কী? তখন তিনি বললেন– ঐ শেখ যার সাথে তুমি ইয়ামানে সাক্ষাত করেছ। আমি বললাম– আমি ইয়ামানে তো অনেক শেখের সাথেই সাক্ষাৎ করেছি। তিনি বলেন– ঐ শেখ যে তোমাকে কাসীদা দিয়েছে।

আমি বললাম– হে আমার হাবীব! এ খবর আপনাকে কে দিল?

তিনি বলেন– ঐ মহান সত্তা যিনি আমার পূর্বে অনেক নবী দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন।

হযরত আবু বকর বলেন– আমি বললাম, আপনার হাত বাড়ান। আমি ইসলামের বায়আত গ্রহণ করব। আর ঘোষণা করলাম–

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ-

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আর নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল।

আবু বকর (রা.) বলেন– আমি ফিরে আসলাম এবং নবীজীকে আমার ইসলামের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আনন্দিত দেখেছি। আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে যান তিনি। [উস্‌দুল গাবাহ : ৩ : ২০৮]

বিসমিল্লাহর কারণে শয়তানের বমি এবং নবীজীর হাসি

হযরত উমাইয়া ইবনে মুখশী (রা.) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন সাহাবী ছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে বসে খাচ্ছিল। সে বিসমিল্লাহ পড়েনি। সে যখন শেষ লোকমা তার মুখে দিচ্ছিল তখন বলল– بِسْمِ اللهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ। এটা শুনে নবীজি হাসলেন এবং বললেন– শয়তান শুরু থেকে তার সাথে খাচ্ছিল। শেষে যখন সে বিসমিল্লাহ বলল, তখন শয়তান তার পেটে যাওয়া সব খাবার বমি করে ফেলে দিল। (কেননা শয়তান যে খাবারের শুরুতে আল্লাহর নাম নেয়া হয় সে খাবার খায় না। আর ঐ ঘরে প্রবেশ করে না যে ঘরে আল্লাহকে স্মরণ করা হয়।) [আহমদ, উস্‌দুল গাবাহ : ১ : ১২১]

হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর হাসি দেখে নবীজীর হাসি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাইয়াব (রা.)। আনসারগণের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি নবীজীর সাথে বদর, উহুদ, খন্দক এমনকি সবক'টি যুদ্ধে অংশ নেন।

আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, ছয় ব্যক্তি প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা হলেন বনি নাজ্জারের আস'আদ ইবনে যুরারা (রা.), আউফ ইবনে মালিক (রা.), রাফে ইবনে মালিক ইবনে আজালান (রা.), কুতবা ইবনে আমির (রা.), উকবা ইবনে আমির (রা.) এবং জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে রাইয়াব (রা.)। এই আবদুল্লাহ ইবনে রাইয়াব (রা.) বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– আমি নামায পড়ছিলাম। জিবরাঈল (আ.) আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসেন এবং আমিও তাঁর দিকে তাকিয়ে হেসে দিই। [উস্‌দুল গাবাহ]

জারুদ ইবনে মুআল্লা (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণে নবীজীর আনন্দ

জারুদ ইবনে মুআল্লা (রা.)কে অনেকে বলেন, তিনি ইবনে আ'লা। অনেকে বলেন, তিনি জারুদ ইবনে আমর। তিনি আবদুল কায়েস গোত্রের লোক ছিলেন।

তাঁর ডাক নাম ছিল আবুল মুনযির। অনেকে বলেন– আবু গিয়াস। অনেকে বলেন– আবু ইতাব। মোটকথা তাঁর নাম ও ডাকনামের ব্যাপারে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। তাঁকে জারুদ এজন্য বলা হতো যে, তিনি জাহেলী যুগে বকর ইবনে ওয়াইনের সম্পদ লুটপাট করেছিলেন।

তিনি দশ হিজরী সালে নবীজীর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে খৃষ্টান ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করাতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দিত হন। তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁকে নৈকট্য দান করেন। ইরান বা নাহাওন্দ এলাকায় তিনি শাহাদত বরণ করেন। [উস্‌দুল গাবাহ : ১ : ২৬১]

হযরত আয়েশা (রা.)-এর আশ্চর্য হওয়া দেখে নবীজীর হাসি

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– আয়েশা! তুমি চারটি আমল না করে শুতে যেয়ো না।

১. কুরআন শরীফ খতম করে শোবে।
২. সব নবীকে নিজের জন্য সুপারিশকারী বানিয়ে শোবে।
৩. সব মুসলমানকে সন্তুষ্ট করে শোবে।
৪. একটি হজ এবং ওমরা করে শোবে।

তারপর নবীজী নামাযে দাঁড়িয়ে যান এবং হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি বিছানায় শুয়ে থাকলাম। নবীজী নামায শেষ করার পর আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম– হে আল্লাহর রাসূল! অল্প সময়ে এত বড় চারটি

কাজ কীভাবে সম্পাদন করব?

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন। বললেন– সূরা ইখলাস তিনবার পাঠ করলে কুরআন মজীদ এক খতম হয়ে যায়। তুমি যখন আমার প্রতি এবং সব নবীগণের প্রতি দরূদ পাঠ করবে তখন সব নবী (আ.) কিয়ামতের দিন তোমার সুপারিশকারী হয়ে যাবেন। তুমি যদি মুমিনদের ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাহলে সবাই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। আর যদি তুমি– سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ পাঠ কর, তাহলে তোমার একটি হজ ও ওমরা হয়ে যাবে। [দুররুন্নাসিহীন সূত্রে তাফসীরে হানাফী : ১ : ২০৭]

হযরত ইকরামা (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণে নবীজীর আনন্দ

হযরত ইকরামা ইবনে আবু জেহেল ইসলামের মারাত্মক একজন শত্রু ছিলেন। বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে কাজ করেছেন। এ যুদ্ধেই তাঁর পিতা আবু জেহেল মুয়াজ ও মুয়াওয়াজ (রা.) নামক দুই কিশোর সাহাবীর হাতে নিহত হয়। উহুদের যুদ্ধে ইকরামা এবং খালিদ শত্রুপক্ষের নেতৃত্ব দিয়েছেন। ৫ম হিজরীতে আরবের সব মুশরিক যখন তাদের সব গোত্রের লোকদের একসাথে করে মদীনায় আক্রমণ চালায় তখন বনী কেনানাকে নিয়ে ইকরামা মুসলমানদের পতন ঘটানোর জন্য গিয়েছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় মুষ্টিমেয় মৌলবাদী কাফের ছাড়া সবাই আত্মসমর্পণ করেছিল। মৌলবাদী কাফেরদের মধ্যে ইকরামাও ছিলেন।

মক্কা বিজয়ের পর যখন ইসলামের শত্রুদের শক্তি ভেঙে পড়ে। মক্কা এবং আশপাশের এলাকার লোকেরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করছিল। তখন ঐ মৌলবাদী গোটা কতক কাফের দেশ ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যায়। ইকরামাও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ইয়ামানের উদ্দেশে পলায়ন করেন। তার স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি নবীজীর কাছে গিয়ে নিজের

স্বামীর নিরাপত্তা কামনা করেন। নবীজী প্রস্তাব কবুল করেন। তখন স্ত্রী তার স্বামী ইকরামার খোঁজে বের হন। ইকরামা যখন ইয়ামানের উদ্দেশে জাহাজে আরোহণ করেন তখন বিপদমুক্তির জন্য 'লাত্' আর 'উজ্জা'-এর ধ্বনি তোলেন। সাথীরা বললো– এখানে লাত্ আর উজ্জা কোন কাজে আসবে না। এখানে শুধু এক আল্লাহকে ডাকতে হবে। সমুদ্রের উত্তাল উর্মিমালার বিপদ থেকে বাঁচতে হলে এক আল্লাহকেই ডাকতে হবে। এ কথাটি ইকরামার অন্তরে আঘাত হানল। কুফরির জগদ্দল পাথর ভেঙে চুরমার করে দিল। নিজেকে নিজে বলল– সমুদ্রে যদি এক আল্লাহ থাকেন তবে স্থলে কেন অন্য কেউ? সেখানেও তো তিনিই হবেন। তাই যদি হয়, তাহলে মুহাম্মদের কাছে কেন আমি ফিরে যাব না?

তার স্ত্রী তাকে খুঁজতে খুঁজতে তার কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। তাকে বললেন– আমি এমন এক মানুষের কাছ থেকে এসেছি যিনি সবার চেয়ে ভালো। সবার চেয়ে উত্তম। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমার নিরাপত্তা নিয়ে এসেছি।

স্ত্রীর কথা শুনে ইকরামা মক্কার উদ্দেশে ফিরে চলেন। নবীজী তখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন। ইকরামাকে দেখে নবীজী আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান এবং 'মারহাবা' বলে তাকে সম্ভাষণ জানান।

ইকরামা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন?

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– তোমাকে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে।

এমন দয়া আর ক্ষমা দেখে ইকরামা লজ্জা আর অনুশোচনায় মাথা নত করে নিলেন। আর ঘোষণা করলেন–

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ-

[বুখারী, ইবনে সা'দ, সীরাতে ইবনে হিশাম : ২ : ২৬৫, সিয়ারুস্ সাহাবা : ৫ : ১৬৮]

এক ইহুদীর রাগ দেখে নবীজীর হাসি

হযরত যায়েদ ইবনে সা'য়না (রা.) ইহুদীদের বড় আলিমদের একজন ছিলেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাবুক যুদ্ধের সফরে তিনি পরলোক গমন করেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত যায়েদ ইবনে সা'য়না বলেন– আমি যখন নবীজীকে একবার দেখলাম। সাথে সাথে তাঁর নবুওয়তের সমূহ নিদর্শন এবং আলামত আমার সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়। শুধু দুটো আলামত বুঝতে পারিনি। একটি হলো 'তাঁর ধৈর্য সব সময় রাগের উপর বিজয়ী থাকবে।' দ্বিতীয়টি হলো, 'কোন মূর্খ লোকের কঠোরতা সত্ত্বেও তাঁর ধৈর্য অটুট থাকবে।'

তিনি বলেন, ইচ্ছা জাগলো, কোনভাবে তাঁর সাথে এমন কোন কাজ-কারবার করবো যেন এ দুটো আলামতও আমার সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়।

একদিন নবীজী ঘর থেকে আলী (রা.)-এর সাথে বের হন। গ্রাম থেকে এক লোক বাহনে চড়ে তাঁর কাছে আসলো। এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! অমুক মহল্লার লোক মুসলমান। তারা ক্ষুধার্ত। ভালো মনে করলে তাদের কাছে কিছু পাঠিয়ে দিন। নবীজী বলেন– আমি অবশ্যই পাঠাতাম; কিন্তু এখন তো আমার কাছে কিছুই নেই। হযরত যায়েদ ইবনে সা'য়না বলেন, এটা শুনে আমি নবীজীর কাছে গেলাম। বললাম, হে মুহাম্মদ! আপনি চাইলে আমার থেকে এখনই কিছু টাকা পয়সা নিয়ে নিন এবং দু'মাস পর পর বিনিময়ে খেজুর দিয়ে দেবেন। নবীজী বললেন– ঠিক আছে।

আমি তাঁকে আশি দিনার দিলাম।

হযরত যায়েদ বলেন– দুই মাস পূর্ণ হওয়ার দুই দিন বাকী। আমি নবীজীর কাছে গেলাম। তিনি একটা জানাযা পড়ানোর জন্য বের হয়েছেন মাত্র। তাঁর সাথে হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান (রা.) ছাড়াও অনেক সাহাবা ছিলেন। আমি তাঁর জামা ও চাদর টেনে ধরলাম এবং রাগান্বিত চেহারায় তাঁর দিকে তাকিয়ে বললাম, হে মুহাম্মদ! আমার

পাওনা আদায় করে দাও। আল্লাহর কসম! তোমরা কুরাইশের লোকেরা ওয়াদা ভঙ্গকারী আর পাওনা পরিশোধে গড়িমসি কর। এ রকম আরো দু'চারটে কথা বললাম।

আমার দৃষ্টি যখন হযরত উমরের দিকে পড়লো, দেখলাম রাগে তিনি কটমট করছেন। উমর (রা.) বলেন– হে আল্লাহর দুশমন! তুমি কি নবীজীর সাথে এমনভাবে কথা বলছো, যা আমি শুনতে পাচ্ছি? আল্লাহর কসম! আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দেব।

নবীজী খুব ধীরস্থিরভাবে উমর (রা.)-এর দিকে তাকালেন এবং মুচকি হাসলেন। বললেন– উমর! এভাবে নয়; বরং তাকে ভদ্রভাবে আদায় করার নির্দেশ দাও এবং আমাকে পরিশোধ করার নির্দেশ দাও। আরো বলেন– হে উমর! তুমি তার সাথে যাও এবং তার প্রাপ্য পরিশোধ করে দাও এবং সাথে বাড়তি আরো বিশ সের দিয়ে দিবে। কেননা তুমি তাকে ভয় দেখিয়েছ।

হযরত যায়েদ বলেন– আমি উমর (রা.)-এর সাথে গেলাম। তিনি আমার প্রাপ্য পরিশোধ করলেন এবং সাথে বিশ সের বাড়তি দিলেন।

আমি বললাম– হে উমর! আপনি কি জানেন আমি এমন কেন করেছি? এর আগে নবীজীর সব আলামত আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। শুধু এ আলামত সম্পর্কে জানা বাকী ছিল। তাও এখন দেখে নিলাম। আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমান আনলাম। তারপর যায়েদ ইবনে সা'য়না (রা.) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করেন। [উসদুল গাবাহ : ২ : ২৩২]

উম্মে আম্মারা (রা.)-এর আক্রমণে নবীজীর হাসি

উম্মে আম্মারা আনসারিয়া (রা.) ঐ নারীদের একজন যাঁরা প্রথম যুগে মুসলমান হয়েছেন। আকাবার সপথে بيعة عقبة অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি অধিকাংশ জেহাদে শরীক ছিলেন। উহুদের যুদ্ধের কাহিনী বর্ণনা করেছেন– আমি পানির পাত্র ভরে নিয়ে ঘুরতাম, দেখতাম মুসলমানদের কী অবস্থা? কেউ পিপাসু বা আহত পেলে পানি পান করাতাম। তাঁর বয়স তখন তেতাল্লিশ বছর ছিল। তার স্বামী এবং দুই পুত্রও জেহাদে অংশ গ্রহণ করেছিল।

মুসলমানদের বিজয় ছিনিয়ে নিয়ে যখন কাফেররা বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে তখন আমি নবীজীর আশপাশে গিয়ে অবস্থান নিলাম। কোন কাফের নবীজীর দিকে আসতে চাইলে উম্মে আম্মারা (রা.) তাকে হটিয়ে দিতেন। প্রথমে তাঁর কাছে ঢালও ছিল না। পরে একটা ঢাল পেয়েছিলেন। যিনি আহত হতেন কোমরে রাখা কাপড়ের তেনা পুড়িয়ে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিতেন। তিনি নিজেও আহত হয়েছিলেন। প্রায় ১২/১৩ স্থানে আঘাত পেয়েছিলেন। তন্মধ্যে একটি ক্ষত খুবই মারাত্মক ছিল।

উম্মে সাঈদ বলেন, আমি তার কাঁধে গভীর একটা ক্ষত দেখেছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কীভাবে হলো?

তিনি বলেন, উহুদ প্রান্তরে মানুষ যখন হতভম্ব হয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছিল তখন ইবনে কুমাইয়া এই বলে চিৎকার দিতে দিতে আসছিল যে, মুহাম্মদ কোথায়? আমাকে কেউ বলে দাও, সে কোন দিকে আছে? আজ যদি সে বেঁচে যায় তাহলে আমার উপায় নাই। মুসআব ইবনে উমায়ের (রা.) এবং আরও কয়েক জন তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম। সে আমার কাঁধে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করল। আমিও কয়েকটি আঘাত হানলাম। কিন্তু তার পায়ে দুই পল্লা লৌহবর্ম ছিল। তাই কোন আঘাতই তার গায়ে লাগছিল না। উম্মে আম্মারা বলেন, ঘাড়ের এ ক্ষত এত ভীষণ ছিল যে, পুরো বছর চিকিৎসা করেও ভাল হচ্ছিল না। এরই মাঝে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামরাতুল আসাদ যুদ্ধের ঘোষনা দেন। আমিও তৈরি হয়ে গেলাম। যুদ্ধে যাওয়ার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন। কিন্তু কাঁধের ক্ষতটা একদম কাঁচা ছিল। ফলে আর এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারিনি

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হামরাতুল আসাদ থেকে ফিরে আসলেন তখন সর্বপ্রথম উম্মে আম্মারা (রা.)-এর অসুস্থতার খবর নেন। যখন শুনলেন যে এখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ, তখন খুব খুশি হলেন।

উম্মে আম্মারা বলেন– এ ক্ষত ছাড়াও আরও কয়েক জায়গায় ক্ষত হয়েছিল। আসলে কাফেররা ঘোড়ায় আরোহণ করে যুদ্ধ করছিল আর আমরা ছিলাম বাহন ছাড়া। তারাও যদি বাহন ছাড়া থাকতো তাহলে কাজ হতো। তাহলে তারা বুঝতে পারতো আক্রমণ কাকে বলে? ঘোড়ায় চড়ে যখন কেউ এসে আমায় আক্রমণ করতো তখন আমি ঢাল ব্যবহার করে আক্রমণ প্রতিহত করতাম। পরে যখন ফিরে যেতো, তখন আমি তার ঘোড়ার পায়ে আঘাত হানতাম। পা কেটে ঘোড়া এবং বাহকও লুটিয়ে পড়তো। তখন নীবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ছেলেকে আমার কাছে আমার সাহায্যের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। আর আমরা দু'জন মিলে তার কাম সারা করে দিতাম।

তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) বলেন, আমার বাম বাহুতে আঘাত লেগেছে। রক্ত পড়া বন্ধ হচ্ছিল না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– ব্যান্ডেজ করে নাও। আমার মা এসে কোমর থেকে কাপড় বের করে ব্যান্ডেজ বেঁধে বললেন, যা কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– হে উম্মে আম্মারা! এত সৎসাহস কে দেখাতে পারবে? যা তোমার কাছে দেখলাম।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সময় তাঁর জন্য এবং তাঁর পরিবারের জন্য কয়েকবার দুআ করেন, আর খুব প্রশংসা করেন। উম্মে আম্মারা বলেন– ঐ সময় এক কাফের সামনে আসলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন, ঐ লোকই তোমার ছেলেকে আঘাত করেছে। আমি সামনে অগ্রসর হয়ে তার পায়ের গোড়ালীতে আঘাত করলাম। সে আহত হয়ে একদম বসে পড়লো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন। আর বললেন, ছেলের প্রতিশোধ নিয়ে নিয়েছো। এরপর আমরা সামনে চললাম এবং তাকে হত্যা করলাম। [তাবাকাতে ইবনে সা'দ]

সুসংবাদ শুনে নবীজীর হাসি

হযরত বেলাল ইবনে হামামা (রা.) বলেন, একদিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসতে হাসতে আগমন করলেন। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) বললেন– হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন হাসছেন?

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি সুসংবাদ শুনে হাসছি। সুসংবাদটি আলী ও ফাতেমার ব্যাপারে। আল্লাহ তাআলা যখন আলী ও ফাতেমার বিবাহ সম্পন্ন কতে চাইলেন তখন জান্নাতের পাহারাদারকে নির্দেশ দিলেন শাজারায়ে তুবাকে (তুবা বৃক্ষ) নাড়াতে। তিনি জান্নাতের এ বিশাল বৃক্ষকে নাড়া দিলেন। ফলে তা থেকে মুক্তির পরওয়ানা ঝরে পড়লো। এর সংখ্যা ছিল দুনিয়াতে যত মানুষ নবীজীর বংশের লোককে ভালোবাসবে তাদের সমপরিমাণ। তারপর ঐ গাছ থেকে ফেরেশতা সৃষ্টি হলো। সবাই একটা করে পরওয়ানা হাতে নিলেন। যখন কেয়ামত সংঘটিত হবে তখন নবীজীর বংশকে যারা ভালোবেসেছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির ঐ পরওয়ানা দেয়া হবে। [উস্‌দুল গাবাহ : ১ : ২০৬]

উম্মে হারাম (রা.)-এর ঘরে নবীজীর হাসি

হযরত উম্মে হারাম (রা.) হযরত আনাস (রা.)-এর খালা ছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই তাঁর ঘরে গমন করতেন। এমনকি কখনও দুপুরের বিশ্রাম সেখানেই নিতেন।

একদিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। হাসতে হাসতে শোয়া থেকে উঠেন। হযরত উম্মে হারাম (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত হোন। কী ব্যাপারে আপনি হাসলেন?

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের কিছু লোক আমাকে দেখানো হলো যারা সমুদ্রে যুদ্ধ করার জন্য এমনভাবে আরোহী

হয়েছে, যেন বাদশাহ তার সিংহাসনে বসে আছেন। উম্মে হারাম বলেন– হে আল্লাহর রাসূল! দুআ করুন, আল্লাহ তাআলা আমাকেও যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমিও তাদের মধ্যে একজন। তারপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বিশ্রামে যান। আবার হাসতে হাসতে ওঠেন। উম্মে হারাম কারণ জিজ্ঞেস করলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই জবাব দিলেন। আবার উম্মে হারাম দুআর দরখাস্ত করেন। নবীজী বলেন, তুমি প্রথম জামাতের মধ্যে একজন।

হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফতকালে সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন হযরত মুয়াবিয়া (রা.)। তিনি সাইপ্রাস দ্বীপপুঞ্জে আক্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। হযরত উসমান (রা.) অনুমতি দিয়ে দেন। হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা.) এক জামাত সাথে নিয়ে ঐ এলাকায় আক্রমণ চালান। তাঁদের মধ্যে উম্মে হারাম (রা.)ও ছিলেন। ফিরে আসার সময় এক খচ্চরে চড়ছিলেন। এমন সময় বাহন নড়াচড়া শুরু করলো। আর তিনি পড়ে গেলেন এবং ঘাড় ভেঙ্গে গেল। এতে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। সেখানেই তাঁকে দাফন করে দেয়া হয়। [বুখারী, হুল্‌য়াতুল আওলিয়া : ২ : ৬১]

গোয়েন্দা তৎপরতার খবর শুনে নবীজীর হাসি

হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন, খন্দকের যুদ্ধে আমাদের একদিকে মক্কার কাফের দল এবং তাদের সাথে আরও অন্যান্য কাফের গোষ্ঠী যোগ দিয়েছিল। তারা আমাদের উপর আক্রমণ চালানোর জন্য এসেছিল এবং তারা আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত। অন্যদিকে আমাদের মদীনায় বনু কুরায়জার ইহুদীরা আমাদের শত্রুতায় মত্ত হয়ে থাকে। তাদের ব্যাপারে সন্দেহ ছিল যে, মদীনা খালি দেখে তারা আবার আমাদের রেখে আসা পরিবার-পরিজনদের উপর আক্রমণ চালিয়ে বসে কি না। জেহাদের জন্য তো আমরা মদীনার বাইরে। আর আমাদের সাথে আসা মুনাফিকরা 'ঘর

খালি'– এই বাহানায় অনুমতি নিয়ে মদীনায় ফেরত যাচ্ছিল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতিপ্রার্থীদেরকে অনুমতি দিয়ে দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক রাত এত অন্ধকার হলো যে রাতের বেলা নিজের হাত নিজে দেখতে পাচ্ছিলাম না। এমন অন্ধকার না আগে এসেছে, না তার পরে। শোঁ শোঁ শব্দে ভীষণ বাতাস বইছিল। মুনাফিকরা যার যার বাড়ি ফেরত যাচ্ছিল। আমরা তিনশ' জনের এক জামাত সেখানে ছিলাম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক এক করে সবার খবরা খবর নিচ্ছিলেন। তখন নবীজী আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। আমার কাছে শত্রু থেকে বাঁচার জন্য না কোন হাতিয়ার ছিল আর ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য না কোন গরম কাপড়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, কে? আমি বললাম, হুযাইফা। তখন আমি ঠাণ্ডার কারণে উঠতে পারলাম না এবং লজ্জায় মাটির সাথে মিশে পড়েছিলাম।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– ওঠো, শত্রুদের অবস্থানস্থলে গিয়ে খবর নিয়ে আস। দেখ, সেখানে কী ঘটছে। আমি তখন অন্ধকারের ভয় এবং ঠাণ্ডায় সবচেয়ে বেশি কাতর ছিলাম। কিন্তু নির্দেশ পালনার্থে সাথে সাথে উঠে রওনা দিতে উদ্যত হলাম।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য দুআ করলেন– হে আল্লাহ! তুমি তার হেফাজত কর, তার সামনে পেছনে ডানে বামে উপরে এবং নিচে।

হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন-- তিনি দুআ শেষ করতেই আমার ভয় এবং ঠাণ্ডা কোথায় যে হারিয়ে গেল! কদম ফেলছি আর গরম অনুভব করছি। যাওয়ার সময় নবীজী এও বলেন– কোন সাড়া শব্দ করবে না। চুপচাপ দেখে চলে আসবে। শুধু দেখবে যে, কী হচ্ছে?

আমি সেখানে গিয়ে দেখি, আগুন জ্বলছে আর সবাই তাপ নিচ্ছে। এক ব্যক্তি আগুনে তার হাত গরম করছে। চারদিক থেকে 'চলো ফিরে যাই' এ আওয়াজ আসছে। সবাই তার গোত্রের লোকদেরকে চিৎকার দিয়ে দিয়ে বলছে– ফিরে চলো।

বাতাসের প্রচণ্ডতা চারদিক থেকে তাদের তাঁবুতে পাথর বর্ষণ করছিল। তাঁবুর রশিগুলো ছিঁড়ে যাচ্ছিল। ঘোড়া এবং অন্যান্য পশু মারা যাচ্ছিল।

আবু সুফিয়ান যে তাদের বাহিনীর নেতা ছিল সেও আগুন পোহাচ্ছিল। আমার মনে হঠাৎ উদয় হলো, সুযোগটা খুবই অনুকূলে। তাকে শেষ করে দেই। এমনকি তীর ধনুকও তাক করে ফেললাম। তখন মনে হলো, নবীজীর অসিয়ত। তিনি বলেছেন যে, কোন সাড়া-শব্দ না করি। সাথে সাথে তীর ধনুক গুটিয়ে ফেললাম। তারও সন্দেহ হলো। সে জিজ্ঞেস করলো– তোমাদের মধ্যে কি কোন গোয়েন্দা আছে? প্রত্যেকে যার যার পাশের লোকের হাত ধরলো। তড়িৎগতিতে আমিও একজনের হাত ধরে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কে? সে বললো– সুবহানাল্লাহ, তুমি আমাকে চেনো না! আমি অমুক।

আমি ফিরে আসলাম। এসে দেখি, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা চাদর গায়ে দিয়ে নামায পড়ছেন। তাঁর নামায শেষ হলে আমি সেখানকার অবস্থা বিস্তারিত বললাম। আমার এ গোয়েন্দা তৎপরতার ঘটনা শুনে নবীজীর দাঁত মোবারক চমকে উঠলো। তিনি আমাকে তাঁর পায়ের কাছে শুইয়ে দিলেন। তাঁর চাদরের অংশ আমার গায়ে জড়িয়ে দিলেন। আমি আমার বুকের সাথে নবীজীর পায়ের তালু জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়লাম। [তাফসীরে দুররে মানসুর]

হযরত নায়ীমান (রা.)-এর উট জবাই করা দেখে নবীজীর হাসি

হযরত রবীআ ইবনে উসমান (রা.) বলেন, এক গ্রাম্য লোক নবীজীর দরবারে আসেন। তিনি তার উট মসজিদের বাইরে বেঁধে রাখেন। সাহাবায়ে কেরামের কেউ কেউ হযরত নায়ীমান (রা.)কে বলেন, যদি তুমি উটটিকে জবাই করে দাও তাহলে আমরা এর গোশত খাব। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মূল্য পরিশোধ করে দেবেন।

হযরত নায়ীমান (রা.) উটটি জবাই করে ফেলেন। গ্রাম্য লোকটি ফিরে যাওয়ার জন্য বের হয়ে দেখেন তাঁর উটটি জবাই করা। তিনি বাইরে

গোলমাল শুরু করে দেন এবং নবীজীকে ডাকতে থাকেন। তিনি বাইরে আসেন এবং জিজ্ঞেস করেন– এটা কে করেছে? সবাই বললো, নায়ীমান (রা.)। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে দিবাআ বিনতে যুবায়ের ইবনে আবদুল মুত্তালিবের ঘরে প্রবেশ করেন। তিনি ওখানে লুকিয়ে ছিলেন। এক ব্যক্তি নায়ীমান (রা.)-এর দিকে ইশারা করে বললেন– হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাঁকে এখানেই দেখেছিলাম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সেখান থেকে বের করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কোন ব্যাপারটি তোমাকে এ কাজে উৎসাহ যুগিয়েছে?

হযরত নায়ীমান (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারা সবাই আমাকে বললো, তুমি জবাই করলে আমরা গোশত খাব এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মূল্য পরিশোধ করে দেবেন।

এটা শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চেহারায় লেগে থাকা ধুলোবালি পরিষ্কার করছিলেন আর হাসছিলেন। তারপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ লোকের উটের মূল্য পরিশোধ করে দেন। [উসদুল গাবাহ : ৫ : ৩৬]

হযরত নায়ীমান (রা.)-এর ক্রীতদাস বিক্রি করা দেখে নবীজীর হাসি

হযরত উম্মে সালামা (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) সিরিয়ার উদ্দেশে রওনা করেন। সাথে ছিলেন নায়ীমান ও সুয়াইবিত (রা.)। যে উটে পথের প্রয়োজনীয় খাবার-দাবার ও জিনিসপত্র ছিল সে উটে সুয়াইবিত (রা.) আরোহিত ছিলেন। হযরত নায়ীমান (রা.) খুব রসিক সাহাবী ছিলেন। নায়ীমান (রা.) এসে বলেন– আমাকে খাবার দাও। সুয়াইবিত (রা.) বলেন– হযরত আবু বকর (রা.) না আসা পর্যন্ত আমরা খেতে বসবো না। হযরত নায়ীমান (রা.) বলেন– আমি এখনই তোমাকে খবর দেখাচ্ছি। এটা বলে তিনি একটি ব্যবসায়ী কাফেলার কাছে গেলেন।

বললেন, আমার কাছে একটা আরবী গোলাম আছে। তোমরা এটা কিনে নাও। কিন্তু সাবধান! সে বলবে, আমি স্বাধীন পুরুষ। তোমরা যদি তার কথা বিশ্বাস কর, তাহলে আমি তোমাদের মূল্য ফেরত দেয়ার দায়িত্ব নিতে পারবো না।

তারা বললো– আচ্ছা, আমরা তোমার থেকে দশটি উটের বিনিময়ে ক্রয় করছি। হযরত নায়ীমান (রা.) সুয়াইবিত (রা.)কে ধরে টেনে টেনে নিয়ে কাফেলার কাছে এসে বলেন– এই হলো সে। লোকেরা বললো, আমরা তোমাকে দশটি উটের বিনিময়ে কিনে নিয়েছি। হযরত সুয়াইবিত (রা.) বলেন, এই নায়ীমান মিথ্যা বলেছে। আমি তো স্বাধীন মানুষ। লোকেরা বললো, আমরা আগেই জেনেছি যে, তুমি এমন বলবে। হযরত নায়ীমান (রা.) সুয়াইবিত (রা.)কে তাদের হাতে তুলে দিয়ে দশটি উট নিয়ে ফিরে আসেন।

হযরত আবু বকর (রা.) কোন কাজে দূরের কোথাও গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে আসলে তাঁকে এটা জানানো হলো। তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে সেখানে গেলেন এবং উটগুলো ফেরত দিয়ে সুয়াইবিত (রা.)কে ফেরত নিয়ে আসেন। এ কাফেলা মদীনায় ফিরে গেল এবং ঘটনাটি যখন নবীজীকে জানানো হলো তখন নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও হাসলেন এবং উপস্থিত সবাই হাসতে থাকেন। [উসদুল গাবাহ : ৫ : ৩৬]

নবীজীর হাসির ধুম

হযরত আমর ইবনে ওয়াসিলা (রা.) বলেন– একদিন নবীজীর হাসির ধুম পড়ে যায়। এমনকি তিনি হাসতে হাসতে লুটোপুটি খাচ্ছিলেন। আবার বলেন, তোমরা কেন জানতে চাচ্ছ না যে, আমি কেন হাসছি?

সাহাবায়ে কেরাম বলেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই জানেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি এক জাতির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করছি, যাদেরকে জান্নাতের দিকে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল,

অথচ তারা অলসতা করছিল। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কীভাবে হয়?

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এক অনারব জাতি যাদেরকে মুহাজিরগণ বন্দী করেন। তারপর তারা ইসলাম গ্রহণ করে। অথচ তারা ইসলামকে অপছন্দ করছিল। [উসদুল গাবাহ : ৪ : ১৩৫]

হযরত উমর (রা.)-এর ভয়ে মহিলাদের দৌড় এবং নবীজীর হাসি

হযরত সাঈদ (রা.) বলেন– হযরত উমর (রা.) নবীজীর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তখন নবীজীর কাছে তাঁর স্ত্রীরা বসাছিলেন। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় খরচ বৃদ্ধির জন্য তাঁরা নবীজীর কাছে আবেদন নিয়ে আসেন। স্ত্রীদের গলার স্বর নবীজীর স্বরের চাইতে উঁচু হচ্ছিল।

হযরত উমর (রা.) ঘরে প্রবেশের অনুমতি পেয়ে গেলেন। সাথে সাথে মহিলারা পর্দার আড়ালে চলে গেলেন। এ দৃশ্য দেখে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন।

হযরত উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে সদা হাস্যোজ্জ্বল করুন। আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত হোন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি ঐসব মহিলার ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করছি, এরা আমার কাছে ছিল। যখন তোমার সাড়া পেল তখন সবাই দৌড়ে ভাগলো।

উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এঁদের তো আপনাকেই বেশি ভয় পাওয়া উচিত। তারপর উমর (রা.) ঐ মহিলাদের উদ্দেশ করে বলেন, হে নিজেদের জানের দুশমন! আমাকে ভয় পাও আর দু'জাহানের সরদার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভয় পাও না?

মহিলারা বললেন– তুমি বেশ কঠিন প্রিয় নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তুলনায়। তারপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– হে উমর! ঐ সত্তার কসম! যার আয়ত্তাধীন আমার জান, শয়তান পর্যন্ত ঐ রাস্তায় চলে না, যে রাস্তায় তুমি চল। [বুখারী : ২ : ২৯৯]

জুমার খুতবায় নবীজীর হাসি

হযরত আনাস (রা.) বলেন– নবীজী জুমার খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে হাজির হয়। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তীব্র তাবদাহ হচ্ছে, আপনি আপনার রবের কাছে বৃষ্টির জন্য দুআ করুন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাশের দিকে তাকালেন। দেখেন যে, মেঘের কোন পাত্তা নেই। তারপর তিনি বৃষ্টির জন্য দুআ করেন। আকাশে মেঘ দেখা দিল। তারপরই বৃষ্টি শুরু হলো। এত বৃষ্টি হলো যে, মদীনার অলিগলিতে, গ্রামে গঞ্জে পানি ভেসে ছুটলো। পরবর্তী জুমা পর্যন্ত বৃষ্টি হতেই থাকলো মুষলধারে।

পরের জুমায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খুতবা দিতে মিম্বারে উঠলেন তখন ঐ ব্যক্তিই নবীজীকে বললেন– হে আল্লাহর রাসূল! আমরা ডুবে গিয়েছি। আপনি আপনার রবের কাছে বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার জন্য দুআ করুন। নবীজী তাঁর দুই দিনের দুই বিপরীত দরখাস্তের জন্য মুচকি হাসলেন। তারপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করেন– হে আল্লাহ! তোমার এ বৃষ্টি আমাদের আশপাশে নিয়ে বর্ষণ কর। আমাদের এখানে আর না। তিনবার তিনি এ দুআ করেন। পরে দেখা গেল মদীনার ডানে বামে বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু মদীনায় হচ্ছে না। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর মুজিযা প্রকাশ করেন এবং তাঁর দুআ কবুল করেন। [বুখারী : ২ : ৯০০, বিদায়া : ৬ : ৭৮]

তায়েফ সফরে নবীজীর হাসি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন– নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তায়েফে ছিলেন একদিন তিনি বললেন, আমরা আগামীকাল ফিরে যাব। সাহাবায়ে কেরামদের অনেকে বলেন, আমরা ফিরে যাব না, যতক্ষণ না আমাদের বিজয় নিশ্চিত হয়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– তোমরা সকলেই লড়াই শুরু করবে। সুতরাং সকাল হতেই সাহাবায়ে কেরাম যুদ্ধ শুরু করে দেন। তুমুল যুদ্ধ হলো। অনেক মুসলমান আহত হন। নবীজী আবার বলেন– আমরা ইনশাআল্লাহ আগামীকাল ফিরে যাব। সাহাবায়ে কেরাম চুপচাপ। (কেননা, নবীজীর কথার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।) তাদের চুপ থাকা দেখে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসেন। [বুখারী : ২ : ৮৯৯]

সাহাবায়ে কেরামের প্রেরণা দেখে নবীজীর হাসি

এক যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে সাহাবায়ে কেরামকে যুদ্ধের উৎসাহ দেন। সাহাবায়ে কেরাম বলেন– হে আল্লাহর রাসূল! আমরা মুসা (আ.)-এর উম্মতের মত এ কথা বলবো না যে, আপনি এবং আপনার রব গিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করুন, আমরা ঐখানে বসে আছি। এমনকি আমরা আপনার ডানেও লড়াই করবো, বামেও লড়াই করবো, আপনার সামনেও লড়বো পেছনেও লড়বো। বর্ণনাকারী বলেন, এটা শুনে নবীজীর চেহারা মোবারক চমকাতে থাকে, যা তার আনন্দের খবরই প্রকাশ করছিল। [বুখারী : ২ : ৫৬৪]

হযরত আয়েশা (রা.)-এর পবিত্রতা ঘোষণাকারী আয়াত নাযিল হলে নবীজীর হাসি

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন– লোকেরা যখন আমার প্রতি অপবাদ আরোপ করলো। অনেকদিন পর্যন্ত এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানতে পারিনি। উম্মে মিসতাহ (রা.)-এর কাছে প্রথম শুনতে পাই। ওদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের সাথে পরামর্শ করছিলেন। লোকেরা বিভিন্ন পরামর্শ দিচ্ছিল। একদিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে আমার কাছে আগমন করেন। বলেন, তুমি যদি পবিত্র হও তবে আল্লাহ তাআলা তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করে দেবেন। আর যদি তোমার ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আল্লাহ তাআলা তোমাকে ক্ষমা করে দেবেন।

আয়েশা (রা.) বলেন– এর আগে কয়েক দিন কয়েক রাত এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে যে, আমার ঘুম নেই। শুধু কান্না আর কান্না। নবীজীর এ কথায় আমার পিতাও কোন জবাব দেননি, মাতাও না।

আয়েশা (রা.)-এর মাতা বলেন– নবীজী মজলিসে বসা ছিলেন। উঠার আগেই ওহী নাযিল শুরু হয়। শেষ হওয়ার পর নবীজী হাসতে থাকেন। সর্বপ্রথম যে কথাটি বলেন তা হলো– হে আয়েশা! আল্লাহ তাআলা তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। [বুখারী : ২ : ৫৯৫]

সূরা ফাতহ্ নাযিল হওয়ার পর নবীজীর আনন্দ

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, এক রাতে নবীজী সফরে ছিলেন। হযরত উমর (রা.) তাঁর সাথে ছিলেন। উমর (রা.) একটি বিষয়ে প্রশ্ন করলে নবীজী কোন উত্তর দিলেন না। উমর (রা.) তিনবার প্রশ্ন করেন। তারপর নবীজী চুপ থাকেন। কোন উত্তর দেননি। উমর (রা.) বলেন– আমি আমাকে পক্ষ করে বললাম, হে উমর! তোমার জন্য এটা খারাপ। কারণ, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার

কথার জবাব দেননি। আমি আমার উট খুব দ্রুত চালালাম। সব মুসলমানের আগে চলে গেলাম এই ভয়ে যে, হায়! যদি আমার ব্যাপারে কোন আয়াত নাযিল হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর এক ঘোষণাকারী আমাকে ডাকলো। মনে করলাম, বোধ হয় আমার ব্যাপারে কোন আয়াত নাযিল হয়ে গিয়েছে। আমি নবীজীর দরবারে হাজির হলাম। সালাম করলাম। তিনি বলেন– আজ আমার প্রতি একটি সূরা নাযিল হয়েছে। আর এটা পুরো দুনিয়ার চেয়ে আমার কাছে প্রিয়, যে দুনিয়ায় সূর্য উদিত হয়। তারপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেলাওয়াত করেন–

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا-

মুমিনের কাজ-কারবারে নবীজীর আনন্দ

হযরত সুহাইব ইবনে সিনান (রা.) বলেন– হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– আমি মুমিনদের কাজ-কারবারে খুব খুশি। তাদের সব কাজে কল্যাণ আর কল্যাণ। খুশির স্থলে যদি শুকরিয়া জ্ঞাপন করে, তবে তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। আর যদি তার কোন দুঃখ-কষ্ট দেখা দেয় এবং ধৈর্যধারণ করে, তবে এটাও তার জন্য কল্যাণ। [মুসলিম, রিয়াদুস্ সালিহীন : ২৬]

হযরত আবু তালহা (রা.)-এর বাগান দান করে দেয়াতে নবীজীর খুশি

হযরত আনাস (রা.) বলেন– আবু তালহা আনসারী (রা.) মদীনার সর্বাধিক এবং বৃহত্তম বাগানের মালিক ছিলেন। তাঁর 'বিরহা' নামক একটা বাগান ছিল। বাগানটি তার খুব প্রিয় ছিল। বাগানের ভেতর মিষ্ট পানির অনেক ঝরনা ছিল এবং মসজিদে নববীর পাশেই তার অবস্থান। নবীজী প্রায়ই তাঁর বাগানে গমন করতেন এবং পানি পান করতেন। যখন কুরআন মজীদের আয়াত–

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

'তোমরা তখন পর্যন্ত কল্যাণের অবস্থানে পৌঁছতে পারবে না, যতক্ষণ তোমরা তোমাদের প্রিয় জিনিস (আল্লাহর পথে) ব্যয় না করবে।' – নাযিল হলো তখন আবু তালহা (রা.) নবীজীর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলেন– আমার 'বিরহা' বাগান আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন– প্রিয় সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় কর। তাই আমার এর 'বিরহা' বাগান আল্লাহর পথে দান করে দিলাম। আপনি যেভাবে খুশি সেভাবে তা ব্যয় করুন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে খুব আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বলেন– খুব দামী সম্পদ। আমি এটা আমার আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে বণ্টন করে দেয়াটা উপযুক্ত মনে করছি। আবু তালহা (রা.) আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। [তাফসীরে ইবনে কাসীর]

হযরত উকবা (রা.)-এর প্রশ্নে নবীজীর হাসি

হযরত উকবা ইবনে হারিস (রা.) বলেন, একজন কালো বংশোদ্ভূত মহিলা এসে বললো, আমি তোমাকে এবং তোমার স্ত্রীকে দুধ পান করিয়েছি। হযরত উকবা (রা.) নবীজীর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি বললেন। (উদ্দেশ্য ছিল মাসআলা জানা যে, এ বিবাহ বৈধ কি না?) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে বললেন– তাহলে এটা কীভাবে বৈধ হবে যে, আবু ইছাবের কন্যা তোমার বিবাহে থাকবে? (অর্থাৎ তুমি তাকে তালাক দিয়ে দাও) কেননা, সে তোমার দুধ বোন। [বুখারী : ১ : ১৯/২৭৬]

জ্ঞাতব্য : এ মাসআলায় ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ আছে যে, শুধু দুধ মা'র সাক্ষি গ্রহণযোগ্য কি না?

হযরত কা'ব (রা.)-এর তওবা এবং নবীজীর আনন্দ

হযরত কা'ব (রা.)-এর তওবা হাদীসে প্রসিদ্ধ একটি ঘটনা। তিনি তাঁর ঘটনা নিজেই সবিস্তার বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন– আমি তাবুক যুদ্ধের সময়ের তুলনায় আর কখনও এত সুস্থ-সবল এবং স্বচ্ছল ছিলাম না। তখন আমার মালিকানায় দুটো উটনী ছিল। এর আগে কখনও আমার কাছে দুটো উটনী ছিল না। নবীজীর একটা রীতি ছিল যে, যখনই কোন যুদ্ধের ইচ্ছা করতেন, সাথে সাথে তা ঘোষণা করতেন না। বরং আগে এ ব্যাপারে সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করতেন। কিন্তু তাবুকের যুদ্ধে যেহেতু ভীষণ গরম পড়ে, সফরও অনেক দূরের, তাছাড়া শত্রুপক্ষের বিশাল বাহিনী। সবদিক বিবেচনা করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ঘোষণা দিলেন। যেন লোকেরা প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে পারে। সুতরাং নবীজীর সাথে মুসলমানদের বিশাল এক জামাত তৈরি হয়ে গেল। জামাত এতই বিশাল ছিল যে, তা খাতা সবার নামধাম লেখা অসম্ভব। বড় জামাত হওয়ার কারণে এটাও সম্ভব ছিল যে, যদি কেউ শরীক না হয়ে লুকিয়ে থাকতে চাইলে তা পারবে। কারণ বিশাল

জামাত। তারপর আবার সময়টা এমন যে, তখন গাছে গাছে ফল পাকছে। ইচ্ছা মতো সকালেই তৈরি হয়ে যাই। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে যায় তৈরি হতে পারলাম না।। মনে মনে ভাবলাম, আমার তো কোন সমস্যা নেই। যখন ইচ্ছা তখনই তৈরি হয়ে রওনা দিতে পারবো। তখন নবীজী রওনা হয়ে গিয়েছেন। মুসলমানরাও নবীজীর সাথে চলে গিয়েছেন। অথচ আমার প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়নি। তখন খেয়াল হলো, এক দু'দিনে তৈরি হয়ে তাদের সাথে গিয়ে মিলবো। এভাবে আজ কাল করে করে পেছনেই যেতে থাকলাম। এমনকি নবীজী তাবুকের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছেন। তখন আমি চেষ্টা করলাম তৈরি হতে। কিন্তু প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র পেলাম না। এখন আমি মদীনার এদিক ওদিক তাকাই, শুধু তাদেরকেই দেখি যারা মুনাফিকীর কলংক কপালে নিয়ে ঘুরে বা যারা মা'জুর। ওদিকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, কা'ব কোথায়? তাকে তো দেখছি না! কী হয়েছে তার? একজন জবাব দিলেন– হে আল্লাহর রাসূল! তাকে তার সম্পদ এবং সৌন্দর্যের বিলাসিতা আটকে রেখেছে।

হযরত মুয়াজ (রা.) বলেন– এটা ঠিক নয়। আমরা যেটুকু জানি, তিনি ভালো মানুষ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ থাকলেন। কিছু বললেন না। কিছু দিন পর জানলাম যে, জেহাদী কাফেলা ফিরে আসছে। তখন ভীষণ দুশ্চিন্তা আমাকে পেয়ে বসলো। মনে বিভিন্ন রকমের বানানো ওজর আপত্তি উদয় হচ্ছিল যেন নবীজী আসলে তা পেশ করতে পারি এবং পরবর্তীতে ক্ষমা চেয়ে নেব। এ ব্যাপারে আমার ঘরের লোকদের সাথে পরামর্শ করতে থাকলাম। কিন্তু যখন জানলাম নবীজী এসেই গিয়েছেন, তখন দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলাম যে, সত্য ছাড়া কিছুই আমাকে মুক্তি দেবে না। তাই সত্য সত্য বলবো।

নবীজীর অভ্যাস ছিল, সফর থেকে ফিরে প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং দু'রাকাত 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' নামায পড়তেন। তারপর কিছুক্ষণ মসজিদে অবস্থান করতেন। লোকদের সাথে সাক্ষাত করতেন।

সুতরাং অভ্যাস অনুযায়ী নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে বসে আছেন। মুনফিকরা এসে মিথ্যা সব ওজর আপত্তি পেশ করছে।

কসম খেয়ে খেয়ে বলছে। নবীজী তাদের বাহ্যিক বক্তব্য মেনে নিচ্ছেন। আসল ব্যাপার আল্লাহর হাতে সোপর্দ করছেন। এমন সময় আমিও গিয়ে হাজির হই। সালাম করলাম। নবীজী অসন্তুষ্ট চেহারায় মুচকি হাসলেন এবং এড়িয়ে গেলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! নবীজী এড়িয়ে গেলেন। আমি বললাম, আল্লাহর কসম, আমি না মুনাফিক আর না আমার ঈমানে কোন সংশয় আছে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এখানে আসো। আমি কাছে গিয়ে বসে পড়লাম। নবীজী বলেন, তোমাকে কোন জিনিস আমাদের সাথে যেতে বাধা দিয়েছে? তুমি না দুটো উটনী কিনে রেখেছিলে?

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এখন যদি আমি কোন দুনিয়াদারের কাছে বসা থাকতাম তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি যৌক্তিক ওজর পেশ করে তার রাগ থেকে বেঁচে যেতে পারতাম। আল্লাহ তাআলা আমাকে কথা বলার যোগ্যতা দান করেছেন। কিন্তু আমি এটা ভালো করেই জানি যে, আমি আপনার কাছে বসা আছি। এখন যদি আমি সত্য বলি তাহলে আপনি রাগ করবেন। কিন্তু এও জানি, আল্লাহ তাআলা আপনার এ রাগ আবার তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দেবেন। এজন্য সত্যই বলছি। আল্লাহর কসম! আমার কোন ওজর আপত্তি ছিল না। এ সময়টাতে আমি যত অবসর এবং স্বচ্ছল ছিলাম, এর আগে আর কখনও এমন ছিলাম না।

নবীজী ইরশাদ করেন– আচ্ছা, উঠে যাও। তোমার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাই সিদ্ধান নেবেন।

আমি সেখান থেকে ওঠার পর আমার অনেক লোক আমাকে বকাঝকা করলো। বললো, তুমি কি এর আগে কোন গুনাহ করোনি? তুমি যদি কোন ওজর পেশ করে নবীজীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার দরখাস্ত করতে তাহলে নবীজীর ক্ষমা প্রার্থনাই তোমার জন্য যথেষ্ট হতো। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি ছাড়া আর কোন লোক কি এমন আছে, যার সাথে এমন আচরণ করা হয়েছে? তারা বললো, আরও দু'জনের সাথে এমন আচরণ করা হয়েছে। তারাও তোমার মতো কথা বলেছে এবং তাদেরকে এমন জবাবই দেয়া হয়েছে। তাদের একজন হলেন হিলাল ইবনে রবী'। আমি দেখলাম, দু'জন ভালো লোক এবং দু'জনই বদরী সাহাবী। তারাও

আমার অবস্থার শিকার। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের তিন জনের উপর অবরোধ আরোপ করেন। কেউ আমাদের সাথে কথাবার্তা বলতে পারবে না। নিয়ম এটাই, রাগ তার উপরই আসে, যার সাথে সম্পর্ক থাকে। সাবধান তাকেই করা হয়, যার মধ্যে এ যোগ্যতা থাকে। যার ভেতর আত্মশুদ্ধি এবং কল্যাণের যোগ্যতাই নেই তাকে আবার কে শাসন করে?

হযরত কা'ব (রা.) বলেন– নবীজীর নির্দেশ শুনে সবাই আমাদের সাথে কথা বলা ছেড়ে দেয়। আমাদের থেকে দূরে দূরে চলতে থাকে। যেন দুনিয়াটাই বদলে গিয়েছে। দুনিয়া সুবিশাল এবং বিস্তৃত হলেও আমার অত্যন্ত সংকীর্ণ মনে হতে লাগল। মানুষ সব অপরিচিত লাগছিল। ঘরবাড়ি সব কেমন যেন ঠেকছিল। আমার এ ব্যাপারে ভীষণ ভয় হচ্ছিল, এখন যদি আমি মারা যাই তাহলে তো নবীজী আমার জানাযায়ও শরীক হবেন না। অথবা যদি আল্লাহ না করুন নবীজী দুনিয়া ছেড়ে চলে যান তাহলে আমরা তো চিরদিন এমনই থেকে যাব। না কেউ আমাদের সাথে কথা বলবে, আর না কেউ আমার জানাযা পড়বে। নবীজীর নির্দেশের বিরোধিতা কেউ করতে পারে না। আমরা পঞ্চাশটি দিন এভাবে কাটালাম। আমার অন্য দু'জন সাথী তো আগে থেকেই ঘরে লুকিয়ে বসে থাকে। আমি সবার মধ্যে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলাম। চলাফেরা করতাম। বাজারে যেতাম। নামাযে শরীক হতাম। কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলতো না। নবীজীর মজলিসে বসতাম। সালাম দিয়ে ভালো করে দেখতাম যে তিনি জবাব দিচ্ছেন কি না? নামাযের পর সুন্নত নামায নবীজীর পাশে দাঁড়িয়ে সম্পন্ন করতাম। আড় চোখে দেখতাম, নবীজী আমাকে দেখছেন কি না?

যখন আমি নামাযে মগ্ন তখন নবীজী আমার দিকে তাকাতেন। যখন নবীজীর দিকে আমি ফিরতাম তখন তিনি অন্য দিকে ফিরে যেতেন। মোট কথা, এমন অবস্থা চলতে থাকলো। মুসলমানদের কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়া আমার জন্য ভীষণ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়লো। আমি আবু কাতাদার বাড়ির ওয়ালের উপর চড়ে আমার প্রিয় চাচাত ভাইকে সালাম করলাম। সে আমার সালামের জবাব দিল না। আমি তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি জান না, আমার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা আছে? সে কোন উত্তর দিল না। আমি দ্বিতীয়বার কসম দিয়ে

জিজ্ঞেস করলাম, এবারও সে চুপ থাকলো। তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলে সে বললো, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই জানেন। এ কথা শুনে আমার চোখে পানি এসে গেল। আমি সেখান থেকে ফিরে এলাম। ঠিক এ সময় একদিন আমি মদীনার বাজারে যাচ্ছিলাম। এক কিবতী যে খৃষ্টান ছিল। সিরিয়া থেকে মদীনায় পণ্য বিক্রয় করতে এসেছে। সে লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করছে, কা'ব ইবনে মালিক কে? তার সাথে আমার দেখা করা দরকার।

লোকেরা আমার দিকে ইশারা করে দেখিয়ে দিল যে, সে। সে আমার কাছে আসলো। ভাস্যাগণের কাফির বাদশাহর একটা চিঠি আমাকে দিল। তাতে লেখা ছিল–

'আমরা জানতে পেরেছি, তোমাদের নেতা তোমাদের প্রতি জুলুম করছে। আল্লাহ তোমাকে অপমানের জায়গায় রাখবেন না। তোমাকে বরবাদ করবেন না। তুমি আমাদের কাছে এসে যাও। আমরা তোমার সাহায্য করবো।'

দুনিয়ার রীতি এটাই, বড় কারো পক্ষ থেকে ছোটদের প্রতি যখন কোন ধরনের শাসন করা হয় তখন অন্যরা তাকে বিভিন্নভাবে প্রশ্রয় দেয়ার চেষ্টা করে। হিতাকাঙ্ক্ষী সেজে মিষ্টি মিষ্টি কথায় তাদেরকে বিদ্রোহী করে তোলে।

হযরত কা'ব (রা.) বলেন– আমি এ চিঠি পড়ে ইন্নালিল্লাহ পড়লাম। হায়! আমি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছি যে, কাফের পর্যন্ত আমাকে কামনা করতে শুরু করেছে! আর আমাকে ইসলাম থেকে বের করে নেয়ার চেষ্টা চলছে। এটা আরেকটি মুসিবত। চিঠি নিয়ে গিয়ে চুলোয় ছুঁড়ে মারলাম। নবীজীর কাছে গিয়ে জানালাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি মুখ ফিরিয়ে নেয়ার জন্য আমার আজ এ অবস্থা। কাফেররা আমাকে জয় করার ফিকির করছে। এভাবে চল্লিশ দিন যাওয়ার পর নবীজীর একজন দূত আমার কাছে এসে বললো– নবীজী বলেছেন, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে দাও। আমি জিজ্ঞেস করলাম– কি তালাক দিয়ে দেব? তিনি বললেন– না, আলাদা থাক। অন্য দু'জনকে একই নির্দেশ দেয়া হলো। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, তুমি তোমার পিত্রালয়ে চলে যাও। যতক্ষণ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোন সিদ্ধান্ত না আসে ততক্ষণ সেখানেই থাকবে।

হিলাল ইবনে উমাইয়া (রা.)-এর স্ত্রী নবীজীর দরবারে উপস্থিত হলেন। বললেন– হিলাল একদম বৃদ্ধ লোক। তার দেখাশুনার আর কেউ থাকবে না। ফলে শরীর খারাপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আপনি যদি অনুমতি দেন এবং মর্জি হয় তবে আমি তার খেদমত করবো।

নবীজী বলেন, কোন অসুবিধা নেই। তবে সহবাস করবে না।

তিনি বলেন– হে আল্লাহর রাসূল! এদিকে তারও তেমন কোন আকর্ষণ নেই। যেদিন থেকে এ অবস্থা শুরু হয়েছে, আজ পর্যন্ত তিনি শুধু কান্নাকাটি করেই কাটিয়েছেন।

হযরত কা'ব (রা.) বলেন– আমাকেও বলা হলো, তুমিও যদি হিলাল (রা.)-এর মত নবীজী কাছে অনুমতি চাও তবে হয়তো অনুমতি পেয়ে যেতে পার।

আমি বললাম, সে তো বৃদ্ধ। আর আমি তো জোয়ান। না জানি কী জবাব আসবে। তাই আমি আর সাহস করিনি। এরপর এভাবে আরো দশ দিন অতিবাহিত হলো। অবরোধ অবস্থায় মোট পঞ্চাশ দিন চলে গেল। পঞ্চাশতম দিন ফজরের নামায পড়ে আমি খুব চিন্তিত অবস্থায় আমার বাড়ির ছাদে বসে আছি। পৃথিবী আমার জন্য খুব সংকীর্ণ ছিল। জীবন অতীষ্ট হয়ে ওঠেছিল। ঐ সময় সিলা' পাহাড়ের চূড়া থেকে এক লোক উচ্চ আওয়াজে ঘোষণা করলো, হে কা'ব! তোমার সুসংবাদ।

এটা শুনেই আমি সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম। আর আনন্দের আতিশয্যে কাঁদতে লাগলাম। অনুভব করলাম, সংকীর্ণতা দূর হয়ে গিয়েছে। নবীজী ফজরের নামাযের পর ক্ষমার কথা ঘোষণা করেন। ফলে এক ব্যক্তি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে তা জানিয়ে দেয়। তিনিই প্রথম ঘোষণাকারী। এরপর একজন ঘোড়ায় চড়ে দ্রুতগতিতে আমার কাছে আসেন। আমি যে কাপড় পরিধান করেছিলাম, তা খুলে সুসংবাদ দানকারীকে উপহার প্রদান করলাম। আল্লাহর কসম! আমার এ দুটো কাপড় ছাড়া আর কোন কাপড় ছিল না। তারপর আমি অন্যের কাপড় চেয়ে পরিধান করলাম এবং নবীজীর দরবারে হাজির হলাম। তেমনি অন্য দু'জনের কাছেও সংবাদ বাহক গেলেন। আমি যখন মসজিদে নববীতে হাজির হলাম, তখন নবীজীর কাছে থাকা সবাই আমাকে মোবারকবাদ দেয়ার জন্য আসলেন।

সবার আগে আবু তাহলা (রা.) মোবারকবাদ জানান। মুসাফাহা করেন, যা সব সময় আমার মনে থাকবে। আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে গিয়ে সালাম জানালাম। নবীজীর চেহারা মোবারক উজ্জ্বল হয়ে গেল। আনন্দের আলামত চেহারায় ফুটে উঠছিল। আনন্দের সময় তাঁর চেহারা চাঁদের মতো চমকাতে থাকে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার তওবার পূর্ণতা আমি আমার সব সম্পত্তি আল্লাহর রাস্তায় দান করতে চাই। সব আল্লাহর রাস্তায় দান করলাম।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাতে তোমার চরম সংকীর্ণতা দেখা দেবে। কিছু অংশ নিজের কাছে রেখে দাও।

আমি বললাম, আচ্ছা। খায়বারের অংশ রেখে দিলাম। সত্যই আমাকে মুক্তি দিয়েছে। তাই আমি অঙ্গীকার করেছি, সর্বদা সত্য কথা বলবো।

হযরত সালামা (রা.)-এর শপথ এবং নবীজীর হাসি

হযরত সালামা (রা.) বলেন– আমরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হুদাইবিয়াতে আসলাম। আমাদের জামাতে চৌদ্দশ' লোক ছিলেন। এক জায়গায় আমরা অবস্থান নিয়ে তাঁবু টানালাম। নবীজী শপথ গ্রহণের জন্য ডাকলেন। একটি গাছের নীচে আমি প্রথম জামাতের সাথে শপথ নিলাম। দ্বিতীয় জামাত যখন শপথ নিতে গেল, নবীজী বললেন– হে সালামা! আসো, শপথ নাও। আমি বললাম– হযরত! আমি শপথ নিয়ে নিয়েছি। তিনি বলেন– আবার নাও। আমি আবার শপথ নিলাম। তারপর সবাই দলে দলে শপথ নিতে থাকেন। যখন শেষ জামাত আসলো, তখন নবীজী বলেন– সালামা! আসো, শপথ নাও।

হযরত! আমি দু'বার শপথ নিয়েছি। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবার নাও। আমি তৃতীয়বার শপথ নিলাম। তারপর নবীজী আমাকে তলোয়ারের একটা খাপ উপহার দিলেন। তারপর একদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন– সালামা! তোমার তলোয়ারের খাপটি কোথায়? আমি বললাম, হযরত! আমি তো সেটা আমিরকে দিয়ে দিয়েছি।

এটা শুনে নবীজী হেসে দেন এবং বলেন– তোমার উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মতো যে এই দুআ করে, হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমার প্রিয় জিনিস কামনা করছি যা আমার কাছে আমার জীবন থেকে প্রিয় হবে। (যখন সে পেয়ে গেল তখন তা কাউকে দান করে দিল।) [ইবনে কাসীর : ৪ : ২২৮]

সাহাবায়ে কেরামের ঝাড়ফুকের ঘটনায় নবীজীর হাসি

হযরত আবু সাঈদ (রা.) বলেন– নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একদল সাহাবী এক সফরে গেলেন। একটি গোত্রে গিয়ে তারা অবস্থান নিলেন। সাহাবায়ে কেরাম তাদের কাছে খাবারের চাহিদা পেশ করেন। তারা অস্বীকৃতি জানাল। ঘটনাক্রমে গোত্রটির নেতাকে বিচ্ছু কামড় দিল। লোকেরা তার চিকিৎসার জন্য অনেক কিছু করলো। কিন্তু কাজে আসলো না। তাদের একজন বললো, তোমরা যদি ঐসব লোকদের কাছে যেতে যারা এখানে এসে তাঁবু ফেলেছে। হতে পারে তাদের কাছে এমন কিছু আছে যা তাকে সুস্থ করে তুলবে।

তখন তারা সাহাবায়ে কেরামের কাছে আসলেন এবং বললেন– হে লোকেরা! আমাদের নেতাকে বিচ্ছু কামড়েছে। আমরা অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোন উপকার হলো না। তোমাদের কাছে কি কিছু আছে?

একজন বলেন– আমি ঝাড়ফুক জানি। কিন্তু তোমরা তো আমাদেরকে খাবার পরিবেশন করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছো। আল্লাহর কসম! আমিও বিনিময় ছাড়া ঝাড়ফুক করবো না।

তারা এক পাল ছাগল বিনিময় দেয়ার কথা বললো।

আমাদের একজন গিয়ে সূরা ফাতেহা পড়ে ফুঁক দিতে শুরু করেন। এমনকি লোকটি সুস্থ হয়ে গেল। তারা ওয়াদাকৃত একপাল ছাগল সাহাবায়ে কেরামের কাছে অর্পণ করলো। তারা ছাগলগুলো নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নি। কিন্তু ফুঁক দানকারী সাহাবা বললেন– এমন করো

না, (হতে পারে এমন বিনিময় নেয়া জায়েয নেই)। বরং নবীজীর কাছে জিজ্ঞেস করে নাও। এ জামাত যখন নবীজীর দরবারে উপস্থিত হলো, তখন তাঁরা পুরো ঘটনা খুলে বললেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কীভাবে জানলে যে, সূরা ফাতেহা ফুঁক দেয়ার কাজ দেয়? আচ্ছা যাক, তোমরা যা করেছ তা ঠিক করেছো। যাও, এগুলো নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নাও এবং বণ্টন করতে আমাকেও শামিল করবে। এটা বলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসতে থাকেন। [বুখারী, তরজুমানুস্ সুন্নাহ]

হযরত আদী (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণে নবীজীর আনন্দ

হযরত আদী ইবনে হাতিম (রা.) বর্ণনা করেন, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাজির হলাম। তিনি মসজিদে অবস্থান করছিলেন। লোকেরা আমাকে দেখে বলে যে, ইনি হচ্ছেন 'আদী'। আদী বলেন, আমি নবীজীর দরবারে হঠাৎই এসেছিলাম। আমার কাছে কোন ধরনের অনুমতিপত্র ছিল না। যখন আমি নবীজীর সামনে উপস্থিত হলাম, নবীজী আমার হাত ধরে ফেলেন। আমি আগেই খবর শুনেছি যে, তিনি বলেছেন– আমার আশা, আল্লাহ তাআলা তার হাত আমার হাতে দিয়ে দেবেন। আদী (রা.) বলেন– নবীজী আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে যান। তখনই একজন মহিলা এক শিশু নিয়ে আসলেন। মহিলা নবীজীকে বললেন, আপনার সাথে আমার প্রয়োজন আছে। নবীজী এটা শুনে তার সাথে চললেন। তার প্রয়োজন মিটিয়ে তিনি ফিরে এসে আমার হাত চেপে ধরেন। আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। খাদেমা বসার জন্য গদি বিছিয়ে দিল। নবীজী তাতে বসলেন। আমি তাঁর সামনে বসে পড়লাম। প্রথমেই তিনি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করেন। তারপর তিনি বলেন– হে আদী! কোন ব্যাপারটি তোমাকে ইসলাম থেকে বাধা দিচ্ছে? এ কথা বলতে তোমাকে কে বাধা দিচ্ছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তুমি কি

জান যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ আছে?

আমি বললাম, না।

এরপর অনেকক্ষণ তিনি আমার সাথে কথাবার্তা বলেন। পরে বলেন– তুমি কি 'আল্লাহ মহান' (الله اكبر) বলা থেকে ভাগতে চাও? তোমার জ্ঞানে আল্লাহ তাআলার চেয়ে বড় আর কেউ আছে?

আমি বললাম, না।

নবীজী বলেন– ইহুদীদের প্রতি আল্লাহর গযব পতিত হয়েছে। খৃষ্টানরা একদম নিম্নশ্রেণীর পথভ্রষ্ট।

আমি বললাম, আমি তো সঠিক ধর্মের অনুসারী হচ্ছি।

আদী বলেন– আমি দেখলাম, নবীজীর চেহারা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তারপর তিনি আমাকে এক আনসারী সাহাবীর মেহমান করে দিলেন। [তিরমিযী, তরজুমানুস্ সুন্নাহ : ৪ : ৪৯০]

হযরত উম্মে আয়মান (রা.)-এর কাজে নবীজীর হাসি

হযরত উম্মে আয়মান (রা.) বলেন– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাতে ঘুম থেকে ওঠেন। ঘরের কোণায় রাখা মাটির পাত্রে প্রশ্রাব করেন। ঐ রাতে আমি হঠাৎ উঠলাম। তখন আমার পিপাসা লাগছিল। ঐ পাত্রে যা ছিল তা পান করলাম। আমার জানা ছিল না যে, তাতে নবীজীর প্রস্রাব ছিল। সকাল হলে নবীজী বলেন– উম্মে আয়মান! যাও ঐ পাত্রে যা আছে তা ফেলে দাও।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, হায় আল্লাহ! আমি তো রাতে এর সবই পান করে নিয়েছি।

এটা শুনে নবীজীর চেহারায় মুচকি হাসি ফুটে উঠলো। এমনকি তাঁর দাঁত মোবারক পর্যন্ত দেখা গেল। তারপর নবীজী বলেন– যাও, তোমার পেটে

কখনও ব্যথা বেদনা বা কষ্টদায়ক কিছু হবে না। [হাকীম, দারাকুতনী, তাবারানী, আবু নাঈম, শরহচ্ছুন্নাহ : ৪ : ১৩১]

জ্ঞাতব্য : দারাকুতনী বলেন– হাদীসটি হাসান সহীহ্। নববী (রহ.) বলেন– কাজী হুসাইন বলেন, নবীজীর শরীর থেকে নির্গত সবকিছু পবিত্র। আল্লামা আইনী বলেন– ইমাম আবু হানীফা (রহ.) একই মত ব্যক্ত করেছেন। ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন– নবীজীর শরীর থেকে নির্গত সবকিছুর পবিত্রতার পক্ষে অনেক দলিল প্রমাণ রয়েছে। সহীহ্ বুখারীর বিখ্যাত আরেক ব্যাখ্যাকার আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) বলেন– এ সম্পর্কে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আমার আকীদা হলো, এ ক্ষেত্রে নবীজীকে অন্যদের সাথে তুলনা করা যাবে না। অন্যদের শরীর থেকে নির্গত সব কিছু যেহেতু নাপাক, সে হিসেবে নবীজীর এগুলোকে নাপাক বলে দেয়া ভিত্তিহীন কথা হবে। যারা এর বিরোধী আমি তাদের কথা শুনতে নারাজ। [উমদাতুল কারী : ১ : ৭৭৮]

হযরত তামীমে দারী (রা.)-এর ইসলাম ও দাজ্জালের ঘটনার ব্যাপারে নবীজীর হাসি

ফাতেমা ইবনে কায়েস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি নবীজীর ঘোষণাকারীদের থেকে শুনেছি, তারা ঘোষণা করছে যে, এসো নামায শুরু হয়ে যাচ্ছে। আমি নামাযের জন্য বের হলাম। নবীজীর সাথে নামায আদায় করলাম। তিনি নামায শেষ করে মিম্বরে বসে গেলেন। তখন তাঁর চেহারায় মুচকি হাসির ঝলক ছিল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– সবাই যার যার জায়গায় বসে থাক। তারপর বলেন– তোমরা কি জান, তোমাদেরকে কেন একত্রিত করেছি?

সবাই বললেন, আল্লাহ আর আল্লাহর রাসূলই ভালো জানেন।

নবীজী ইরশাদ করেন– আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে সম্পদ বণ্টনের জন্য একত্রিত করিনি, জেহাদে অংশ নেয়ার জন্যও নয়।

তোমাদেরকে শুধু এজন্য একত্রিত করেছি যে, তামীমে দারী আগে খৃষ্টান ছিলেন। তিনি এসে মুসলমান হয়ে গিয়েছেন এবং আমাকে একটি ঘটনা বলেছেন। যদ্বারা দাজ্জালের ব্যাপারে তোমাদেরকে বলা আমার বর্ণনার সত্যায়ন হয়ে যাবে। তিনি বলছেন– তিনি একটি সমুদ্রযানে আরোহণ করেন। তাঁর সাথে 'লাহ্‌ম' এবং জুবাম গোত্রের আরও বিশজন লোক ছিলেন। সামুদ্রিক ঝড় এক মাস পর্যন্ত তাদের সাথে তামাশা করতে থাকে। পরিশেষে তারা পশ্চিম দিকে একটা দ্বীপ দেখতে পান। যা দেখে তারা খুব আনন্দিত হন। ছোট বাহনে চড়ে তারা ঐ দ্বীপে অবতরণ করেন। সামনে তাদের দৃষ্টি পড়ল জানোয়ার আকৃতির এক প্রাণীর দিকে। যার পুরো শরীর জুড়ে লোম আর লোম। লোমের কারণে তার গোপনাঙ্গ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না। লোকেরা তাকে বললো– হে হতভাগা! তুই আবার কেমন বালা?

সে বললো, আমি দাজ্জালের গোয়েন্দা। চলো ঐ গীর্জায় তাকে দেখতে পাবে, যার অপেক্ষা তোমরা করছো। তামীমেদারী বলেন– যখন সে এক লোকের কথা বললো, তখন আমাদের ভয় হলো, সে আবার কে? কোন জিন না তো? আমরা লাফ দিয়ে গীর্জায় গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে আমরা বিশালকায় এক লোককে দেখতে পেলাম। এর আগে আমরা কখনও এমন লোক দেখিনি। তার হাত ঘাড়ের সাথে মিলিয়ে এবং তার পা হাঁটু থেকে গোড়ালী পর্যন্ত লোহার শিকল দিয়ে খুব মজবুতভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে। আমরা তাকে বললাম, তুই ধ্বংস হয়ে যা। তুই কে?

সে বললো– তোমরা তো আমার ব্যাপারে কিছু না কিছু জান। এখন বলো, তোমরা কারা?

তাঁরা বললেন, আমরা আরবের বাসিন্দা। আমরা একটা বড় জাহাজে সফর করছিলাম। সামুদ্রিক ঝড় এলো এবং তা এক মাস স্থায়ী হলো। তারপর আমরা এ দ্বীপে এসে উঠি। এখানে এসে আমরা একটা জানোয়ার দেখতে পাই। যার পুরো শরীরে লোম আর লোম।

সে বললো, আমি গোয়েন্দা। সে আমাদেরকে বললো, চলো ঐ গীর্জার দিকে যাই। সেখানে তোমরা একজনকে দেখতে পাবে। তাই আমরা যথাশীঘ্র তোমার কাছে আসি।

সে বললো, আচ্ছা, তোমরা বল তো (শামের এক বস্তি) 'বিসান' এলাকায় খেজুর গাছে ফল আসে কি না?

আমরা বললাম, হ্যাঁ, আসে।

সে বললো, ঐ সময় নিকটবর্তী যখন সেসব গাছে ফল আসবে না। তারপর সে বললো, আচ্ছা, তাবরিয়া উপসাগরের ব্যাপারে বলো, তাতে কি পানি আছে?

আমরা বললাম, তাতে অনেক পানি আছে।

সে বললো, ঐ সময় নিকটবর্তী যখন তাতে পানি থাকবে না। সে বললো, সিরিয়ার এক গ্রাম 'যাবার'-এর ঝরনার ব্যাপারে বলো। তাতে পানি আছে কি না? ঐ গ্রামের লোকেরা তাদের ক্ষেতে ঐ ঝরনার পানি ব্যবহার করে কি না?

আমরা বললাম, তাতে অনেক পানি আছে। গ্রামবাসীরা ঐ ঝরনার পানি থেকে তাদের ক্ষেতে পানি প্রয়োগ করে।

সে বললো, আচ্ছা, 'নাবিয়্যুল আমীন'-এর কিছু হাল অবস্থা শোনাও।

আমরা বললাম, তিনি মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে এসেছেন।

সে জিজ্ঞেস করলো, আরবের লোকেরা তার সাথে যুদ্ধ করেছে?

আমরা বললাম, হ্যাঁ।

সে বললো, আচ্ছা তাহলে ফলাফল কী হলো?

আমরা বললাম, তিনি তো তাঁর আশপাশের এলাকা জয় করে ফেলেছেন। লোকেরা তাঁর অনুসারী হয়ে গিয়েছে।

সে বললো, শোন! তাঁর ব্যাপারে এটাই ভালো যে, তাঁর অনুসারী হয়ে যাওয়া।

এখন আমি তোমাদেরকে আমার ব্যাপারে বলছি। আমি মসীহে দাজ্জাল। সে সময় নিকটবর্তী যখন আমাকে এখান থেকে বের হয়ে পড়ার অনুমতি দেয়া হবে। আমি বের হয়ে পুরো পৃথিবী ঘুরবো। চল্লিশ দিনের মধ্যে কোন অঞ্চলে আমার প্রবেশ হয়নি এমন জায়গা থাকবে না মক্কা মদীনা

ছাড়া। কেননা, এ দু'জায়গায় আমার প্রবেশ নিষেধ। আমি যখন এ দুটো এলাকার কোন অঞ্চলে প্রবেশ করতে চাইবো তখন একজন ফেরেশতা খোলা তলোয়ার নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে যাবেন এবং প্রবেশে বাধা দেবেন। এ দুটো এলাকার অলিতে গলিতে ফেরেশতারা লোকদের হেফাজতের কাজে নিয়োজিত থাকবেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর লাঠি দিয়ে মিম্বরে আওয়াজ করে বলেন– ঐ তাইয়িবাহ হলো এ মদীনা। এটা নবীজী তিনবার বলেন। শোন! আমি কি তোমাদেরকে এ ঘটনা বর্ণনা করিনি? সবাই বললেন, হ্যাঁ। আপনি বলেছিলেন। তারপর বলেন, ঐ সিরিয়ার সাগর অথবা ইয়ামান সাবার পশ্চিম দিকে অবস্থিত। নবীজী ঐদিকে হাত দিয়ে ইশারা করেন। [মুসলিম, আবু দাউদ, তরজুমানুস্ সুন্নাহ : ৪ : ৪১১]

এক গ্রাম্য লোকের কথায় নবীজীর হাসি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ আনাবিহী থেকে বর্ণনা করেন, আমরা মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা.)-এর কাছে ছিলাম। ঐ মজলিসে লোকেরা হযরত ইসমাঈল (আ.)কে জবাই করার ঘটনা আলোচনা করছিল। তখন হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বলেন, তোমরা সবাই চুপ হয়ে যাও। আমি বলছি শোন! আমরা একবার নবীজীর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি আসলো। সে বললো, হে দুই জবাইকৃতের সন্তান! আল্লাহ তাআলা আপনাকে যা কিছু দান করেছেন তা থেকে গুনে আমাকেও দান করুন।

এটা শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দেন। লোকেরা বললো, 'দুই জবাইকৃত'-এর ব্যাখ্যা কী?

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বলেন– যখন আবদুল মুত্তালিব যমযম কূপের সন্ধান করছিল, তখন সে কসম করেছিল যে, যদি কূপটি পেয়ে যাই তাহলে আমি

আমার এক ছেলে আল্লাহর নামে কুরবানী করবো। কূপের সন্ধান পেয়ে যাওয়ার পর লটারী করা হলো। এতে নবীজীর পিতা আবদুল্লাহর নাম এলো। পরিশেষে তাঁর বদলে একশ' উট কুরবানী করা হলো। দ্বিতীয় জবাইকৃত ব্যক্তি হলেন ইসমাঈল (আ.)। [ইবনে জরির, ইবনে কাসীর : ৪ : ২৪]

উম্মতকে দেখে নবীজীর হাসি

হযরত আনাস (রা.) বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুশয্যায় শায়িত। সোমবার দিন তিনি হুজরার পর্দা ওঠালেন। আবু বকর (রা.)কে দেখলেন। তিনি নামাযে ইমামতি করছেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন– আমি নবীজীর চেহারার দিকে তাকালাম। মনে হলো যেন রূপার পত্র। তিনি তখন হাসছিলেন। আমরা নামায ছেড়ে দিতে চাচ্ছিলাম। তাঁর সুস্থতার খুশিতে মন ভরে গিয়েছিল। তারপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্দা ফেলে দেন। ঐ দিনই তিনি এ নশ্বর দুনিয়া ছেড়ে তাঁর মহান রবের সান্নিধ্য লাভ করেন। [বিয়াদুন্নাজরা ফী মানকি বিল্ আশারা : ১ : ২৩৮]

হযরত সাওয়াদ ইবনে কারিব (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণে নবীজীর আনন্দ

একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত উমর (রা.) একদিন মসজিদে লোকদের সাথে বসে ছিলেন। এক ব্যক্তি উমর (রা.)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলো। উমর (রা.)কে বলা হলো, আপনি কি লোকটিকে চেনেন? তিনি বলেন– আমি জানতে পেরেছি এক ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা অদৃশ্য খবরের মাধ্যমে নবীজীর পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর নাম সাওয়াদ ইবনে কারিব। তিনি তাঁর গোত্রের সরদার। আমি তাকে দেখিনি। যদি সে জীবিত থাকে, তবে এই সেই ব্যক্তি হবে। তারপর হযরত উমর তাঁকে ডেকে বললেন– তুমি কি সাওয়াদ ইবনে কারিব?

সে বললো, হ্যাঁ।

হযরত উমর তাকে বলেন– তুমি তোমার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি একটু শোনাও। সে বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি এক রাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে আছি। আমার কাছে আমার এক নারী জিন আসলো। সে পা দিয়ে নাড়িয়ে আমাকে জাগালো। বললো, হে সাওয়াদ ইবনে কারিব! ওঠো, চিন্তা কর! গবেষণা কর। তোমার বুদ্ধি আছে। লুয়াই ইবনে গালিব বংশে একজন নবী প্রেরিত হয়েছেন যিনি লোকদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন। তাঁর ইবাদতের প্রতি দাওয়াত দেন। তারপর সে এ কবিতা আবৃতি করে–

عَجِبْتُ لِلْجِنِّ وَلِجَسَا سِهَا o وَشَاهَدَ هَا الْعَيْسُ
بِاَحْلَا سِهَا تَهْوِىْ اِلٰى مِلَّةٍ تَبْقِى الْهُدٰى o مَا خَيْرُ
الْجِنِّ كَاَنْجَا سِهَا فَارْحَلَ اِلَى الصَّفْوَةِ مِنْ هَاشِمٍ
o وَاِسْمُ بَغْيَتِكَ اِلٰى رَأْسِهَا

সে আবার দ্বিতীয় রাতে এলো। একই কথা বললো। তৃতীয় রাতেও এসে এসব কথা বললো। সাথে সাথে এ কবিতাও আবৃতি করে। এতে

ইসলামের প্রতি আমার ভালোবাসা জন্মে যায়। সকালেই আমি সফরের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে মক্কার উদ্দেশে রওনা দিলাম। রাস্তায় খবর পেলাম যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো মদীনায় হিজরত করে গিয়েছেন। তখন সেখান থেকেই মদীনার উদ্দেশে চললাম।

সেখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, নবীজী কোথায়? লোকেরা বললো, মসজিদে। আমি মসজিদে গেলাম। নবীজী আমাকে দেখে বললেন, কাছে আসো। বারবার তিনি এ কথা বলেন। আমি তাঁর সামনে গিয়ে বসলাম। তিনি বলেন– তোমার ঘটনাটি বর্ণনা কর। আমি ঘটনা বলে মুসলমান হয়ে গেলাম। নবীজী এবং মুসলমানরা ঘটনা শুনে খুশি হলেন। নবীজীর চেহারায় তাঁর খুশির বার্তা প্রকাশ করছিল। এটা শুনে হযরত উমর (রা.) উঠলেন। তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন– আমার ইচ্ছা, আমি ঘটনাটি তোমার মুখ থেকে শুনবো। এখনও কি এ ধরনের স্বপ্ন দেখ। তিনি বলেন– যেদিন থেকে কুরআন পড়া শুরু করেছি, সেদিন থেকে আর দেখি না। [রিয়াদুন্নাজিরা ফী মানাকিবিল আশারা : ১ : ৩২৬]

হযরত আবু বকর (রা.)-এর অত্যধিক আমল দেখে নবীজীর হাসি

হযরত আবু উমামা (রা.) বলেন– একদিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের মধ্যে কে রোজা অবস্থায় সকাল বেলায় উঠেছে? সবাই চুপ। আবু বকর (রা.) বলেন– হে আল্লাহর রাসূল! আমি। তারপর নবীজী বলেন, আজ কে মিসকীনকে দান করেছে? সবাই চুপ। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন– হে আল্লাহর রাসূল! আমি। আবার নবীজী জিজ্ঞেস করেন, আজ কে জানাযার সাথে সাথে চলেছে? সবাই চুপ। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন– হে আল্লাহর রাসূল! আমি। নবীজী হেসে দিলেন। বললেন, ঐ সত্তার কসম! যিনি আমাকে অধিকার দিয়ে প্রেরণ করেছেন। এসব বৈশিষ্ট্য আজ যার মধ্যে একত্রিত হয়ে গিয়েছে সে নিশ্চিত জান্নাতে প্রবেশ করবে। [রিয়াদুন্নাজিরা ফী মানাকিবিল আশারা : ১৭৪]

সাহাবাদের বৃষ্টির কারণে লুকানো দেখে নবীজীর হাসি

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন– লোকেরা নবীজীর কাছে এসে খরা এবং অনাবৃষ্টির কথা জানালো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহে মিম্বর নিয়ে রাখার নির্দেশ দিলেন। মিম্বর সেখানে রাখা হলো। সবাই বের হলেন। তিনি মিম্বরে উঠে মহান আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করেন। তারপর বলেন– তোমরা বলেছ, খরা দেখা দিয়েছে, বৃষ্টি হচ্ছে না। আর আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন– তোমরা দুআ কর, আমি কবুল করবো। তারপর বলেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ o اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِo لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ-

এরপর বলেন, আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ করুন এবং বৃষ্টিকে উপকারী করে দিন। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত উঁচু করতে থাকেন। এমনকি তাঁর বগলের শুভ্রতা প্রকাশ পেতে লাগলো। তারপর লোকদের দিকে ফিরলেন। নিজের চাদর উল্টিয়ে নিলেন। মিম্বর থেকে নেমে দুই রাকাত ইসতিস্কার নামায আদায় করেন। সাথে সাথে আকাশে মেঘ দেখা দিল। বিজলী চমকাতে লাগলো। বজ্রধ্বনি হতে থাকলো। তারপর আল্লাহর নির্দেশে বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকে। এত বৃষ্টি হলো যে, নবীজী মদীনার মসজিদে আসার আগেই নালাগুলো ভেসে গেল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে দেখলেন, তারা দ্রুত বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য দৌড়াতে লাগল। তাদের দৌড় দেখে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসছিলেন। এত হাসলেন যে তাঁর দাঁত মোবারক দেখা যাচ্ছিল। [আবু দাউদ, আসারুস্ সুনান : ৩২৫]

এক গ্রাম্য লোকের কথা শুনে নবীজীর হাসি

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন– একদিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেহেশতের আলোচনা করছিলেন। নবীজীর কাছে একজন গ্রাম্য লোক বসা ছিল। তিনি বলেন– এক ব্যক্তি বেহেশতে বলবে, হে আল্লাহ! আমি কৃষি কাজ করতে চাই। তাকে বলা হবে, এ জান্নাতে তোমার জন্য যাই চাইবে তা পাবে না। সে বলল, অবশ্য সবকিছু থাকবে। আমি কৃষি কাজ পছন্দ করি। বীজ বপন করা হলে মুহূর্তেই ফসল পেকে যাবে এবং তা পরিচ্ছন্ন হয়ে স্তূপাকারে জমা হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলবেন– হে আদম সন্তান! তোমার কি তৃপ্তি মেটেনি? এটা শুনে এক গ্রাম্য লোক বললো, এ চাহিদা তো শুধু কুরাইশ ও আনসারদের থাকবে। কেননা, তারা কৃষিজীবী। আমরা তো কৃষিজীবী নই। এটা শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দেন। [বুখারী, আত্ তাযকিরা লিল কুরতুবী : ৫৩৩]

এক ইহুদীর কথা শুনে নবীজীর হাসি

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন– নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– কিয়ামতের দিন ভূমি একটা রুটির মত হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা সেটাকে এক হাতে তুলে নিবেন। তোমরা যেভাবে সফরে হাতে রুটি নাও। তা দিয়ে জান্নাতবাসীদেরকে মেহমানদারী করা হবে। একজন ইহুদী আসলো। সে বললো, হে আবুল কাসিম! আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি বরকত নাযিল করুন। আমি আপনাকে কি বলবো যে জান্নাতীদেরকে কিয়ামতের দিন কী দিয়ে মেহমানদারী করা হবে?

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– বলো।

সে বললো, কিয়ামতের দিন পুরো ভূমি একটা রুটি হয়ে যাবে। যেমন আপনি একটু আগে বলেছেন। তার কথা শুনে তার দিকে তাকিয়ে নবীজী

হেসে দেন। এমনকি তাঁর দাঁত মোবারক দেখা গেল। তারপর সে বললো, জান্নাতীদের তরকারী কী হবে বলবো?

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বলো।

সে বললো, ষাড় এবং মাছের কলিজা দিয়ে কাবাব বানিয়ে পরিবেশন করা হবে। যা সত্তর হাজার মানুষ মিলে খাবে। [বুখারী, মুসলিম, আত্-তাযকিরাহ লিল কুরতুবী : ৪০১]

আল্লাহর পরিচয় লাভকারী আধ্যাত্মিক লোকদের সম্মানের ব্যাপারে নবীজীর হাসি

হযরত আনাস (রা.) বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা যখন সব মানুষকে একত্রিত করবেন, তখন আরশের নীচ থেকে আওয়াজ আসবে, আল্লাহর মারিফত লাভকারীরা কোথায়? কোথায় সৎকাজে অগ্রাগামী লোকেরা? কিছু লোক দাঁড়িয়ে যাবে। তারা আল্লাহর সামনে গিয়ে হাজির হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা সবকিছু জানা সত্ত্বেও জিজ্ঞাসা করবেন, তোমরা কারা? তারা বলবে, আমরা আপনার মারিফতলাভকারী। আর তুমিই এটা আমাদেরকে দান করেছো। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমরা সত্য বলছ। তারপর তাদেরকে বলা হবে, যাও, আমার রহমতে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর।

তাদের প্রতি এ সম্মান দেখে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন। তারপর বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে কিয়ামতের দিনের কঠিন অবস্থা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তোমাদের প্রতি মোবারকবাদ। [কুরতুবী ফীত্ তাযকিরাহ : ৪৩৫]

মা আমেনার ঈমানের জন্য নবীজীর হাসি

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হজ করেছি। তিনি জুহুনের ঘাঁটির পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় কাঁদছিলেন। খুব চিন্তিত ছিলেন। আয়েশা (রা.) বলেন– তাঁর কান্না দেখে আমিও কাঁদতে লাগলাম। তিনি বাহন থেকে নামলেন। বললেন, আয়েশা! আমাকে ধর! আমি তাঁকে ধরে উটের সাথে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিলাম। অনেকক্ষণ তিনি আমার থেকে দূরে বসে থাকলেন। তারপর ফিরে আসলেন। তখন তাঁকে আনন্দিত দেখাচ্ছিল। তিনি হাসছিলেন। আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত হোন। আপনি যখন অবতরণ করলেন তখন কাঁদছিলেন। আর আমিও আপনার কারণে কাঁদতে থাকি। এখন আপনি হেসে হেসে আসছেন, ব্যাপার কী?

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– আমি আমার মা আমেনার কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। আল্লাহ তাআলার কাছে তাঁকে জীবিত করে দেয়ার জন্য দুআ করলাম। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জীবিত করে দেন। তিনি আমার প্রতি ঈমান আনেন। তারপর আবার তাঁকে মৃত করে দেন। [কুরতুবী ফীত্ তাযকিয়াহ : ১৬]

জ্ঞাতব্য : উলামায়ে কেরাম হাদীসটি জাল হাদীস বলে আখ্যা দিয়েছেন। মুসলিম শরীফে এর বিপরীত হাদীস এসেছে। তারপর আবার সনদে অপরিচিত রাবী রয়েছেন।

হযরত উমর (রা.)কে দেখে নবীজীর হাসি

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর (রা.)-এর দিকে তাকান এবং মুচকি হাসেন। তারপর বলেন– হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি জান, তোমার দিকে তাকিয়ে আমি কেন হাসলাম?

হযরত উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– আরাফাতের রাতে আল্লাহ তাআলা তোমার দিকে দয়া ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং তোমাকে ইসলামের চাবি বানিয়ে দিয়েছেন। [রিয়াজুন্নাজিরা ফী মানাকিবিল আশারা : ১ : ৩০৮]

খাবারে বরকত দেখে নবীজীর হাসি

হযরত আবদুর রহমান তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, এক যুদ্ধে আমরা নবীজীর কাছে উট জবাই করার অনুমতি প্রার্থনা করি। তিনি অনুমতি দেয়ার ইচ্ছা করলেন। হযরত উমর আসলেন এবং বললেন– হে আল্লাহর রাসূল! এমন করবেন না। না হলে বাহনের সংখ্যা কমে যাবে এবং ফিরে যাওয়া কষ্টকর হয়ে যাবে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– তাহলে কী করতে হবে?

হযরত উমর (রা.) বলেন, আপনি সবার খাবার একত্রে করে বরকতের দুআ করুন। আল্লাহ তাআলা আপনার বরকতে আমাদেরকে খাওয়াবেন। সে অনুযায়ী নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাদর বিছিয়ে দিলেন। ঘোষণা করতে বললেন। সবাই যার যার খাবারের আসবাব এনে একত্রিত করলেন। নবীজী দুআ করেন। তারপর সবাইকে বলেন, খাও এবং পাত্র ভরে নাও। সবাই যার যার পাত্র ভরে নিলেন। তারপর একটা পানির পাত্র

আনা হলো। নবীজী তাতে নিজের হাত রাখলেন। আমি কসম করে বলছি, আমি নবীজীর আঙুল থেকে পানি বের হতে দেখেছি। তারপর সবাইকে পানি পান করতে নির্দেশ দিলেন। সবাই পান করলো এবং যার যার পানির পাত্র ভরে নিলেন। এ দৃশ্য দেখে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন। এমনকি তাঁর পবিত্র দাঁত দেখা গেল। তারপর ইরশাদ করেন–

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ۔

[রিয়াজুন্নাজিরা ফী মানাকিবিল আশারা : ১ : ৩৩৩]

কিয়ামতের দিন দু'ব্যক্তির কথোপকথনে নবীজীর হাসি

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, আমরা নবীজীর সাথে একদিন বসা ছিলাম। দেখলাম, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসছেন। কেউ বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি হাসছেন কেন? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের দু'ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সামনে হিসাব-নিকাশের জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে। একজন বলবে, হে আল্লাহ! সে আমার উপর জুলুম করেছে। আপনি তার থেকে বদলা নিয়ে দিন। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি তোমার ভাইয়ের অধিকার ফিরিয়ে দাও। সে বলবে, আমার সওয়াব তো শেষ হয়ে গিয়েছে। মজলুম বলবে, হে আমার রব! আমার গুনাহসমূহের বোঝা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিন। এটা বলতে গিয়ে নবীজীর চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ে। তারপর বলেন– এটা অসহায়ত্বের দিন হবে। আল্লাহ তাআলা মজলুমকে বলবেন, উপরে তাকাও। জান্নাত দেখ। সে উপরে আশ্চর্যজনক নেয়ামতসমূহ দেখতে

পাবে। জিজ্ঞাসা করবে, এসব কার জন্য?

আল্লাহ তাআলা বলবেন– যে এর মূল্য শোধ করবে তার জন্য। সে বলবে, এর মূল্য কার শোধ করার সাধ্য আছে! আল্লাহ তাআলা বলবেন– তুমিও শোধ করতে পারবে। সে বলবে, কী দিয়ে তা শোধ করা যাবে? আল্লাহ তাআলা বলবেন, নিজের ভাইকে ক্ষমা করে দিয়ে। তখন সে বলবে, হে আল্লাহ! আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। আল্লাহ তাআলা বলবেন– তোমার ভাইয়ের হাত ধর এবং তাকে জান্নাতে পৌঁছে দাও।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহকে ভয় কর। পরস্পর পরস্পরের কল্যাণ কামনা কর। অর্থাৎ সহানুভূতিশীল চিত্তে বসবাস কর। কেননা আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন মুসলমানদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন। [আত্ তাযকিরাহ লিল কুরতুবী : ৩১৯]

যাকাতের মাল আসাতে নবীজীর হাসি

ইকরাশ ইবনে যুরাইত (রা.) বলেন, আমার গোত্র বনী মুররা আমাকে যাকাতের সম্পদ দিয়ে নবীজীর দরবারে পাঠাল। আমি মদীনায় হাজির হলাম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার ও মুহাজির সাহাবাদের সাথে বসে আছেন। আমি উট নিয়ে হাজির হলাম। নবীজী বলেন, কে নিয়ে আসলো?

আমি বললাম, ইকরাশ ইবনে যুরাইত।

নবীজী বললেন, তোমার বংশ পরিচিতি বল।

আমি মুররা ইবনে উবাইদ পর্যন্ত বংশধারা বললাম।

এটা শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন। বললেন, এটা আমার গোত্রের উট। এটা আমার জাতির যাকাত। তারপর বলেন, এগুলোতে বাইতুল মালের সিল মেরে বাইতুল মালে রেখে দাও। তারপর আমার হাত ধরে উম্মে সালামা (রা.)-এর ঘরে গমন করেন। জিজ্ঞেস

করেন– কী খাবে বল? তখন একটি পাত্র আনা হলো। তাতে 'সরীদ' ছিল। গোশতের টুকরো তাতে ছিল। আমি খাওয়া শুরু করলাম। পাত্রে বিভিন্ন দিক থেকে খাচ্ছিলাম। নবীজী আমার হাত ধরে বলেন, হে ইকরাশ! এক জায়গা থেকে খাও। কেননা, সব খাবারই এক ধরনের। তারপর এক পাত্রে কাচা-পাকা খেজুর, শুকনো এবং রসালো খেজুর আনা হলো। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রের বিভিন্ন দিক থেকে খেতে থাকেন। নবীজী বলেন– হে ইকরাশ! যেখান থেকে খুশি খাও। কেননা খাবার বিভিন্ন রকমের। [তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৪ : ৩৪৬]

সূরা 'আলাম নাশরাহ' নাযিল হওয়ায় নবীজীর খুশি

হযরত হাসান (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব আনন্দিচিত্তে বের হলেন। তখন তিনি হাসছিলেন। বলেন– কখনও একটি দুঃখ-কষ্ট দুটো সুখকে ভুলিয়ে দিতে পারবে না। কেননা কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে–

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا- اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

[তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৪ : ৬৪২]

এক লোক আল্লাহর কাছে সাক্ষী তলব করায় নবীজীর হাসি

হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে হাসছিলাম এবং তিনি নিজেও হাসছিলেন। নবীজী জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি জান, আমি কেন হাসছি? সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেন– আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। নবীজী বলেন– এক বান্দা আল্লাহর সামনে হাজির হতে পেরে বললো, হে আমার রব! তুমি কি আমাকে জুলুম করার ক্ষমতা দাওনি? আল্লাহ তাআলা বলবেন– নিশ্চয়ই দিয়েছি। সে তখন বলবে– তাহলে আমি আমার বিরুদ্ধে আমি ছাড়া আর কারও সাক্ষ্য গ্রহণ করবো না। আল্লাহ তাআলা বলবেন– আজ তো তুমি নিজেই নিজের হিসাব করার জন্য যথেষ্ট। আর 'কিরমান কাতিবীন' তোমার সাক্ষী। তারপর তার মুখ বন্ধ করে দেয়া হবে। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলা হবে যে, বলো। তখন তারা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। [মুসলিম, আত্তাযকিরাহ : ৩২৭]

সূরা কাওসার নাযিল হওয়ায় নবীজীর হাসি

হযরত আনাস (রা.) বলেন, একদিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে বসা ছিলেন। হঠাৎ নবীজী তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন। তারপর তিনি হাসতে হাসতে মাথা ওঠালেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন হাসলেন? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– এখনই আমার প্রতি সূরা কাওসার নাযিল হয়েছে। তারপর তিনি সূরাটি তিলাওয়াত করেন–

اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝

তারপর বলেন– তোমরা কি জান কাওসার কী?

আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।

নবীজী বলেন– এটা একটা ঝরনা, যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আমার সাথে ওয়াদা করেছেন। এটা হাউজের মতো। কিয়ামতের দিন আমার উম্মত এর কাছে আসবে। এ থেকে পান করার পানি পাত্র তারকারাজির সংখ্যার সমপরিমাণ হবে। [মুসলিম, আত্-তাযকিরাহ লিল কুরতুবী : ৩৪৯]

সুসংবাদ শুনে নবীজীর আনন্দ

হযরত আবু তালহা আনসারী (রা.) বলেন– একদিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করেন। তখন তাঁকে আনন্দিত মনে হচ্ছিল। আনন্দের আলামত তাঁর চেহারায় পরিস্ফুট ছিল। আমি বললাম, হযরত! আজ তো আপনাকে খুব আনন্দিত মনে হচ্ছে। তিনি বলেন– আমার রবের পক্ষ থেকে এখনই ওহী এসেছে, যে ব্যক্তি তোমার উম্মতের মাঝে তোমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার আমলনামায় দশটি নেকী লিখে দেবেন। দশটি গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। মর্যাদার দশটি ধাপ উন্নীত করবেন। [আহমদ, তাবারানী, তাফসীর ইবনে কাসীর : ৩ : ৬১৬]

হযরত আয়েশা (রা.)-এর পছন্দ দেখে নবীজীর হাসি

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আল্লাহ তাআলা যখন নবীজীকে তাঁর স্ত্রীদের ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন যে, তাদেরকে বলো, যারা পার্থিব আসবাবপত্র চাচ্ছে তারা আপনার থেকে আলাদা হয়ে যাক। অর্থাৎ তাদেরকে তালাক দিয়ে দাও। আর যে অল্পতুষ্টি নিয়ে থাকতে চাইবে তারা থাকবে। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আগমন করেন।

আমাকে বললেন যে, এক ব্যাপারে তোমাকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু তুমি এর সিদ্ধান্ত নিতে তাড়াহুড়ো করো না। আগে তোমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ কর। আমি বললাম, তা কী? তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত পড়ে শোনান–

يَآ اَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ
الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًاo وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ
وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَo فَاِنَّ اللهَ اَعَدَّ
لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًاo

আমি সাথে সাথে বললাম– আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে পছন্দ করি। এ ব্যাপারে আবু বকর ও উম্মে রুমানের সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজন কী? এটা শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন এবং আমাকে তাঁর কোলে নিয়ে নিলেন। [তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৩ : ৫৮১]

এক লোকের সাথে নবীজীর কৌতুক

হযরত আনাস (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি নবীজীর দরবারে উপস্থিত হলো। বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার বাহনের প্রয়োজন। আমাকে উটে চড়িয়ে দিন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কৌতুকচ্ছলে) বললেন– তোমাকে উটের বাচ্চার উপর চড়িয়ে দেব। লোকটি অসহায়চিত্তে বললো, হে আল্লাহর নবী! আমি উটের বাচ্চা দিয়ে কী করবো? নবীজী বলেন– বড় যত উট আছে সবই তো উটনির বাচ্চা। [শামায়েলে তিরমিযী : ১৭]

এক মহিলার সাথে নবীজীর কৌতুক

হযরত হাসান (রা.) বলেন, নবীজীর দরবারে এক বৃদ্ধা মহিলা আসলেন। যাঁর নাম হযরত সফিয়্যা বিনতে আবদুল মুত্তালিব (রা.)। তিনি সম্পর্কে নবীজীর ফুফু। তিনি বলেন– হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যেন আল্লাহ তাআলা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– হে অমুকের মা! কোন বুড়ো মানুষ জান্নাতে যাবে না।

এটা শুনে তিনি কাঁদতে কাঁদতে চলে যান। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে বলেন– যাও, তাকে বলো, তুমি বৃদ্ধা অবস্থায় জান্নাতে যাবে না; (বরং আল্লাহ তাআলা জান্নাতীদেরকে জোয়ান অবস্থায় জান্নাতে নিয়ে যাবেন।) কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন– আমরা তাদেরকে নবযৌবনা বানিয়েছি। [শামায়েলে তিরমিযী : ১৭]

হযরত উমর (রা.)-এর কথা শুনে নবীজীর আনন্দ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সাবিত (রা.) বলেন, একদিন উমর (রা.) নবীজীর দরবারে হাজির হন। এসে বলেন, আমি বনু কুরায়যার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি। তাদের মাঝে আমার দোস্ত আছে। সে আমাকে তাওরাতের একটি সংস্করণ দিয়েছে। সেটা কি আপনার কাছে পেশ করবো? (অর্থাৎ পড়ে শোনাব)।

এ কথা শোনে নবীজীর চেহারা রাগে লাল হয়ে গেল। এটা দেখে আবদুল্লাহ ইবনে সাবিত (রা.) বলেন, হে উমর! আপনি কি নবীজীর চেহারা দেখছেন না? (উমর রা. যখন নবীজীর চেহারা পরিবর্তিত দেখতে পেলেন) সাথে সাথে বললেন– আমরা আল্লাহর প্রতি রব হিসেবে সন্তুষ্ট। ইসলামকে ধর্ম হিসেবে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট।

এটা শুনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হয়ে গেলেন। তাঁর

রাগ দূর হয়ে গেল। তারপর নবীজী বলেন, ঐ সত্তার কসম যাঁর কব্জায় আমার জীবন! যদি তোমাদের মাঝে মূসা (আ.) জীবিত থাকতেন এবং তোমরা তাঁর অনুসরণ করতে, তবুও তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে।

এক বর্ণনায় এসেছে, যদি মূসা (আ.) জীবিত থাকতেন তাহলে তিনিও আমার অনুসরণ করা ছাড়া মুক্তি পেতেন না। [তাফসীরে ইবনে কাসীর : ২ : ৫৬৯]

হযরত আব্বাস (রা.)-এর লোভ দেখে নবীজীর হাসি

হযরত হুমাইদ ইবনে হিলাল (রা.) বলেন, আলা ইবনে হাদরামী (রা.) বাহরাইনবাসীর জিযিয়া উসুল করে নবীজীর দরবারে পাঠিয়ে দেন। এত বেশি পরিমাণে সম্পদ না এর আগে এসেছে, না নবীজীর ইন্তেকাল পর্যন্ত সময়ে এসেছে। তা আশি হাজার ছিল। সব লাইন ধরে রাখা হলো। ঘোষণা করা হলো, যার সম্পদ দরকার নিয়ে যাও। গোনে গোনে দেয়ার প্রচলন ছিল না। হযরত আব্বাস (রা.) আসলেন। নিজের চাদর বিছিয়ে অনেক মালপত্র জমা করলেন। যখন ওঠাতে গেলেন তখন ওঠাতে পারছিলেন না। নবীজী কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। নবীজীর দিকে তাকিয়ে বললেন, এটা আমার মাথায় উঠিয়ে দিন।

এটা দেখে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন। এখান থেকে কমাও। যা একা নিতে পার ততটুকু নাও। [তাফসীরে ইবনে কাসীর : ২ : ৩৯৯]

বদরের ময়দানে জিরবাঈলের অবতরণে নবীজীর হাসি

সহীহ হাদীসে এসেছে, বদর যুদ্ধের দিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য বেলকনির মত একটা কক্ষ তৈরি করা হলো। নবীজী এবং হযরত আবু বকর (রা.) উভয়ে সেখানে দুআ করছিলেন। হযরত আবু বকর বলেন– নবীজীর তন্দ্রা চলে আসলো। তিনি হাসতে হাসতে উঠলেন। তারপর এ আয়াত পড়তে পড়তে কক্ষ থেকে বের হন।

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ-

তোমাদের বাহিনী পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ভাগবে। [তাফসীরে ইবনে কাসীর : ২ : ৩৫৬]

উপহার পেয়ে নবীজীর হাসি

হযরত তামীমে দারী (রা.) সব সময় নবীজীর জন্য এক পাত্র ভর্তি করে মদ নিয়ে এসে হাদিয়া পেশ করতেন। (যদিও নবীজী কোন দিন মদ পান করেননি। এবং তখনও মদের অবৈধতা নাযিল হয়নি; তাই তিনি তা গ্রহণ করতেন এবং পরে অন্য কাউকে দিয়ে দিতেন) যখন মদের অবৈধতা নাযিল হলো, তখনও তিনি হয়তো না জেনে মদের হাদিয়া পেশ করেন। নবীজী তাকে দেখে হাসতে থাকেন এবং বলেন– এ মদ তো হারাম হয়ে গিয়েছে। হযরত তামীমে দারী (রা.) বলেন– হে আল্লাহর রাসূল! এটা বিক্রি করে তার মূল্য নিয়ে নিন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– আল্লাহ তাআলা ইহুদীদের প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন। যখন তাদের জন্য গরু এবং ছাগলের চর্বি হারাম করে দেয়া হলো তখন তারা এটাকে গলিয়ে বিক্রি করলো। আল্লাহর কসম! মদ যেমন হারাম তেমনি তা বিক্রি করে তার মূল্য থেকে উপকৃত হওয়াও হারাম। [আহমদ, আবু ইয়ায়লা, তাফসীরে ইবনে কাসীর : ২ : ১১৬]

আনসার সাহাবীগণের আত্মোৎসর্গের ব্যাপারে নবীজীর আনন্দ

হযরত মূসা (আ.) যখন তার জাতিকে বললেন, চলো, লড়াই করতে যাব। তারা বললো, আমরা এখানে আছি, তুমি আর তোমার আল্লাহ গিয়ে লড়াই কর। যখন দেশ জয় করবে তখন আমরা গিয়ে সেখানে প্রবেশ করবো। কিন্তু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধের জন্য পরামর্শে বসলেন। আবু বকর (রা.) সুন্দর পরামর্শ দেন এবং অন্যান্য সাহাবাও পরামর্শ দেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার বলছিলেন– হে মুসলমানেরা! তোমরা পরামর্শ দাও। উদ্দেশ্য ছিল, এখানে যেহেতু আনসারদের সংখ্যা বেশি, তাই তারা কথা বলুক। তখন সা'দ ইবনে মুয়াজ (রা.) বলেন, আপনি আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছেন? ঐ সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহকারে প্রেরণ করেছেন। আপনি যদি সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে বলেন, আমরা নির্দ্বিধায় সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বো। যদি আপনি পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে পড়তে নির্দেশ দেন তাহলে আমরা তাই করবো। আমরা মূসা (আ.)-এর জাতির মতো বলবো না যে, আমরা এখানে বসে আছি আর আপনি এবং আপনার আল্লাহ গিয়ে তাদের সাথে লড়াই করুন। বরং আমরা তো আপনার ডানে লড়াই করবো, বামে লড়াই করবো, আগে লড়াই চালাবো এবং পেছনেও লড়াই চালাবো। এটা শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হয়ে গেলেন। তাঁর পবিত্র চেহারা আনন্দে চমকাতে থাকে। [তাফসীরে ইবনে কাসীর : ২ : ৫০]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফল (রা.)-এর কথা শুনে নবীজীর হাসি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফল (রা.) বলেন, খায়বার যুদ্ধে আমি একটি চর্বিভর্তি থলে পাই। আমি সেটা বগলে নিয়ে বললাম, আজকে এর মত কোন জিনিস আমি ছাড়া আর কেউ পায়নি। আমার এ কথা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনেছিলেন। কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি। আমি যখন তাঁর দিকে তাকালাম তখন তিনি মুচকি হাসলেন। [তাফসীরে ইবনে কাসীর : ২ : ২৬]

হামদান গোত্রের ইসলাম গ্রহণে নবীজীর আনন্দ

ইয়ামনের এক বড় গোত্রের নাম হামদান। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা.)কে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য পাঠান। তিনি সেখানে ছয়মাস অবস্থান করেন। কিন্তু কেউ ইসলাম গ্রহণ করল না। তারপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রা.)কে চিঠি দিয়ে পাঠান এবং বলেন, খালিদকে ফেরত পাঠিয়ে দেবে। হযরত আলী (রা.) গিয়ে সবাইকে একত্রিত করেন এবং নবীজীর চিঠি পড়ে শোনান। ইসলামের দাওয়াত দেন। পুরো গোত্র একদিনে মুসলমান হয়ে গেল। হযরত আলী (রা.) চিঠি পাঠিয়ে নবীজীকে খবর দেন। খবর শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুকরিয়ার সিজদা আদায় করেন। আর আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে কয়েকবার এ বাক্যটি বলেন–

اَلسَّلَامُ عَلٰى حَمْدَانَ

হামদান গোত্রের প্রতি শান্তি ও নিরাপত্তা হোক। [বাইহাকী, সীরাতুল মুস্তফা : ৩ ১১৩]

হযরত ইকরামার মুসলমানকে শহীদ করা এবং নবীজীর হাসি

এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে মক্কা বিজয়ের দিন একজন মুসলমানকে শহীদ করেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পেরে মুচকি হাসি দেন। বলেন, হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়ে জান্নাতী। অর্থাৎ তিনি ইংগিত করলেন যে, শীঘ্রই ইকরামা মুসলমান হয়ে যাবেন। [মাদারিজুন্নাবুওয়ত : ২ : ৩৯৩, সীরাতুল মুস্তফা : ৩ : ৪৫]

হযরত উম্মে সালামা (রা.) বলেন, নীবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বলেন– আমি স্বপ্নে আবু জেহেলের জন্য জান্নাতে একটা খোসা দেখেছি। যখন ইকরামা (রা.) মুসলমান হন, তখন তিনি উম্মে সালামাকে বলেন– আমার ঐ স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো এই। [আল-ইসাবা, সীরাতুল মুস্তফা : ৩ : ৪৫]

হযরত ইকরামা মুসলমান হওয়ার পর যখন কুরআন তিলাওয়াতের জন্য বসতেন তখন কুরআন খুলে কাঁদতেন। এমন কাঁদতেন যে, বেহুশ হওয়ার অবস্থা হতো। আর বার বার বলতেন–

هٰذَا كَلَامُ رَبِّىْ- هٰذَا كَلَامُ رَبِّىْ

এটা আমার প্রতিপালকের বাণী। [সীরাতুল মুস্তফা : ৩ : ৪৫]

কা'ব ইবনে যুবায়েরের ইসলাম গ্রহণে নবীজীর আনন্দ

কা'ব ইবনে যুবায়ের প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। নবীজীর প্রশংসায় তিনি কবিতা পাঠ করতেন। তিনি ঐ ব্যক্তি, মক্কা বিজয়ের দিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যেখানে পাওয়া যাবে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি মক্কা থেকে পলায়ন করেন। পরে মদীনায় গিয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। নবীজীর উদ্দেশ্যে তিনি যে সব কবিতা বলেছেন, তা 'বানাত সুয়াদ' নামে এক গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। এটা বিশ্বখ্যাত প্রসিদ্ধ একটি সাহিত্য। তার ইসলাম গ্রহণে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব খুশি হন। তাঁকে তিনি একটি চাদর উপহার দেন। [সীরাতুল মুস্তফা : ৩ : ৪৭]

উতবা এবং মা'তাবের ইসলাম গ্রহণে নবীজীর আনন্দ

হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন– তোমার দুই ভাতিজা এবং আবু লাহাবের সন্তান উতবা ও মা'তাব কোথায়? আমি বললাম, তারা লুকিয়ে আছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে আস।

আমি বাহনে চড়ে আরাফায় গেলাম। সেখান থেকে উভয়কে নিয়ে এসে নবীজীর সামনে পেশ করলাম। তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করে নিল। নবীজীর হাতে বাইয়াত গ্রহণ

করল।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালেন। উভয়ের হাত ধরলেন। কা'বার দরজার পাশে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ দুআ করলেন। তারপর যখন ফিরে আসেন তখন নবীজীর চেহারায় আনন্দের আলামত দেখা যাচ্ছিল। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাআলা আপনাকে সব সময় আনন্দিত রাখুন। কী ব্যাপার? আপনি হাসলেন কেন?

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– আমি আমার প্রতিপালকের কাছে আমার দুই চাচাত ভাইকে চেয়েছিলাম, আল্লাহ তাআলা আমাকে দান করেছেন। [খাসাইসুল কুবরা : ১ : ২৬৪]

হযরত উমায়ের ইবনে আদী এক ইহুদী মহিলাকে হত্যা করায় নবীজীর আনন্দ

আসমা নামে এক ইহুদী মহিলা ছিল। সে নবীজীর কুৎসা সম্বলিত কবিতা পাঠ করে শোনাতো। বিভিন্নভাবে নবীজীকে কষ্ট দিত। লোকদের কাছে ইসলাম সম্পর্কে ঘৃণা ছড়াত। স্রাবের রক্তে রঞ্জিত কাপড় এনে মসজিদে ফেলে রাখত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর ময়দানে ছিলেন। তখন সে নবীজীর উদ্দেশে অপমানজনক কবিতা আবৃতি করে শোনায়। হযরত উমায়ের ইবনে আদী (রা.) এসব শুনে ভীষণ রেগে যান। উন্মত্ত হয়ে মানত করেন, আল্লাহর ফযলে নবীজী মদীনায় ফিরে আসার পর আমি তাকে অবশ্যই হত্যা করব।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বদর ময়দান থেকে নিরাপদে বিজয়ের ঝাণ্ডা উড়িয়ে ফিরে আসেন তখন উমায়ের রাতে তলোয়ার নিয়ে রওনা করেন। তার ঘরে প্রবেশ করেন। সে অন্ধ ছিল, তাই আসমাকে হাত দিয়ে ধরে তার থেকে তার সন্তান আলাদা করে তার বুকের উপর তলোয়ার চেপে ধরেন। এত জোরে চাপ দেন যে, তা পিঠ পর্যন্ত কেটে দু'টুকরো হয়ে যায়। মানত পুরো করে ফিরে আসেন। ফজরের নামাযের পর নবীজীকে খবর দিলেন। আর বলেন– হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যাপারে আমার কোন শাস্তি হবে না তো? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেন, না। বরং নবীজী উমায়ের ইবনে আদী (রা.)-এর এ কাজে অত্যন্ত খুশি হন। সাহাবায়ে কিরামকে বলেন– তোমরা যদি এমন ব্যক্তি দেখতে চাও যে আমার অজান্তে আমার সহায্য করেছে, তাহলে উমায়ের ইবনে আদীকে দেখে নাও। [সীরতুল মুস্তফা লিল কান্দালবী : ২ : ১৬৬]

হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রা.)কে দেখে নবীজীর হাসি

হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রা.) বলেন– নবীজী যখন ওমরা করে ফিরে আসেন, তখন আমার ভাইয়ের একটা চিঠি আমার কাছে আসে। তিনি ইসলামের প্রতি আমার আকর্ষণ আরো বাড়িয়ে দেন। এর মাধ্যমে আমার একটি স্বপ্নের সত্যায়ন হয়েছে। একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম, উজাড় এক সংকীর্ণ ভূমি থেকে বের হয়ে আমি সবুজ শ্যামল বিস্তৃত শহরের দিকে চলে গিয়েছি।

আমি সফরের প্রস্তুতি নিলাম। কামনা করলাম, কেউ যদি আমার সফরের সাথী হতো! আমি সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার কাছে গেলাম। বললাম, তুমি দেখছ না? মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরো আরব আজমে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন। আমরা যদি তাঁর কাছে যাই এবং তাঁর আনুগত্য মেনে নিই, তাহলে এটা আমাদের জন্য ভাল হবে। আর মুহাম্মদের মর্যাদা আমাদের মর্যাদা হবে।

কিন্তু সফওয়ান খুব কঠিন জবাব দিল। যদি আমি ছাড়া দুনিয়ার সব মানুষও মুহাম্মদের আনুগত্য করে তারপরও আমি তাঁর অনুগত হব না। তারপর আমি ইকরামা ইবনে আবু জেহেলের কাছে গেলাম। সফওয়ানকে যা বলেছি, ইকরামাকেও তাই বললাম। সেও একই জবাব দিল। আমি ভাবলাম, এদের তো বাপ ভাই বদরে নিহত হয়েছে। তাই তারা রাগান্বিত হয়ে আছে। তারপর আমি উসমান ইবনে তালহার সাথে সাক্ষাত করলাম। তাকেও একই কথা বললাম। যা আমি এ দু'জনকে বলেছি। সে আমার কথা মেনে নিল।

আমরা সফর শুরু করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমরা আলাদা আলাদা রওনা

করব এবং ইয়াহাজ নামক স্থানে গিয়ে উভয়ে মিলিত হব। যে আগে পৌঁছবে সে অন্যের অপেক্ষা করবে। আমরা চললাম। ইয়াহাজ নামক স্থানে আমরা মিলিত হলাম। সেখান থেকে রওনা করে আমরা 'হাদ্দায়' গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে আমর ইবনুল আস (রা.)-এর সাথে সাক্ষাত হলো। আমরা একে অপরকে মোবারকবাদ জানালাম। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম– কোথায় চলেছ। সে বলল– ইসলাম গ্রহণ করার জন্য, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করার জন্য। আমরা বললাম, আমরাও তো একই উদ্দেশে বের হয়েছি।

খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা.) বলেন– তারা তিনজন মদীনায় প্রবেশ করলাম। 'হাদ্দা' নামক স্থানে আমাদের বাহন রাখলাম। কেউ একজন আমাদের আসার খবর নবীজীর কাছে পৌঁছে দিল। তিনি আমাদের আসার কথা শুনে খুব খুশি হন। আর বলেন, মক্কা তার কলিজার টুকরোগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

খালিদ (রা.) বলেন– আমি ভাল কাপড় চোপড় পরে নবীজীর উদ্দেশ্যে চললাম। রাস্তায় আমার ভাই ওলীদের সাথে দেখা হলো। সে বলল– তাড়াতাড়ি চলো, নবীজী তোমাদের আসার খবর শুনেছেন। তিনি তোমাদের অপেক্ষায় আছেন। আমরা খুব তাড়াতাড়ি চললাম এবং নবীজীর দরবারে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে দেখে মুচকি হাসেন।

আমি বললাম– আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি অত্যন্ত হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় আমার সালামের জাবাব দেন। আমি বললাম–

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– কাছে আস। তারপর বলেন– সব প্রশংসা ঐ পবিত্র সত্তার যিনি তোমাকে ইসলাম গ্রহণের তৌফিক দিয়েছেন। আমি দেখছিলাম তোমার মাথায় বুদ্ধি আছে। আর আশা ছিল যে, তোমার বুদ্ধি নিশ্চয়ই তোমাকে পথ প্রদর্শন করবে। [সীরাতুল মুস্তফা : ২ : ৪৫৩]

ফুজালা ইবনে উমায়েরের কথা শুনে নবীজীর হাসি

মক্কা বিজয়ের দিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাওয়াফ করছিলেন তখন ফুজালা নবীজীকে শহীদ করার ইচ্ছা করল। (নাউযুবিল্লাহ)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার কাছে গেলেন তখন জিজ্ঞেস করলেন– তুমি কি ফুজালা? সে বললো– হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তুমি মনে মনে কী ফন্দি আঁটছিলে? সে বললো, কিছু না। আমি তো আল্লাহর যিকির করছিলাম। এটা শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে ওঠেন। তাকে বললেন– ক্ষমা প্রার্থনা কর। তারপর আমার বুকে হাত রাখেন। এতে আমার অন্তরটা শান্ত হয়ে গেল।

ফুজালা বলেন– হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনও আমার বুক থেকে হাত উঠাননি, এরই ভেতর তিনি দুনিয়ার সব সৃষ্টি থেকে আমার কাছে প্রিয় হয়ে গেলেন। [সীরাতুন্নবী লি ইবনে হিশাম : ৪ : ৩৭]

আবুল হায়সামের কথায় নবীজীর হাসি

মদীনার আনসার সাহাবীরা যখন দ্বিতীয় শপথের জন্য আসেন, তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেন। কুরআন মজীদ পাঠ করে শোনান। ইসলামের প্রতি আকর্ষিত করেন। তিনি বলেন– তোমরা কি এ ব্যাপারে শপথ করছো যে, তোমরা যেভাবে তোমাদের স্ত্রী-পুত্রের হেফাজত কর ঠিক সেভাবে আমার হেফাজত করবে?

হযরত বারা ইবনে মারুর বলেন– হ্যাঁ, ঐ সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন। আমরা যেভাবে নিজেদের স্ত্রী-পুত্রের হেফাজত করি ঠিক সেভাবেই আপনার হেফাজত করবো। আমরা আরবের লোক। আমাদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র আছে। এটা আমরা আমাদের পূর্বসুরিদের থেকে পেয়েছি। আবুল হাসসাম ইবনে তাইহান বলেন– হে আল্লাহর

রাসূল! নিঃসন্দেহে আমাদের ইহুদীদের সাথে বন্ধুত্ব আছে। তাদের সাথে বন্ধুত্ব আমরা ছিন্ন করে দেব। এটা কি আপনি পছন্দ করেন যে, যদি আমরা তা করি তাহলে আল্লাহ তাআলা আপনাকে বিজয় দান করবেন এবং আপনি আপনার জাতির কাছে আবার ফিরে আসবেন। আমাদেরকে সেখানে ছেড়ে আসবেন? এটা শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসেন। বলেন– আমার ক্ত এটা তোমাদেরই রক্ত। আমার সম্মান এবং মর্যাদা তোমাদেরই সম্মান এবং মর্যাদা। আমি তোমাদের এবং তোমরা আমার। আমি তার সাথে লড়াই করবো, যারা তোমাদের সাথে লড়বে। আমি তাকে নিরাপত্তা দেব, তোমরা যাকে নিরাপত্তা দেবে। [সীরাতুন্নবী লি ইবনে হিশাম : ২ : ৫০]

হযরত মুগীরা (রা.)-এর আত্মমর্যাদাবোধ দেখে নবীজীর হাসি

হুদাইবিয়ার প্রান্তরে মক্কাবাসী উরওয়া ইবনে মাসউদ আস্‌সাকাফীকে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠালো। সে নবীজীর কাছে আসলো এবং বললো, কুরাইশরা কসম করে ফেলেছে, আপনাকে বিজয়ী বেশে মক্কায় ঢুকতে দেবে না। তারা সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। কাল যখন সংঘর্ষ হবে, তখন আপনার সাথে যে বিভিন্ন গোত্রের লোকজন এসেছে তারা সবাই ভাগবে। আপনি একাই থাকবেন। এটা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন– তোরা লাত্ (ভূতের) লজ্জাস্থান চেটে খা! আমরা ভাগবো!? সে বললো, হে মুহাম্মদ! সে কে? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– সে হলো আবু কুহাফার ছেলে। সে বললো, আমার প্রতি যদি তোমার অবদান না থাকতো, তাহলে আমি অবশ্যই এর জবাব দিতাম। সে কথা বলতে বলতে তার হাত নবীজীর দাড়ি মোবারকের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল।

হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা যিনি অস্ত্রেসজ্জিত ছিলেন তিনি বলেন– তোর নাপাক হাত নবীজীর দাড়ি মোবারকে লাগাবে না। এতদূর আগাবে না যে,

আমরা তোমার হাত ভেঙ্গে দিতে বাধ্য হই। হযরত মুগীরার এ মর্যাদাবোধ দেখে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসেন।

উরওয়া বললো, সে কে?

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– সে তোমার ভাতিজা মুগীরা ইবনে শু'বা। [সীরাতুন্নবী লি ইবনে হিশাম : ৩ : ৩৬২]

হযরত আশআস ইবনে কায়েসের কথা শুনে নবীজীর হাসি

ইবনে শিহাব বলেন– আশআস ইবনে কায়েস (রা.) বনু কিন্দার প্রতিনিধি দলের সাথে নীবীজীর খেদমতে হাজির হন। দলে আশিজন লোক ছিল। তিনি যখন নবীজীর কাছে আসার প্রস্তুতি নিতে চুলে তেল মাখলেন, চুল আচড়ালেন, সুরমা লাগিয়ে পরিষ্কার জুতা পরিধান করলেন। সে জুব্বার কিনারায় রেশম মিলানো ছিল। যখন তিনি নবীজীর দরবারে উপস্থিত হলেন, তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করোনি? তিনি বললেন– কেন না? আমি তো ইসলাম গ্রহণ করেছি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশম খুলে ফেলে দেন। তারপর আশআস ইবনে কায়েস (রা.) বলেন– হে আল্লাহর রাসূল! আমরা 'বনু আকিলুল মিরার'[১] (বারবার খাবার গ্রহণকারী গোত্র)। আর আপনি 'ইবনু আকিলুল মিরার' (বারবার খাবার গ্রহণকারীর সন্তান)। এটা শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসলেন। তারপর বলেন– এ বিশেষণ তোমরা আব্বাস (রা.) এবং রবীয়া (রা.)কে বল। কেননা, এরা উভয়ে ব্যবসায়ী ছিল। যখন দূরে কোথাও যেত তখন কেউ জিজ্ঞেস করলে তারা বলতো– আমরা 'বনু আকিলুল মিরার'। [সীরাতে ইবনে হিশাম ৪ ২৫৪]

---

[১] এটা একটা আঞ্চলিক বিশেষণ।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর কথায় নবীজীর হাসি

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাকী কবরস্তান থেকে ফিরলেন। তখন আমার মাথা ব্যথা ছিল। আমি বলছিলাম– হায় আমার মাথা! হায় আমার মাথা! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– হে আয়েশা! হায় আমার মাথা! (ঠাট্টাচ্ছলে বলেন) তারপর বলেন– কোন অসুবিধা নেই। তুমি যদি এই মাথা ব্যথায় মারা যাও, তাহলে আমি তোমাকে কাফন পরাব, তোমার জানাযা পড়ে তোমাকে দাফন দেব।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন– আমি বললাম, আপনি কি চান, আমার পরে আপনি আমার ঘরে আরেকজন স্ত্রী আনবেন? এটা শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন। [সীরাতে ইবনে হিশাম : ৪ : ৩২১]

হযরত জাফর আসাতে নবীজীর আনন্দ

হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব (রা.) হাবশা থেকে ঐ দিন ফেরত আসেন যেদিন খায়বার বিজয় হয়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কপালে চুমু খেলেন এবং কোলাকুলি করেন। নবীজী বলেন– আমি জানি না যে, আজ জাফর আসার কারণে আমার আনন্দ লাগছে? নাকি খায়বার বিজয় হওয়াতে আনন্দ লাগছে। [সীরাতে ইবনে হিশাম : ৩ : ৪১৪]

হযরত যায়েদ (রা.)-এর ব্যাপারে ওহী অবতীর্ণ হওয়ায় নবীজীর হাসি

পঞ্চম হিজরীতে বনু মুসতালিকের বিখ্যাত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে একজন একজন মুহাজির এবং আনসার সাহাবীর মধ্যে ঝগড়া বাঁধল। সাধারণ ব্যাপার ছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়তে লাগলো। এমনকি প্রত্যেকে অন্যের বিরুদ্ধে যার যার গোত্রের লোকদের সাহায্য চাইতে লাগলেন। উভয়পক্ষে জামাত তৈরি হয়ে গেল। যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার

আশংকা ছিল। তখন কিছু মধ্যস্ততাকারী মীমাংসা করে দেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই, মুনাফিকদের সরদার। মুসলমানদের বড় শত্রু ছিল। সে যেহেতু প্রকাশ্যে ইসলাম প্রকাশ করতো, এজন্য তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হতো না। সে যখন এ ঘটনা শুনলো, তখন নবীজীর ব্যাপারে ভীষণ বেয়াদবীমূলক কথা বলে। আর তার বন্ধুদেরকে বলে– এগুলো সবই তোমাদের হাতের কামাই। তোমরা তাদেরকে তোমাদের শহরে জায়গা দিয়েছ। নিজেদের সম্পদ আধাআধি বণ্টন করে দিয়েছ। যদি তোমরা ওদের সাহায্য করা ছেড়ে দাও, তাহলে ওরা এখনই চলে যেতে বাধ্য হবে। এটাও সে বললো, আল্লাহর কসম! আমরা যদি মদীনায় পৌঁছে যাই তাহলে আমরা সম্মানিতরা লাঞ্ছিতদেরকে এখান থেকে বের করে দেব। হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) অল্প বয়সী ছিলেন। তিনি সেখানে ছিলেন। এসব শুনে আর সহ্য করতে পারেননি। বলে ওঠেন– তুমি অপমানিত, লাঞ্ছিত। তোমাকে তোমার গোষ্ঠীতেই নিকৃষ্ট দৃষ্টিতে দেখা হয়। তোমার কোন সাহায্যকারী নেই। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মানী ব্যক্তি। আল্লাহর পক্ষ থেকেও সম্মান দেয়া হয়েছে এবং নিজ জাতির কাছেও সম্মানী।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বললো, এ তো আশ্চর্য ছেলে! আমি তো এমনিতেই ঠাট্টা করে এসব বলেছি। কিন্তু হযরত যায়েদ (রা.) গিয়ে নবীজীকে সব জানিয়ে দেন।

হযরত উমর (রা.) আবেদন করেন, এ কাফিরদের গর্দান উড়িয়ে দেয়া হোক। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিলেন না। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যখন খবর শুনলো যে, এটা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত চলে গিয়েছে। তখন নবীজীর দরবারে এসে মিথ্যা কসম খেতে শুরু করলো। আমি এসব কথা বলিনি। যায়েদ আমার নামে মিথ্যা অভিযোগ করেছে। আনসারদের কিছু লোক নবীজীর দরবারে আসেন। তারাও সুপারিশ করলো– হে আল্লাহর রাসূল! আবদুল্লাহ গোত্রের সরদার। বড় নেতা মনে করা হয়। এক বাচ্চার কথা তার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য নয়। হতে পারে সে শুনতে ভুল করেছে বা সে বুঝেইনি।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ওজর কবুল করে নেন। হযরত যায়েদ (রা.) যখন এটা শোনেন যে, সে মিথ্যা কসম খেয়ে তার সত্যতা

প্রমাণ করে নিয়েছে এবং যায়েদকে মিথ্যা বানিয়ে দিয়েছে, তখন লজ্জায় বাইরে বের হওয়া ছেড়ে দেন। এমনকি লজ্জায় নবীজীর দরবারেও যাচ্ছেন না। পরিশেষে সূরা মুনাফিকুন অবতীর্ণ হয়, যার মাধ্যমে হযরত যায়েদের সত্যতা এবং আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের অত্যাচার এবং তার কসমের অসারতা প্রকাশ করে দেয়া হয়। হযরত যায়েদের মর্যাদা পক্ষ বিপক্ষ সবার কাছে বেড়ে গেল এবং আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের ব্যাপারটি সবার কাছে প্রকাশ পেয়ে গেল।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের ছেলে আবদুল্লাহ যিনি পাক্কা মুসলমান ছিলেন, তিনি মদীনার কাছাকাছি এসে তলোয়ার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনি তার পিতা মুনাফিক সরদারকে বলতে লাগলেন– ততক্ষণ তোমাকে আমি মদীনায় প্রবেশ করতে দেব না, যতক্ষণ তুমি নিজেকে নিকৃষ্ট লাঞ্ছিত না বলবে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে প্রিয় ব্যক্তি মনে না করবে। পিতা আশ্চর্য হলো যে, এই ছেলে সব সময় বাবার সাথে সম্মানের আচরণ করে। কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে কোন কিছু সহ্য করতে পারে না। পরিশেষে সে তা স্বীকার করতে বাধ্য হলো। সে বললো– আল্লাহর কসম! আমি নিকৃষ্ট এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎকৃষ্ট। তারপর তাকে মদীনায় ঢুকতে দেয়া হলো।

এক বর্ণনায় এসেছে, যখন সূরা মুনাফিকুন নাযিল হয়, তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদকে ডেকে পাঠান। তার কান ধরে মুচকি হাসি দেন। বলেন– তোমার কান সত্য। কেননা, আল্লাহ তাআলা তোমাকে সত্যায়ন করে আয়াত নাযিল করেছেন। [তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৪ : ৪৪৬]

এক মুনাফিকের সাথে নবীজীর হাসি

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, উবাইয়াইনা ইবনে হাসীন নামক এক ব্যক্তি ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– সে মন্দ গোত্রের লোক। তারপরও ভেতরে আসার অনুমতি দিয়ে দেন। কিছুক্ষণ পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে

হাসতে থাকেন। যখন সে চলে গেল, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! প্রথমে তার ব্যাপারে কেমন বললেন। আবার তার সাথে হাসাহাসি করেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– নিকৃষ্ট লোক হলো সে, যার অনিষ্টতার কারণে তার থেকে লোকেরা দূরে থাকে। [মুয়াত্তা ইমাম মালিক : ৭০৫]

হযরত যায়নাব (রা.)-এর বিবাহে নবীজীর হাসি

যখন হযরত যায়েদ তাঁর স্ত্রী যায়নাবকে তালাক দিয়ে দেন এবং তাঁর ইদ্দত পুরো হয়ে যায় তখন একদিন হযরত আয়েশা (রা.) ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরস্পর কথাবার্তা বলছিলেন। হঠাৎ নবীজীকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দিল। (অধিকাংশ সময় ওহী আসলে এমন হতো)। তারপর তিনি মুচকি হেসে হেসে বলেন– কোন এক ব্যক্তি যায়নাবের কাছে যাওয়া উচিত এবং সে তাকে সুসংবাদ দেবে যে, আল্লাহ তাআলা হযরত যায়নাবের বিবাহ আসমানে সম্পন্ন করে দিয়েছেন। তারপর এ আয়াত তিলাওয়াত করেন–

وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِىْ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ
اَمْسِكْ عَلَيْكَ وَزَوْجَكَ...

[তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৮ : ৭২]

হযরত আয়েশা (রা.)-এর খেলার সাথীদের দেখে নবীজীর হাসি

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, নবীজীর সাথে আমার যখন বিবাহ হয় তখন আমার বয়স ৬ বছর। যখন আমি নবীজীর ঘরে যাই তখন আমার বয়স ৯ বছর। আমি মদীনার মেয়েদের সাথে খেলা করতাম। একদিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসেন। আমি খেলছিলাম।

যখন খেলা শেষে তারা চলে গেল, তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার খেলার সাথীদের ব্যাপারে খুশি প্রকাশ করেন। অর্থাৎ তাদের সাথে খেলা তাঁর পছন্দ হয়েছে। [তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৮ : ৪০]

হযরত আয়েশা (রা.)-এর মেধা দেখে নবীজীর হাসি

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন– একদিন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে আসেন। আমি আমার সাথীদের সাথে খেলছিলাম। আমাদের কাছে একটা পাখা বিশিষ্ট ঘোড়া ছিল। নবীজী জিজ্ঞেস করেন– আয়েশা! এটা কী? আমি বললাম, এটা সুলাইমান (আ.)-এর ঘোড়া। এটা শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসতে থাকেন। এক বর্ণনায় এসেছে– নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জিজ্ঞেস করেন যে, এটা কী? আয়েশা (রা.) বলেন– এটা ঘোড়া। নবীজী বলেন– ঘোড়ার কি পাখা হয়? আয়েশা বলেন– এটা সুলায়মান (আ.)-এর ঘোড়া। তাঁর ঘোড়ার তো পাখা ছিল। [তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৮ : ৪২]

হযরত আয়েশা (রা.)-এর কথায় নবীজীর হাসি

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, একদিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আগমন করেন। বললাম, আজ সারাদিন কোথায় ছিলেন? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– উম্মে সালামার কাছে। আমি বললাম, আপনি উম্মে সালামা (রা.)-এর দ্বারা তৃপ্ত হন না? এটা শুনে নবীজী হেসে ওঠেন।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর তুলনা উপস্থাপনে নবীজীর হাসি

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, একদিন আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম– আপনি বলুন, যদি আপনি দুটো জিনিস পান এবং তার মধ্যে একটা নতুন এবং একটা পুরাতন বা ব্যবহৃত, তাহলে আপনি কোনটাকে পছন্দ করবেন? নবীজী বলেন– অব্যবহৃত এবং নতুন যেটা, সেটাই আমি পছন্দ করবো। আমি বললাম, আমি আপনার অন্য স্ত্রীদের মত নই। কেননা তারা সবাই এক জামাই হয়ে আপনার কাছে এসেছে। আর আমি সোজা এবং শুধু আপনার কাছে এসেছি। এটা শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দেন। [তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৮ : ৫৫]

স মা প্ত

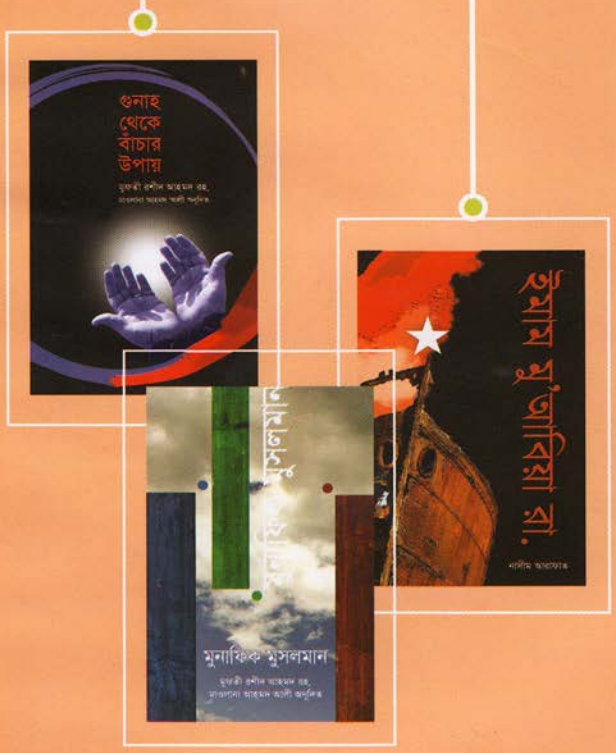

মাকতাবাতুল আখতার
[একটি রুচিশীল প্রকাশনা ও বিপণন কেন্দ্র]
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। মোবাইল : ০১৯১৪০৫৮৭৮৯, ০১৭১৮৫২৭১০২